'উদ্বোধন প্রকাশনার কতিপয় পুস্তক'

গীতা-সার-সংগ্রহ	২৫.০০
ব্যাধ-গীতা	২৬.০০
অষ্টাবক্র গীতা	২৮.০০
ফলিত বেদান্ত	৩০.০০
বৈরাগ্যশতকম্	৩২.০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা	৩৫.০০
পাতঞ্জল যোগদর্শন	৭০.০০



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

মূল্য ঃ [illegible].০০



Rs. 30.00



বারো সপ্তাহে সংস্কৃত শিক্ষা



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/May 1996

দ্বিতীয় সংস্করণ
চৈত্র ১৪১৫/April 2009

৩য় পুনর্মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৪২১
July 2014
1M1C

ISBN 81-8040-208-8

মুদ্রক
নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের অসীম করুণায় 'ব্যাকরণ কণিকা' (বারো সপ্তাহে সংস্কৃত শিক্ষা) বইখানি প্রকাশিত হল। সংস্কৃত ব্যাকরণ রূপে বইখানি উদ্বোধন প্রকাশনে প্রথম সংযোজন। জীবন সংগ্রামে যাঁরা ব্যস্ত, নিত্যকার রুজি-রোজগারের জন্য সাহিত্য চর্চার সময় যাঁদের হাতে খুব কম, অথচ পূজা-পাঠ, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির প্রতি যাঁদের বিশেষ অনুরাগ বইখানি তাদের খুব কাজে লাগবে। ছাত্র ছাত্রীরাও কম সময়ের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত হবেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের বিশাল পরিধিকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ ও সরল ভাবে মূল বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, মাত্র বারো সপ্তাহের মধ্যে ঐ বিষয়গুলিকে অধিগত করা যাবে। অন্ততঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি রূপরেখা অনুরাগী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য। অরণ্যের শান্তিময় পরিবেশে মুনি ঋষিরা জীবনের পরম সত্যগুলি উপলব্ধি করেছিলেন; যেগুলির প্রয়োজন আজ সকলের। 'মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করছেন।' 'নরের মধ্যেই নারায়ণ।' 'সকল মানুষই আমার ভাই-বোন আমার আপন জন,' 'জীব মাত্রই ব্রহ্ম;' 'আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান'— বেদান্তের এই সার্বজনীন সত্যগুলি সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই সমাজে ও পরিবারে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এবং তার জন্য আজ বিশেষ প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষা।

সংক্ষিপ্ত এই বইখানির মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার জনগণের কাছে উন্মুক্ত হোক— এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

উদ্বোধন কার্যালয়
অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখ ১৪০৩
এপ্রিল ১৯৯৬

স্বামী সত্যব্রতানন্দ
প্রকাশক

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে বহু মূল্যবান রত্ন আছে—এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং কালিদাস প্রমুখ প্রতিভাবান কবির কাব্য ও নাটকের কথা অল্প বিস্তর আমরা সকলেই জানি। কিন্তু অসুবিধা হল, এই ভাষাকে অধিগত করার জন্য যে ব্যাকরণ জ্ঞান প্রয়োজন তা লাভ করতে হলে বহু সময় ও বহু পরিশ্রম প্রয়োজন। বর্তমান জীবনের দৈনন্দিন জটিলতার মধ্যে ঐ সময় খুঁজে বের করা কঠিন। ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের রস ও মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সংস্কৃত ব্যাকরণকে সরলীকৃত করা আবশ্যক। এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে আমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হতে না পারি কিন্তু সাধারণভাবে গীতা-চণ্ডী-উপনিষদ্ বুঝতে পারব।

এই সকল কথা মনে রেখে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ব্যাকরণ কৌমুদী' থেকেই আমাদের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং সেজন্য তাঁর কাছে পুনঃ পুনঃ আমরা ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

টাকী গভর্নমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডঃ শ্রী বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ এম. এ.; পি. এইচ. ডি. এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক বিদগ্ধ সাধু, ব্রহ্মচারী ও অনুরাগী ভক্তের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ করতে। তাঁদের সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

এই পুস্তিকাখানি সংস্কৃত-শিক্ষা-সহায়িকারূপে বয়স্ক ও প্রবীণদের যেমন কাজে লাগবে তেমনি মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদেরও যাতে কাজে লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পরিশেষে নিবেদন করি; আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যকে জনমুখী করে তোলা। বেদান্তের মহান তত্ত্বগুলির ধারক ও বাহক সংস্কৃত সাহিত্যের অমৃতধারা সাধারণ মানুষের জীবনকে নব বলে বলীয়ান করে তুলুক, ভগবানের শ্রীচরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম
বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৭০০০৫৬
অন্নপূর্ণা পূজা, ১৪০২, মার্চ ১৯৯৬

স্বামী অমলানন্দ

''আমার সঙ্কল্প এই : প্রথমতঃ—আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলি, যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই ঐগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শতশত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই : .... কারণ সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব— একটা শক্তির ভাব জাগিবে।''

স্বামী বিবেকানন্দ

[মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা, ''ভারতের ভবিষ্যৎ''—
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা — পঞ্চম খণ্ড : পৃষ্ঠা — ১৪৩-৪৪]

সূচীপত্র

সূচনা

জীবনের হাসি-কান্নাকে আমরা প্রকাশ করি কথায়। কথাই ভাষা হয়ে ফুটে উঠে সাহিত্যে। সাহিত্যকে ভালভাবে বুঝবার জন্য দরকার হয় ব্যাকরণ। ব্যাকরণ আমাদের বন্ধুর কাজ করে। ব্যাকরণ-এর নিয়মগুলি আমাদের সহায়তা করে সাহিত্যের মধ্যে যে মধুর ভাব রাশি আছে তাকে উপভোগ করার জন্যে।

আমরা যারা কম বেশী বাংলা ভাষা বুঝি তারা বাংলা ব্যাকরণও জানি। আবার বাংলা ভাষা এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। তাই বাংলা ব্যাকরণ যারা জানে তারা অল্পবিস্তর সংস্কৃত ব্যাকরণও জানে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাই শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বিভক্তি, কারক, সমাস প্রভৃতি আমাদের কাছে কঠিন লাগে। তবে কিছুটা চেষ্টা করলে সে বাধা অতিক্রম করা যায়। তখন দেখতে পাব অমূল্য এক রস-ভাণ্ডার এই সাহিত্যে রক্ষিত আছে; যা আমাদের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

একটু আগে বলেছি, বাংলা ভাষা এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। বাংলা সাহিত্য, কাব্য ও নাটক, সবারই উৎস হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের অমৃতকুম্ভ। তাই বাংলা সাহিত্যকেও ভালভাবে বুঝতে হলে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের প্রয়োজন। এদিক দিয়েও সংস্কৃত ব্যাকরণ কিছুটা জানা একান্ত প্রাসঙ্গিক।

১ বর্ণ প্রকরণ

বর্ণ ঃ ভাষা বা সাহিত্যের মূল উপাদান বর্ণ। বর্ণ নিয়ে শব্দ এবং শব্দ নিয়ে বাক্য হয়। বর্ণের সমষ্টিকে বলে **বর্ণমালা**। লিপিতে প্রকাশ করার সময় তাদেরকে বলে **অক্ষর**। বর্ণসমূহ দুইভাগে বিভক্ত **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

স্বরবর্ণ ঃ ১৪টি। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ ৩৫টি। *ক বর্গ*— ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্;
চ বর্গ— চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্;
ট বর্গ— ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্; *ত বর্গ*— ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্;
প বর্গ— প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্; *অন্তঃস্থবর্ণ*— য্, র্, ল্, ব্;
উষ্মবর্ণ— শ্, ষ্, স্, হ্; *অযোগবাহ বর্ণ*— ং, ঃ।

বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে দেবনাগরী হরফ দেওয়া হল।

স্বরবর্ণ

अ	आ	इ	ई
অ	আ	ই	ঈ
उ	ऊ	ऋ	ॠ
উ	ঊ	ঋ	ৠ
ऌ	ॡ	ए	ऐ
ঌ	ৡ	এ	ঐ
	ओ	औ	
	ও	ঔ	

ব্যঞ্জনবর্ণ

क	ख	ग	घ	ङ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
च	छ	ज	झ	ञ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ट	ठ	ड	ढ	ण
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
त	थ	द	ध	न
ত	থ	দ	ধ	ন
प	फ	ब	भ	म
প	ফ	ব	ভ	ম

य	र	ल	व
য	র	ল	ব
श	ष	स	ह
শ	ষ	স	হ
	ं	ः	
	ং	ঃ	

যুক্তবর্ণ

क्ष	क्क	क्त	क्र	ग्र	घ्र
ক্ষ	ক্ক	ক্ত	ক্র	গ্র	ঘ্র
ङ्क	ङ्ग	च्च	ज्ज	ज्ञ	झु
ঙ্ক	ঙ্গ	চ্চ	জ্জ	জ্ঞ	ঝু
झू	ञ्च	ञ्ज	ट्ट	ट्र	ड्ड
ঝূ	ঞ্চ	ঞ্জ	ট্ট	ট্র	ড্ড
णु	त्त	त्र	त्	त्न	थु
ণু	ত্ত	ত্র	ৎ	ত্ন	থু
द्द	द्य	द्व	द्ग	द्भ	द्ध
দ্দ	দ্য	দ্ব	দগ	দ্ভ	দ্ধ
द्र	द्रु	दृ	दु	द्म	प्त
দ্র	দ্রু	দৃ	দু	দ্ম	প্ত
प्र	फु	भ्र	म्र	श्च	श्न
প্র	ফু	ভ্র	ম্র	শ্চ	শ্ন
श्ल	ह्य	हृ	ह्म	ह्ल	ह्व
শ্ল	হ্য	হৃ	হ্ম	হ্ল	হ্ব



পদ প্রকরণ

পদ প্রকরণ ঃ আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃত ভাষার কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলায় যেমন নর, ফল, মুনি বললে সেই সব শব্দের একটি অর্থ স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, সংস্কৃতে কিন্তু অন্যরকম। সংস্কৃতে ঐ শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝাতে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করতে হয়। যেমন নরঃ, ফলম্, মুনিঃ। শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে উপযুক্ত বিভক্তি যোগ করলে তবেই তা **'পদে'** পরিণত হয়।

পদ দু ভাগে বিভক্ত। (১) **নামপদ** (২) **ক্রিয়াপদ**। নামপদের মূলকে **'প্রাতিপদিক (শব্দ)'** এবং ক্রিয়াপদের মূলকে **'ধাতু'** বলে।

১। নামপদ (সুবন্ত পদ) তিনপ্রকার—**বিশেষ্য, বিশেষণ** এবং সর্বনাম।

২। ক্রিয়াপদ (তিঙন্ত পদ) একপ্রকার।

আবার কতকগুলি পদ আছে তা নামপদ বা ক্রিয়াপদ হলেও, সকল অবস্থাতে একরকম থাকে এই পদগুলিকে **অব্যয়পদ বলে**।

তাই পদ হল মোট পাঁচ প্রকার। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ।

বিশেষ্য ঃ যার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলা হয়, তাকে **বিশেষ্য** বলে। যথা—রামঃ, সীতা, মনুষ্যঃ, পশুঃ, চন্দ্রঃ, সূর্যাঃ, গ্রীষ্মঃ, শৈত্যম্, দয়া, ক্ষমা, গমনম্, শয়নম্, প্রীতিঃ, ধর্মঃ, ভক্তিঃ ইত্যাদি।

বিশেষণ ঃ যে সকল শব্দ দ্বারা বিশেষ্য পদের গুণ, দোষ ইত্যাদি বোঝায় তাকে **বিশেষণ** পদ বলে। যথা—সুন্দরঃ, জড়ঃ, একঃ, বহবঃ, সর্বঃ, গরীয়ান্ ইত্যাদি। বিশেষণ পদ সর্বনাম, ক্রিয়া এবং বিশেষণেরও বিশেষণ হতে পারে।

সর্বনাম ঃ বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে **সর্বনাম** পদ বলে। যথা—অস্মদ্ (আমি), যুস্মদ্ (তুমি), তদ্ (সে), যদ্ (যে), ইদম্ (ইহা) এক ইত্যাদি।

অব্যয় ঃ এমন কতকগুলি পদ আছে যারা সকল লিঙ্গে, সকল বিভক্তিতে এবং সকল বচনে একরকম থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। সেইগুলিকে **অব্যয়** পদ বলে। যথা—দিবা, নক্তম্, যত্র, তত্র ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ ঃ কিছু করা বা হওয়া যে পদের দ্বারা বুঝায় তাকে বলে **ক্রিয়াপদ**। বালকেরা খেলছে ; বালকাঃ ক্রীড়ন্তি। এখানে ক্রিয়াপদ ক্রীড়ন্তি।



সংজ্ঞা ও পরিভাষা

সংস্কৃত ব্যাকরণে কিছু বিষয় আছে যা আমরা বাংলায় পাই না। সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে পড়তেই আমরা দেখতে পাব ও জানতে পারব। তবুও কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। প্রকৃতি = মূল শব্দকে **প্রকৃতি** বলে। প্রকৃতি দু'রকমের ; প্রাতিপদিক এবং ধাতু।

প্রাতিপদিক (বা নাম) যথা—

(ক) **বস্তুবাচক**—সূর্য, তরু, লতা, গৃহ ইত্যাদি।

(খ) **বস্তুর বিশেষণ বাচক**—পুরাতন, সুন্দর ইত্যাদি।

ধাতু—যা ক্রিয়া বোঝায় তাকে **ধাতু** বলে। যথা—ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্ ইত্যাদি।

২। **প্রত্যয়**—প্রাতিপদিক ও ধাতুর পরে যা যুক্ত হয় তাকে **প্রত্যয়** বলে। প্রত্যয় পাঁচ রকমের হয় যেমন—

(ক) বিভক্তি (খ) কৃৎ (গ) তদ্ধিত (ঘ) স্ত্রী প্রত্যয় (ঙ) ধাত্ববয়ব।

৩। **পদ**—সুপ্ (—) তিঙন্তং পদম্। প্রাতিপদিক ও ধাতু বিভক্তি যুক্ত হলে সেগুলিকে **পদ** বলে। যেমন—নরঃ, ভবতি ইত্যাদি। যা পদ নয় তা বাক্যে ব্যবহার করা যায় না।

৪। গুণ-'অদেঙ্ গুণঃ'— ই ঈ স্থানে এ (উপ + ইন্দ্রঃ = উপেন্দ্রঃ। রমা + ঈশঃ = রমেশঃ), উ, ঊ স্থানে ও (তব + উপদেশ = তবোপদেশঃ, গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ), ঋ, ৠ স্থানে অর্ (কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ = কৃষ্ণর্দ্ধিঃ) এবং ঌ স্থানে অল্ হওয়াকে গুণ বলে।

৫। 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'—অকার স্থানে আকার, ই, ঈ এবং এ স্থানে ঐ কার (কৃষ্ণ + একঃ = কৃষ্ণৈকঃ), উ, ঊ এবং ওকার স্থানে ঔ কার (গঙ্গা + ওঘঃ = গঙ্গৌঘঃ)। ঋ, ৠ স্থানে আর্ (শীত + ঋতঃ = শীতার্তঃ) এবং ঌ স্থানে আল্ হওয়াকে **বৃদ্ধি** বলে।

৬। সম্প্রসারণ—ইগ্ যণঃ সম্প্রসারণম্। য, ব, র, ল স্থানে যথাক্রমে ই, উ, ঋ, ঌ হওয়াকে **সম্প্রসারণ** বলে। যেমন যজ্ + ক্ত = ইষ্ট, বচ্ + ক্ত্বাচ্ = উক্ত্বা ইত্যাদি।

৭। উপসর্গ—উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে। ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকলে প্র, পরা, অপ, সম, অনু প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়কে **উপসর্গ** বলে।

৮। সবর্ণ—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্। যাদের তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান এবং স্পৃষ্টত্ব প্রভৃতি প্রযত্ন সমান তাদের সবর্ণ বলে। যেমন—অ, আ ; ই, ঈ ; উ, ঊ ; ঋ, ৠ ইত্যাদি। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে সবর্ণতা হয় না।

৯। উপধা—শব্দের শেষ বর্ণের পূর্ব বর্ণটিকে **'উপধা'** বলে। যেমন 'গম্' ধাতুর 'ম্' এর পূর্বের 'অ' হল উপধা।

১০। টি—শব্দের অন্ত্যস্বর থেকে আরম্ভ করে শেষাংশকে 'টি' বলে যেমন 'রাজন্' শব্দের 'অন্'টি।

১১। প্রগৃহ্য—ঈকারান্ত ঊকারান্ত এবং একারান্ত দ্বিবচনান্তপদ প্রগৃহ্য। যথা মুনী এতৌ, বিষ্ণূ ইমৌ, লতে, এতে, যাচেতে অর্থম্। প্রগৃহ্য হলে সন্ধি হয় না।

১২। **বিভক্তি**—ধাতুর উত্তর তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি এবং প্রাতিপদিকের উত্তর সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয় তাদের বিভক্তি বলে। যথা—ভূ + তি = ভবতি ; নর + সু (ঃ) = নরঃ।



সন্ধি প্রকরণ

দুটি বর্ণ পরস্পর সন্নিহিত হয়ে উভয়ে মিলিত হলে এই মিলনকে বলে **সন্ধি**। সন্ধি তিন প্রকার।

(১) **স্বর সন্ধি** ঃ স্বরবর্ণ + স্বরবর্ণ।

(২) **ব্যঞ্জন সন্ধি** ঃ ব্যঞ্জনবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণ।

(৩) **বিসর্গ সন্ধি** ঃ বিসর্গ + স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরসন্ধি

১। অ বা আ + অ বা আ = আ ; শশ + অঙ্কঃ = শশাঙ্কঃ,
রত্ন + আকরঃ = রত্নাকরঃ, বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ।

২। ই বা ঈ + ই বা ঈ = ঈ ; গিরি + ইন্দ্রঃ = গিরীন্দ্রঃ,
ক্ষিতি + ঈশঃ = ক্ষিতীশঃ।

৩। উকার বা ঊকার + উকার বা ঊকার = ঊকার ;
বিধু + উদয়ঃ = বিধূদয়ঃ।

৪। ঋকার + ঋকার = ৠকার বা দীর্ঘ ঋকার ; পিতৃ + ঋণম্ = পিতৄণম্।

৫। অকার বা আকার + ইকার বা ঈকার = একার ;
দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ।

৬। অকার বা আকার + উকার বা ঊকার = ওকার ;
নীল + উৎপলম্ = নীলোৎপলম্।

৭। অকার বা আকার + ঋকার = অর্ ;
মহা + ঋষিঃ = মহর্ষিঃ।

৮। অকার বা আকার + একার বা ঐকার = ঐকার ;
অদ্য + এব = অদ্যৈব।

৯। অকার বা আকার + ওকার বা ঔকার = ঔকার ;
মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ।

১০। ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই, ঈ স্থানে 'য্' হয় ;
যদি + অপি = যদ্যপি
অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ।

১১। উ, ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে উ, ঊ স্থানে ব্ হয় ;
সু + আগতম্ = স্বাগতম্।

১২। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ঋ স্থানে 'অর্' হয় ;
পিতৃ + আদেশঃ = পিত্রাদেশঃ।

১৩। স্বরবর্ণ পরে থাকলে একার স্থানে অয়্, ঐকার স্থানে আয়্, ওকার স্থানে অব্, ঔকার স্থানে আব্ হয় ;
শে + অনম্ = শয়নম্, বিনৈ + অকঃ = বিনায়কঃ,
পো + অনঃ = পবনঃ, ভৌ + উকঃ = ভাবুকঃ।

১৪। পদের অন্তস্থিত একার কিংবা ওকারের পর অকার থাকলে তা লোপ হয়। লোপ হলে অকারের যে চিহ্ন থাকে (ঽ) তাকে **লুপ্ত অকার** বলে ;
গৃহে + অবস্থানম্ = গৃহেঽবস্থানম্
প্রভো + অনুগৃহাণ = প্রভোঽনুগৃহাণ।

একনজরে ঃ স্বরসন্ধি

অ/আ + অ/আ = আ, ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ
উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ, ঋ + ঋ = ৠ
অ/আ + ই/ঈ = এ, অ/আ + ঋ = অর্
অ/আ + উ/ঊ = ও, অ/আ + ও/ঔ = ঔ
উ + ঊ + উ, ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ = ব্
এ + এ ভিন্ন স্বরবর্ণ = অয়্, ঐ + ঐ ভিন্ন স্বরবর্ণ = আয়্
ও + ও ভিন্ন স্বরবর্ণ = অব্, ঔ + ঔ ভিন্ন স্বরবর্ণ = আব্।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১। চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা—
মহৎ + চক্রম্ = মহচ্চক্রম্, তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ।

২। জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা—
উৎ + জ্বলঃ = উজ্জ্বলঃ, মহৎ + ঝঞ্ঝনম্ = মহজ্ঝঞ্ঝনম্।

৩। জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকলে দন্ত্য ন্ স্থানে ঞ্ হয়। যথা—
গচ্ছন্ + ঝটিতি = গচ্ছঞ্ঝটিতি।

৪। পদের অন্তস্থিত তকার কিংবা দকারের পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং তালব্য শ্ স্থানে ছ্ হয়। যথা—
জগৎ + শরণ্যম্ = জগচ্ছরণ্যম্, তদ্ + শরীরম্ = তচ্ছরীরম্।

৫। পদের অন্তস্থিত 'ন্' কারের পর তালব্য শ্ থাকলে 'ন্' স্থানে ঞ এবং তালব্য শ্ স্থানে ছ্ হয়। যথা—

ধাবন্ + শশঃ = ধাবঞ্ছশঃ, মহান্ + শব্দঃ = মহাঞ্ছব্দঃ।

৬। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর হ্ থাকলে ত্, দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। যথা—

উৎ + হতঃ = উদ্ধতঃ, বিপদ্ + হেতুঃ = বিপদ্ধেতুঃ।

৭। চ বর্গের পর দন্ত্য ন্ থাকলে ন্ স্থানে ঞ হয়। যথা—

যাচ্ + না = যাচ্ঞা, যজ্ + নঃ = যজ্ঞঃ।

৮। ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকলে, ত্ ও দ্ স্থানে ট্ হয়। যথা—

সৎ + ঠকারঃ = সট্ঠকারঃ, তদ্ + টীকা = তট্টীকা।

৯। ড্ বা ঢ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়। যথা—

উৎ + ডীনঃ = উড্ডীনঃ; এতদ্ + ঢক্কা = এতড্ঢক্কা।

১০। মূর্দ্ধন্য ষ-কারের পরস্থিত ত্ স্থানে ট্ ও থ্ স্থানে ঠ্ হয়। যথা—

আকৃষ্ + তঃ = আকৃষ্টঃ, ষষ্ + থঃ = ষষ্ঠঃ।

১১। ল্ পরে থাকলে ত্ দ্ ও ন্ স্থানে ল্ হয়। এবং ন্-কারের পূর্ববর্তী বর্ণ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যথা—

উৎ + লিখিতঃ = উল্লিখিতঃ,

তদ্ + লীলায়িতম্ = তল্লীলায়িতম্, মহান্ + লাভঃ = মহাঁল্লাভঃ।

নিপাতনে সিদ্ধ

কতগুলি সন্ধি সাধারণ নিয়মে সিদ্ধ নয় বলে তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ** বলা হয়। যথা—সাধারণ নিয়মে সিদ্ধ হলে গবক্ষ হত। কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ বলে গো + অক্ষঃ = গবাক্ষঃ, কুল + অটা = কুলটা, সার + অঙ্গঃ = সারঙ্গঃ, সীমন্ + অন্তঃ = সীমান্তঃ, মার্ত + অণ্ডঃ = মার্তণ্ডঃ, পতত্ + অঞ্জলিঃ = পতঞ্জলিঃ; বৃহৎ + পতিঃ = বৃহস্পতিঃ, গো + পদম্ = গোষ্পদম্, বন + পতিঃ = বনস্পতিঃ।

এক নজরে ব্যঞ্জনসন্ধি

ত্ দ্ + চ্ ছ্ = ত্ দ্ স্থানে চ্। ত্ দ্ + জ্ ঝ্ = ত্ দ্ স্থানে জ্।

ত্ দ্ + শ্ = ত্ দ্ স্থানে চ্ (শ্ স্থানে বিকল্পে ছ্)।

ন্ + শ্ = ন্ স্থানে ঞ; চ্ জ্ + ন্ = ন্ স্থানে ঞ।

ত্ + দ্ + হ্ = ত্ ও দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্।

চ্ জ্ + ন্ = ন্ স্থানে ঞ।

ট্ ঠ্ পরে থাকলে পূর্ববর্তী ত্ দ্ স্থানে ট্।

ড্ ঢ্ পরে থাকলে পূর্ববর্তী ত্ দ্ স্থানে ড্।

ড্ ঢ্ পরে থাকলে পূর্ববর্তী ন্ স্থানে ণ্।

ল পরে থাকলে পূর্ববর্তী ত্, দ্, ন্ স্থানে ল্।

বিসর্গসন্ধি

বিসর্গ দুই প্রকার—সজাত ও রজাত। স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে **সজাত** (যথা—পয়স্ = পয়ঃ); র্-স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাকে **রজাত** বিসর্গ (যথা—প্রাতর্ = প্রাতঃ) বলে।

১। চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকলে, বিসর্গ স্থানে তালব্য শ্ হয়। যথা—

পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ, রবেঃ + ছবিঃ = রবেশ্ছবিঃ।

২। ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকলে, বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ্ হয়। যথা—

ভীতঃ + টলতি = ভীতষ্টলতি, স্থিরঃ + ঠক্কুরঃ = স্থিরষ্ঠক্কুরঃ।

৩। ত্ কিংবা থ্ পরে থাকলে, বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স্ হয়। যথা—

উন্নতঃ + তরুঃ = উন্নতস্তরুঃ, ক্ষিপ্তঃ + থুৎকারঃ = ক্ষিপ্তস্থুৎকারঃ।

৪। অকারের পরস্থিত সজাত বিসর্গের পর অ থাকলে, পূর্ব্ব অকার এবং বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয়। ও কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অকারের লোপ হয়, লুপ্ত অকারের চিহ্ন (২) থাকে। যথা—

নরঃ + অয়ম্ = নরোঽয়ম্, বেদঃ + অধীতঃ = বেদোঽধীতঃ।

৫। বর্গের ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে, অ-কার ও অ-কারের পরস্থিত সজাত বিসর্গ উভয়ে মিলে ও হয়। ও-কার আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

শোভনঃ + গন্ধঃ = শোভনোগন্ধঃ, বামঃ + হস্তঃ = বামোহস্তঃ।

৬। স্বরবর্ণ, বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ বা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরের বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। যথা—

কবিঃ + অয়ম্ = কবিরয়ম্, রবেঃ + উদয়ঃ = রবেরুদয়ঃ।

৭। স্বরবর্ণ বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে অ-কার ও আ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে 'র্' হয়। যথা—পুনঃ + অয়ম্ = পুনরয়ম্, স্বঃ + গতঃ = স্বর্গতঃ, দ্বাঃ + এষা = দ্বারেষা।

৮। র্ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে যে র্ হয়, তার লোপ হয় এবং পূর্বের স্বর হ্রস্ব থাকলে দীর্ঘ হয়। যথা—পিতঃ + রক্ষ = পিতারক্ষ, নিঃ + রসঃ = নীরসঃ, বিধুঃ + রাজতে = বিধূরাজতে।

এক নজরে বিসর্গসন্ধি

বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণের কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের যে মিলন হয় তাকে **বিসর্গসন্ধি** বলা হয়।

বিসর্গসন্ধির সংকেত সূত্র ঃ

বিসর্গ + চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্—বিসর্গ স্থানে যথাক্রমে শ্, ষ্, স্ হয়।

অঃ + অ = অ স্থানে ও (পরে অ লোপ)।

অঃ + অ ভিন্ন স্বরবর্ণ = বিসর্গের লোপ।

অঃ + বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, য্, র্, ল্, ব্, হ্ = অ স্থানে ও; কিন্তু র-জাত বিসর্গ স্থানে র্।

আঃ + স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, য্, র্, ল্, ব্, হ্ = বিসর্গের লোপ।

অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ + স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, য্, র্, ল্, ব্, হ্ = র্।

বিসর্গ স্থানে র্ + র, পূর্বের র-এর লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ।

সঃ / এষঃ + অ ভিন্ন বর্ণ থাকলে বিসর্গের লোপ।

সন্ধি প্রকরণের উপযোগিতা

সন্ধি বিচ্ছেদ করলে আমরা সহজে শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারি।

১। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন— (গীতা) কর্মণি + এব + অধিকারঃ + তে

২। কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী— (উত্তর রামচরিত) কালঃ + হি + অয়ং + নিরবধিঃ + বিপুলা

৩। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি (কঠোপনিষদ্)
দুর্গম্ + পথঃ + তৎ + কবয়ঃ + বদন্তি।

৪। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ (কেনোপনিষদ্) ন + তত্র + চক্ষুঃ + গচ্ছতি।
ন বাক্ + গচ্ছতি নো + মনঃ



৪ ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান

ণত্ব বিধান

যেসব নিয়ম অনুসারে দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয় তাকে **ণত্ব বিধান** বলে।

(১) ঋ, ৠ, র্, ষ্ এই চার বর্ণের পর দন্ত্য ন্ থাকলে মূর্ধন্য ণ্ হয়। যথা—নৃণাম্, দোষ্ণা।

(২) স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্ ব্ হ্ ও অনুস্বারের ব্যবধান থাকলেও ঐ নিয়ম প্রযোজ্য হয়। যথা—করণম্, মূর্খেণ ইত্যাদি।

ণত্ব বিধান ঃ

"আপণ কঙ্কণ বেণী বেণু বীণা কণা।
কল্যাণ চিক্কণ পাণি গণ গুণ ফণা।।
বণিক বিপণি বাণী পুণ্য কোণ মণি।
শোণিত ও নিপুণ গৌণ পণ পণ্য ফণী।।
লবণ লাবণ্য অণু শণ শোণ ভাণ
কণিকা চাণক্য নিত্য ণত্বের বিধান।।"

ষত্ব বিধান

যে সমস্ত নিয়মানুসারে দন্ত্য 'স্' মূর্ধন্য 'ষ্' তে রূপান্তরিত হয় তাদের ষত্ব বিধান বলে।

১। অ, আ, ভিন্ন স্বর, ক্ র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত আদেশের ও প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যথা—মুনিষু, নদীষু, অনৈষীৎ। অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যবধান থাকলেও মূর্ধন্য ষ্ হয়। যথা—ধনূংষি, আশীঃষু, আয়ুঃষু। [অনুস্বার 'নুম্' অর্থাৎ 'ন্' স্থানে জাত না হলে ষত্ব হয় না—পুংসু (পুম্ + সু)]

ষত্ব বিধান ঃ

"ঈষৎ ঔষধ পুষ্প মূষিক মহিষ।
ভূষণ ভিষক দোষ ষণ্ড মেষ বিষ।।
আষাঢ় ঊষর কোষ শোষণ পাষাণ।
কষায় কাষায় শেষ ভীষণ বিষাণ।।
কষিত প্রদোষ শ্লেষ উষ্ণ ষট্ ভাষা।
বিশেষ অশেষ পৌষ গ্রীষ্ম ভীষ্ম মাষা।।
বিশেষণ অভিলাষ ষোড়শ তুষার।
এইসব শব্দে 'ষ'র নিত্য ব্যবহার।।"



লিঙ্গ প্রকরণ

লিঙ্গ ভেদে শব্দ তিনপ্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ।

সংস্কৃত ভাষায় কেবল অর্থ দ্বারা শব্দের লিঙ্গ নির্ণীত হয় না, প্রত্যয় ও শিষ্ট প্রয়োগ দ্বারাই নির্ণীত হয়ে থাকে। স্ত্রীবাচক **'ভার্য্যা'** শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, দার শব্দ পুংলিঙ্গ (নিত্য বহুবচনান্ত), কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। **'অপত্য'** শব্দ পুত্র ও কন্যা উভয়কে বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ। একার্থ হলেও **'গ্রন্থ'** শব্দ পুংলিঙ্গ ও পুস্তক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। **'অর্থ'** শব্দ পুংলিঙ্গ কিন্তু **'ধন'** শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; **'অপ্'** শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু **'জল'** ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ

১। **'ঘঞ্'** ও **'অপ্'** প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা (ঘঞ্) শোকঃ, ত্যাগঃ, ভাবঃ। (অপ্) করঃ, গরঃ, ভবঃ।

২। অচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা—বিনয়ঃ, চয়ঃ, জয়ঃ কিন্তু ভয়ম্, মুখম্ ও পদম্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

৩। নঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা—যজ্ঞঃ, যত্নঃ, কিন্তু যাচ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ।

৪। কি প্রত্যয়ান্ত দা ও ধা-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা—আধিঃ উদধিঃ।

৫। দারাক্ষত-লাজাসূনাং বহুত্বঞ্চ—দার (পত্নী), অক্ষত (আতপ চাল), লাজ (খৈ), অসু (প্রাণ) পুংলিঙ্গ এবং বহুবচন।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত আ ও ঈ কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—বৃদ্ধা, কৃপণা, বিদ্যা, নদী, সিংহী, বিদুষী।

২। **মিন্যন্তঃ**—মি ও নি প্রত্যয়ান্ত ধাতুজাত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—ভূমিঃ গ্লানিঃ। কিন্তু বহ্নিঃ ও অগ্নিঃ শব্দ পুংলিঙ্গ।

৩। **ক্তিন্নন্তঃ**—ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—কৃতিঃ, মতিঃ, গতিঃ, বুদ্ধিঃ।

৪। যৃন্তমেকাক্ষরম্—একাক্ষর ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—শ্রীঃ, ভীঃ, হ্রীঃ, ধী, ভূঃ।

৫। **তলন্ত**—তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—শুক্লতা, দেবতা, বন্ধুতা, জনতা।

৬। অপ্, সুমনস্, সমা, সিকতা বর্ষা শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ ও নিত্যবহুবচন।

ক্লীবলিঙ্গ

১। **ভাবে ল্যুটন্ত**— ভাববাচো ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা—হসনম্, দর্শনম্, শ্রবণম্।

২। **নিষ্ঠা চ**—ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ যথা—হসিতম্, গীতম্, জীবিতম্।

৩। **অদন্ত প্রত্যয়াভাবে**—ভাব বুঝাতে ত্ব, য প্রভৃতি অকারান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা—গুরুত্বম্, মহত্ত্বম্, গৌরবম্, শৈশবম্, মাধুর্য্যম্।



বিশেষ্য—বিশেষণ

১। **'গুণাদিভিস্তু যদ্‌ভেদ্যং তদ্‌বিশেষ্যমুদাহৃতম্''**—যা দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার বোধ হয়, তাকে **বিশেষ্য** বলে।

ব্যক্তিবাচক— হরিঃ, রামঃ।
বস্তুবাচক— ঘটঃ, শিলা।
জাতিবাচক— মনুষ্যঃ, পশুঃ, পক্ষী, কীটঃ।
গুণবাচক— স্থৈর্যাম্, দৃঢ়তা, লঘুতা।
ক্রিয়াবাচক— দর্শনম্, হসনম্, গমনম্।

২। **বিশিষ্যতে যেন তদ্ বিশেষণম্**—যা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাকে **বিশেষণ** বলে।

বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তি-বচনে চ যে।
তানি সর্ব্বাণি যোজ্যানি বিশেষণ-পদেষ্বপি॥

বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন, বিশেষণেও সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি ও সেই বচন হয়। যথা—সুন্দরঃ বালকঃ (সুন্দর বালক), সুন্দরী বালিকা (সুন্দরী বালিকা), মধুরাণি ফলানি (মিষ্ট ফলগুলি), দ্বে লতে (দুটি লতা), নির্মলম্ জলম্ (নির্মল জল) ইত্যাদি।

বিশেষণের তারতম্য

১। দু'য়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝালে বিশেষণের উত্তর তর (তরপ্) ও ঈয়স্ (ঈয়সুন্) এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝালে তম (তমপ্) ও ইষ্ঠ (ইষ্ঠন) প্রত্যয় হয়। যথা—রামঃ শ্যামাৎ বলবত্তরঃ বলীয়ান্ বা ; সিংহঃ পশুষু বলবত্তমঃ বলিষ্ঠঃ বা।

২। তর ও তম সকল বিশেষণের উপরই হয় এবং এদের যোগে শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন—গুরুতর, গুরুতম। ঈয়স্ ও ইষ্ঠ কেবলমাত্র গুণবাচক বিশেষণের উত্তরই হয় (অজাদিগুণবচনাদেব) এবং এদের যোগে অনেক শব্দের পরিবর্তন হয়। এইজন্য ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ের যোগে পরিবর্তিত শব্দসমূহ নীচে দেওয়া হল।

অন্তিক	নেদীয়স্	নেদিষ্ঠ
অল্প	অল্পীয়স্, কনীয়স্	অল্পিষ্ঠ, কনিষ্ঠ
উরু	বরীয়স্	বরিষ্ঠ
কৃশ	ক্রশীয়স্	ক্রশিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়স্, জ্যায়স্,	শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
গুরু	গরীয়স্	গরিষ্ঠ

৭ উদ্দেশ্য বিধেয়

১। যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা যায়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা যায় বা আরোপ করা যায়, তাকে বিধেয় বলে। যথা—বৃষ্টির্ভবতি, বালকঃ সুন্দরঃ। এখানে বৃষ্টিঃ, বালকঃ উদ্দেশ্য এবং ভবতি ও সুন্দরঃ বিধেয়।

২। বিধেয় পদ বিশেষণ শব্দ হলে তাকে বিধেয় বিশেষণ এবং বিশেষ্য শব্দ হলে তাকে বিধেয় পদ বলা হয়ে থাকে। বিধেয় সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পরে বসে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় একই বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—ঈশ্বরঃ দয়ালুঃ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে লিঙ্গ ও বচনের পার্থক্য হয়—বেদাঃ প্রমাণম্। ঈশ্বরঃ মম শরণম্ ভবতি, ধর্মঃ সুখস্য কারণম্ ; বিধেয় পদগুলি উদ্দেশ্যের বিভক্তি মাত্র গ্রহণ করে। কিন্তু লিঙ্গ বা বচন গ্রহণ করে না।

উদ্দেশ্যে চ বিধেয়ে চ বিভক্তিস্তু সমা ভবেৎ।
কদাচিজ্জায়তে তত্র বৈষম্যং লিঙ্গ-সংখ্যয়োঃ ॥

৩। যদি কোন বিধেয় পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা কোন অবস্থাতেই নিজের লিঙ্গ ও বচন পরিত্যাগ করে না ; সুতরাং উদ্দেশ্য পদ যে লিঙ্গের বা যে বচনেরই হোক্ না কেন, বিধেয় পদটির স্বভাবতঃ যে লিঙ্গ বা বচন, সেই লিঙ্গ বা বচনই থাকে। "উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে লিঙ্গাদের্নাস্তি তন্ত্রতা।" যথা—(১) বিবেকহীনতা পরম বিপদের কারণ — অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্। (২) জননী স্নেহের আধার — জননী স্নেহাধারঃ। (৩) সম্পদ হল বিপদের কারণ — সম্পদঃ পদমাপদাম্। (৪) সে পিতামাতার স্নেহের পাত্র — স্নেহপাত্রং স পিত্রোঃ। (৫) শিষ্যগণ গুরুর স্নেহভাজন — স্নেহভাজনং শিষ্যাঃ গুরোঃ। (৬) পতি নারীদিগের ভূষণ — নারীণাং ভূষণং পতিঃ।

যে সমস্ত বিশেষ্য বিধেয় হলেও নিজ লিঙ্গ ত্যাগ করে না তাদের **'অজহল্লিঙ্গ'** শব্দ বলে। [শরণম্ পদম্ ইত্যাদি ; যথা— বিপদি শ্রীদুর্গা শরণম্।]

উদ্দেশ্যের মূল অংশ কর্তা এবং বিধেয়ের মূল অংশ সমাপিকা ক্রিয়া। এই কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে ইচ্ছামতো পদ সংযোগ করা যায় এবং তখন উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সম্প্রসারণ ঘটে। একেই বাক্য সম্প্রসারণ বলে।

সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে তাকে বলে সরল বাক্য। যথা—বালকাঃ হসন্তি। (বালকেরা হাসছে।)

যে বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে তাকে বলা হয় যৌগিক বাক্য। যথা—কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ।

কাল খেলা করে, আয়ু চলে যায় ; তবু
বৃথা আশা আমাদের ছাড়ে না।



কর্তা ও ক্রিয়া

১। কর্তার যে পুরুষ ও বচন, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ ও বচন হয়। যথা—সঃ গচ্ছতি, বয়ং ক্রীড়ামঃ।

২। দুটি একবচনান্ত 'চ' দ্বারা যুক্ত হলে ক্রিয়ার দ্বিবচন হয়। যথা—রামঃ লক্ষ্মণশ্চ গচ্ছতঃ।

৩। (ক) একটি কর্তা একবচনান্ত অন্যটি দ্বিবচনান্ত বা বহুবচনান্ত হলে ক্রিয়ার বহুবচন হয়। যথা—শিক্ষকঃ ছাত্রৌ চ অগচ্ছন্। শিক্ষকঃ ছাত্রাশ্চ গচ্ছন্তি।

(খ) দুটি কর্তা দ্বিবচনান্ত বা বহুবচনান্ত হলে কিংবা একটি দ্বিবচনান্ত ও অন্যটি বহুবচনান্ত হলে অথবা দুটির অধিক কর্তা (যে বচনান্তই হোক না কেন) 'চ' দ্বারা যুক্ত হলে ক্রিয়ার বহুবচন হয়ে থাকে। যথা—বালকৌ বালিকে চ হসন্তি। নরৌ বালকাশ্চ ভ্রমন্তি।

৪। (ক) দুই বা ততোধিক একবচনান্ত কর্তৃপদ থাকলে অনেক স্থলে ক্রিয়া একবচনান্ত হয়ে থাকে। এই সব জায়গায় ক্রিয়াপদটি প্রত্যেক কর্তৃপদের সঙ্গে পৃথকভাবে অন্বিত হয়। যথা—ধনং যৌবনঞ্চ চিরং ন তিষ্ঠতি।

কিন্তু ক্রিয়াপদ পৃথকভাবে অন্বিত না হলে একবচন হয় না। যথা—রাজা, রাজ্ঞী চ আশ্রমং গচ্ছতঃ।

(খ) দুই বা ততোধিক কর্তা বিভিন্ন বচনের হলে কখনও কখনও ক্রিয়াটির বচন নিকটবর্তী কর্তা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যথা—ততঃ প্রবিশতি মুনিস্তস্য শিষ্যাশ্চ।

৫। যদি বিভিন্ন পুরুষের কর্তা 'চ' দ্বারা যুক্ত হয়, তবে মধ্যমপুরুষ থাকলে ক্রিয়াপদের মধ্যমপুরুষ এবং উত্তমপুরুষ থাকলে ক্রিয়াপদের উত্তম পুরুষ হবে। যথা—সঃ ত্বং চ পঠথঃ। সঃ ত্বম্ অহং চ পঠামঃ। ত্বম্ অহং চ গমিষ্যাবঃ। যূয়ং বয়ং চ গমিষ্যামঃ।



বিভক্তি ও বচন

১। প্রাতিপদিকের উত্তর সাতটি বিভক্তি হয়। যথা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং প্রতি বিভক্তির তিনটি করে বচন হয়। যেমন একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

(১) একবচনে এক সংখ্যা এবং দ্বিবচনে দুই সংখ্যা বোঝায়।

(২) বহুবচনে তিন থেকে পরার্দ্ধ পর্যন্ত সকল সংখ্যারই বোধ হয়।

বচন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ঃ

২। এক শব্দ একবচনান্ত যথা—একঃ বালকঃ, একা বালিকা, একং ফলম্। 'কেহ কেহ' অর্থে—'এক' শব্দ বহুবচনেও প্রযুক্ত হয়। যথা—একে বদন্তি, একে মৃতাঃ।

৩। দ্বি ও উভ শব্দ দ্বিবচনান্ত যথা—দ্বৌ বালকৌ, উভৌ ভৃত্যৌ।

৪। উভয় শব্দ একবচন ও বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। দ্বিবচন নেই। যথা—উভয়ম্ অহিনকুলম্, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ সুখমিচ্ছন্তি।

৫। দুই সংখ্যাবোধক দ্বয়, দ্বিতয়, যুগল, যুগ্ম, মিথুন, দ্বন্দ্ব; তিন সংখ্যাবোধক ত্রয়, ত্রিতয় এবং চারি সংখ্যাবোধক চতুষ্টয় প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত। যথা—বাহ্বোঃ দ্বয়ম্।

৬। সমাহার দ্বিগু এবং সমাহার দ্বন্দ্ব-সমাস নিষ্পন্ন শব্দ নিত্য একবচনান্ত। যথা—ত্রিভুবনম্, পাণিপাদম্।

৭। ত্রি থেকে অষ্টাদশন্ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। যথা—ত্রয়ো বেদাঃ, দশ দিশঃ ইত্যাদি।

৮। দম্পতি শব্দ দ্বিবচনান্ত। যথা—বায়সদম্পতী নিবসতঃ।

৯। পিতৃ-শব্দ পিতা অর্থে একবচন, পিতা ও মাতা অর্থে দ্বিবচন এবং পিতৃপুরুষ বা পূর্বপুরুষ অর্থে বহুবচন। যথা—পিতা স্বর্গঃ। জগতঃ পিতরৌ বন্দে। আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ।



সুবন্ত-প্রকরণ বা শব্দরূপ

সুপ্-বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সু (ঃ)	ঔ	জস্ (অঃ)
দ্বিতীয়া	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
তৃতীয়া	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
চতুর্থী	ঙে (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
পঞ্চমী	ঙসি (অঃ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
ষষ্ঠী	ঙস্ (অঃ)	ওস্ (ওঃ)	আম্
সপ্তমী	ঙি (ই)	ওস্ (ওঃ)	সুপ্ (সু)

এই সাত বিভক্তির নাম সুপ্ (১)। সুপ্ অন্তে যুক্ত হলে শব্দকে **সুবন্ত** শব্দ বলে।

শব্দরূপ—কোন্ শব্দে কোন্ বিভক্তি যোগ করলে কিরূপ পদ হয় তা যথাক্রমে দেখানো হচ্ছে। **সম্বোধনে প্রথমা** বিভক্তি হয়।

স্বরান্ত-শব্দ—যে সমস্ত শব্দের শেষে স্বরবর্ণ থাকে, তাদের **স্বরান্ত** শব্দ বলে। যথা—নর, লতা, ফল ইত্যাদি।

স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ

অ-কারান্ত—নর

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান্
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্
সপ্তমী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরাঃ

অংশ, অধ্যক্ষ, অনল, অব্দ, অমাত্য, অর্থ, আকর, আয়, আলয়, কট, কণ্ঠ, কপোল, কম্প, কর, কর্ণ, কর্ণধার, কলকল, কল্লোল, কাল, কিরণ, কীল, অশ্ব, গজ, চন্দ্র, সূর্য্য—নর শব্দের মত।

(১) আদি অক্ষর **সু** ও অন্ত্য অক্ষর **প্** লইয়া বৈয়াকরণেরা শব্দবিভক্তির নাম **'সুপ্'** নির্দেশ করেছেন। এইজন্য সুপ্ বললে বিভক্তির সাতটি নাম ও একুশটি রূপ বুঝায়।

প্রয়োগ

(১) প্রথমা বিভক্তি, একটি মানুষ = নরঃ; দুইটি মানুষ = নরৌ; বহু মানুষ = নরাঃ

(২) দ্বিতীয়া বিভক্তি, একটি মানুষকে = নরম্; দুইটি মানুষকে = নরৌ; মানুষ দিগকে = নরান্

(৩) তৃতীয়া বিভক্তি, একটি মানুষ দ্বারা = নরেণ; দুটি মানুষ দ্বারা = নরাভ্যাম্; বহু মানুষের দ্বারা = নরৈঃ

(৪) চতুর্থী বিভক্তি, একটি মানুষকে (দান করা বোঝালে) = নরায়; দুটি মানুষকে = নরাভ্যাম্; বহু মানুষকে = নরেভ্যঃ

(৫) পঞ্চমী বিভক্তি, একটি মানুষ হতে = নরাৎ;

দুটি মানুষ হতে = নরাভ্যাম্; বহু মানুষ হতে = নরেভ্যঃ

(৬) ষষ্ঠী বিভক্তি, একটি মানুষের = নরস্য; দুইটি মানুষের = নরয়োঃ; বহু মানুষের = নরাণাম্

(৭) সপ্তমী বিভক্তি; একটি মানুষে =নরে;

দুইটি মানুষে = নরয়োঃ; বহু মানুষে = নরেষু

ই-কারান্ত-মুনি

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
চতুর্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
পঞ্চমী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
সপ্তমী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বোধন	মুনে		

(পতি ও সখি ভিন্ন) সমুদয় পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের রূপ 'মুনি' শব্দের তুল্য। যথা—অগ্নি, অতিথি, অদ্রি, অতি, অরাতি, অরি, অলি, অসি, অত্রি, ঋষি, কবি, পাণি, গিরি, ব্যাধি।

পতি

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
দ্বিতীয়া	পতিম্	পতী	পতীন্
তৃতীয়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
চতুর্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
পঞ্চমী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
সপ্তমী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে		

সমাস হলে পতি (১) শব্দের রূপ 'মুনি' শব্দের তুল্য, পতি শব্দের তুল্য নহে। (নরপতি, নৃপতি, ভূপতি, মহীপতি ইত্যাদি শব্দের রূপ মুনি শব্দের তুল্য। যথা—নরপতিনা, ভূপতিনা (নরপত্যা, ভূপত্যা হবে না)।

সখি

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
দ্বিতীয়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
তৃতীয়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
চতুর্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
পঞ্চমী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
ষষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
সপ্তমী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে		

ঈ-কারান্ত-সুধী

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
দ্বিতীয়া	সুধিয়ম্	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
তৃতীয়া	সুধিয়া	সুধীভ্যাম্	সুধীভিঃ
চতুর্থী	সুধিয়ে	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
পঞ্চমী	সুধিয়ঃ	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্
সপ্তমী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু
সম্বোধন	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ

সেনানী, অগ্রণী, গ্রামণী প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন—অপধ্বী, দুধী, যবক্রী, শুদ্ধধী, সুশ্রী, হৃতধী প্রভৃতি প্রায় সমুদয় পুংলিঙ্গ ঈকারান্ত শব্দের এইরূপ।

উ-কারান্ত-সাধু

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

ঋ-কারান্ত-দাতৃ (দাতা)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৃন্

তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৃণাম্
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

পিতৃ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	পিতা	পিতরৌ	পিতরঃ
দ্বিতীয়া	পিতরম্	পিতরৌ	পিতৃন্
তৃতীয়া	পিত্রা	পিতৃভ্যাম্	পিতৃভিঃ
চতুর্থী	পিত্রে	পিতৃভ্যাম্	পিতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	পিতুঃ	পিতৃভ্যাম্	পিতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	পিতুঃ	পিত্রোঃ	পিতৃণাম্
সপ্তমী	পিতরি	পিত্রোঃ	পিতৃষু
সম্বোধন	পিতঃ		

দ্রষ্টব্য ঃ পিতৃ শব্দের একবচনে পিতাকে, দ্বিবচনে পিতা ও মাতাকে এবং বহুবচনে পিতৃপুরুষগণকে বোঝায়। ভ্রাতৃশব্দের রূপ পিতৃশব্দের মত।

ও-কারান্ত-গো

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু
সম্বোধন	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ

সমুদয় ওকারান্ত শব্দের এইপ্রকার রূপ হয়।

স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

আ-কারান্ত-লতা

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	লতা	লতে	লতাঃ
দ্বিতীয়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
তৃতীয়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
চতুর্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
পঞ্চমী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
সপ্তমী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে		

কন্যা, বালা, জায়া, ভাষা, বিদ্যা ইত্যাদি লতা শব্দের মত।

ই-কারান্ত—মতি

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

অঙ্গুলি, অনুরক্তি, অবনি, আর্ত্তি (পীড়া), আসক্তি, ইষুধি, উন্নতি, ঋদ্ধি, কান্তি, কীর্ত্তি, কৃতি, কৃষি, ক্ষিতি, ক্ষেপণি, খনি, গতি, গ্লানি, চ্যুতি, ছবি (কান্তি) বুদ্ধি ও শক্তি শব্দের রূপ **'মতি'** শব্দের তুল্য।

ঈ-কারান্ত—নদী

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ

চতুর্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

নদী শব্দের মত ঃ জননী, লেখনী, পৃথিবী, নারী।

স্ত্রী

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	স্ত্রী	স্ত্রিয়ৌ	স্ত্রিয়ঃ
দ্বিতীয়া	স্ত্রিয়ম্, স্ত্রীম্	স্ত্রিয়ৌ	স্ত্রিয়ঃ, স্ত্রীঃ
তৃতীয়া	স্ত্রিয়া	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভিঃ
চতুর্থী	স্ত্রিয়ৈ	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভ্যঃ
পঞ্চমী	স্ত্রিয়াঃ	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভ্যঃ
ষষ্ঠী	স্ত্রিয়াঃ	স্ত্রিয়োঃ	স্ত্রীণাম্
সপ্তমী	স্ত্রিয়াম্	স্ত্রিয়োঃ	স্ত্রীষু
সম্বোধন	স্ত্রি	স্ত্রিয়ৌ	স্ত্রিয়ঃ

উ-কারান্ত-ধেনু (গাভী)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধেনুঃ	ধেনূ	ধেনবঃ
দ্বিতীয়া	ধেনুম্	ধেনূ	ধেনূঃ
তৃতীয়া	ধেন্বা	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভিঃ
চতুর্থী	ধেন্বৈ, ধেনবে	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
পঞ্চমী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেন্বোঃ	ধেনূনাম্
সপ্তমী	ধেন্বাম্, ধেনৌ	ধেন্বোঃ	ধেনুষু
সম্বোধন	ধেনো	ধেনূ	ধেনবঃ

ঊ-কারান্ত-ভূ-শব্দ (পৃথিবী)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভূঃ	ভুবৌ	ভুবঃ
দ্বিতীয়া	ভুবম্	ভুবৌ	ভুবঃ
তৃতীয়া	ভুবা	ভূভ্যাম্	ভূভিঃ
চতুর্থী	ভুবৈ, ভুবে	ভূভ্যাম্	ভূভ্যঃ
পঞ্চমী	ভুবাঃ, ভুবঃ	ভূভ্যাম্	ভূভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভুবাঃ, ভুবঃ	ভুবোঃ	ভুবাম্, ভূনাম্
সপ্তমী	ভুবাম্, ভুবি	ভুবোঃ	ভূষু
সম্বোধন	ভূঃ	ভুবৌ	ভুবঃ

ঋ-কারান্ত মাতৃ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মাতা	মাতরৌ	মাতরঃ
দ্বিতীয়া	মাতরম্	মাতরৌ	মাতৃঃ
তৃতীয়া	মাত্রা	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভিঃ
চতুর্থী	মাত্রে	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	মাতুঃ	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	মাতুঃ	মাত্রোঃ	মাতৃণাম্
সপ্তমী	মাতরি	মাত্রোঃ	মাতৃষু
সম্বোধন	মাতঃ	মাতরৌ	মাতরঃ

দুহিতৃ, যাতৃ (জা), ননাদৃ (ননদ) শব্দের রূপ মাতৃশব্দের মত।

স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ

অ-কারান্ত-ফল

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
তৃতীয়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
চতুর্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ

পঞ্চমী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
সপ্তমী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	ফল	ফলে	ফলানি

সুখ, দুঃখ, ধন, বন, নয়ন ইত্যাদি ফল শব্দের মত।

ই-কারান্ত—বারি

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	বারি	বারিণী	বারীণি
দ্বিতীয়া	বারি	বারিণী	বারীণি
তৃতীয়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু
সম্বোধন	বারে, বারি	বারিণী	বারীণি

[অক্ষি, অস্থি, দধি, সক্‌থি ভিন্ন] যাবতীয় বিশেষ্য হ্রস্ব ইকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ **'বারি'** শব্দের তুল্য।

উ-কারান্ত—মধু

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	মধু	মধুনী	মধূনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধূনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী	মধুনে	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম্
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু
সম্বোধন	মধো, মধু	মধুনী	মধূনি

অম্বু, অলাবু, অশ্রু, জতু, জানু, তালু, দারু, বসু, শ্মশ্রু প্রভৃতি **সমুদয় বিশেষ্য** হ্রস্ব উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ **'মধু'** শব্দের তুল্য।

ঋ-কারান্ত শব্দ—ধাতৃ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	ধাতৃ	ধাতৃণী	ধাতৃণি
দ্বিতীয়া	ধাতৃ	ধাতৃণী	ধাতৃণি
তৃতীয়া	ধাতৃণা, ধাত্রা	ধাতৃভ্যাম্	ধাতৃভিঃ
চতুর্থী	ধাতৃণে, ধাত্রে	ধাতৃভ্যাম্	ধাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	ধাতৃণঃ, ধাতুঃ	ধাতৃভ্যাম্	ধাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধাতৃণঃ, ধাতুঃ	ধাতৃণোঃ, ধাত্রোঃ	ধাতৃণাম্
সপ্তমী	ধাতৃণি, ধাতরি	ধাতৃণোঃ, ধাত্রোঃ	ধাতৃষু
সম্বোধন	ধাতঃ, ধাতৃ	ধাতৃণী	ধাতৃনি

ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ

ত্-কারান্ত ভগবৎ শব্দ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	ভগবান্	ভগবন্তৌ	ভগবন্তঃ
দ্বিতীয়া	ভগবন্তম্	ভগবন্তৌ	ভগবতঃ
তৃতীয়া	ভগবতা	ভগবদ্‌ভ্যাম্	ভগবদ্‌ভিঃ
চতুর্থী	ভগবতে	ভগবদ্‌ভ্যাম্	ভগবদ্‌ভ্যঃ
পঞ্চমী	ভগবতঃ	ভগবদ্‌ভ্যাম্	ভগবদ্‌ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভগবতঃ	ভগবতোঃ	ভগবতাম্
সপ্তমী	ভগবতি	ভগবতোঃ	ভগবৎসু
সম্বোধন	ভগবন্	ভগবন্তৌ	ভগবন্তঃ

মহৎ—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	মহান্	মহান্তৌ	মহান্তঃ
দ্বিতীয়া	মহান্তম্	মহান্তৌ	মহতঃ
তৃতীয়া	মহতা	মহদ্ভ্যাম্	মহদ্ভিঃ
চতুর্থী	মহতে	মহদ্ভ্যাম্	মহদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	মহতঃ	মহদ্ভ্যাম্	মহদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	মহতঃ	মহতোঃ	মহতাম্
সপ্তমী	মহতি	মহতোঃ	মহৎসু
সম্বোধন	মহন্	মহান্তৌ	মহান্তঃ

দ্‌-কারান্ত শব্দ—সুহৃদ্‌—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সুহৃৎ	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ
দ্বিতীয়া	সুহৃদম্‌	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ
তৃতীয়া	সুহৃদা	সুহৃদ্ভ্যাম্‌	সুহৃদ্ভিঃ
চতুর্থী	সুহৃদে	সুহৃদ্ভ্যাম্‌	সুহৃদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	সুহৃদঃ	সুহৃদ্ভ্যাম্‌	সুহৃদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুহৃদঃ	সুহৃদোঃ	সুহৃদাম্‌
সপ্তমী	সুহৃদি	সুহৃদোঃ	সুহৃৎসু
সম্বোধন	সুহৃৎ	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ

পুংলিঙ্গ উদ্ভিদ্‌, গোত্রভিদ্‌, তমোনুদ্‌, দিবিষদ্‌, নিরাপদ্‌, সভাসদ্‌ ব্রহ্মবিদ্‌, সম্পদ্‌, পরিষদ্‌ প্রভৃতি সুহৃদ্‌ শব্দের মত।

ন্‌-কারান্ত শব্দ — আত্মন্‌—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	আত্মা	আত্মানৌ	আত্মানঃ
দ্বিতীয়া	আত্মানম্‌	আত্মানৌ	আত্মনঃ
তৃতীয়া	আত্মনা	আত্মভ্যাম্‌	আত্মভিঃ
চতুর্থী	আত্মনে	আত্মভ্যাম্‌	আত্মভ্যঃ
পঞ্চমী	আত্মনঃ	আত্মভ্যাম্‌	আত্মভ্যঃ
ষষ্ঠী	আত্মনঃ	আত্মনোঃ	আত্মনাম্‌
সপ্তমী	আত্মনি	আত্মনোঃ	আত্মসু
সম্বোধন	আত্মন্‌	আত্মানৌ	আত্মানঃ

রাজন্‌—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্‌	রাজানৌ	রাজ্ঞঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্‌	রাজভিঃ
চতুর্থী	রাজ্ঞে	রাজভ্যাম্‌	রাজভ্যঃ

পঞ্চমী	রাজ্ঞঃ	রাজভ্যাম্‌	রাজভ্যঃ
ষষ্ঠী	রাজ্ঞঃ	রাজ্ঞোঃ	রাজ্ঞাম্‌
সপ্তমী	রাজ্ঞি, রাজনি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সম্বোধন	রাজন্‌		

ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ—গুণিন্‌—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্‌	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্‌	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্‌	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্‌	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্‌
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন্‌	গুণিনৌ	গুণিনঃ

অস্‌—ভাগান্ত শব্দ—বিদ্বস্‌ (বিদ্বান্‌)—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	বিদ্বান্‌	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্‌	বিদ্বাংসৌ	বিদুষঃ
তৃতীয়া	বিদুষা	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভিঃ
চতুর্থী	বিদুষে	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুষঃ	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুষঃ	বিদুষোঃ	বিদুষাম্‌
সপ্তমী	বিদুষি	বিদুষোঃ	বিদ্বৎসু
সম্বোধন	বিদ্বন্‌	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ

ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ

দ্‌-কারান্ত বিপদ্‌ শব্দ (বিপদ্‌)

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	বিপদ্‌	বিপদৌ	বিপদঃ
দ্বিতীয়া	বিপদম্‌	বিপদৌ	বিপদঃ

তৃতীয়া	বিপদা	বিপদ্‌ভ্যাম্	বিপদ্‌ভিঃ
চতুর্থী	বিপদে	বিপদ্‌ভ্যাম্	বিপদ্‌ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিপদঃ	বিপদ্‌ভ্যাম্	বিপদ্‌ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিপদঃ	বিপদোঃ	বিপদাম্
সপ্তমী	বিপদি	বিপদোঃ	বিপৎসু
সম্বোধন	বিপৎ	বিপদৌ	বিপদঃ

ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

অন্-ভাগান্ত নামন্ শব্দ (নাম)

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	নাম	নাম্নী, নামনী	নামানি
দ্বিতীয়া	নাম	নাম্নী, নামনী	নামানি
তৃতীয়া	নাম্না	নামভ্যাম্	নামভিঃ
চতুর্থী	নাম্নে	নামভ্যাম্	নামভ্যঃ
পঞ্চমী	নাম্নঃ	নামভ্যাম্	নামভ্যঃ
ষষ্ঠী	নাম্নঃ	নাম্নোঃ	নাম্নাম্
সপ্তমী	নাম্নি, নামনি	নাম্নোঃ	নামসু
সম্বোধন	নাম, নামন্	নাম্নী, নামনী	নামানি

['নাম' নামে একটি অব্যয়পদ আছে। তার কোন শব্দরূপ হয় না।]

অস্-ভাগান্ত-পয়স্-শব্দ (দুগ্ধ, জল)

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
তৃতীয়া	পয়সা	পয়োভ্যাম্	পয়োভিঃ
চতুর্থী	পয়সে	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
পঞ্চমী	পয়সঃ	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
ষষ্ঠী	পয়সঃ	পয়সোঃ	পয়সাম্
সপ্তমী	পয়সি	পয়সোঃ	পয়ঃসু

সর্বনাম শব্দ

যুস্মদ্ [তুমি]

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
দ্বিতীয়া	ত্বাম্, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্, বঃ
তৃতীয়া	ত্বয়া	যুবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
পঞ্চমী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ.
ষষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
সপ্তমী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান, কোন ভেদ নেই।

অস্মদ্ (আমি)

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
সপ্তমী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান, কোন ভেদ নেই।

তদ্-শব্দ (সে, সেই, তিনি, তাহা) পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সঃ	তৌ	তে
দ্বিতীয়া	তম্	তৌ	তান্
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

যৎ শব্দের রূপ তদ্ শব্দের মত, যঃ, যৌ, যে ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সা	তে	তাঃ
দ্বিতীয়া	তাম্	তে	তাঃ
তৃতীয়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
চতুর্থী	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
সপ্তমী	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	তৎ	তে	তানি
দ্বিতীয়া	তৎ	তে	তানি
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

যৎ শব্দ তদ্ শব্দের মত রূপ, স্ত্রীলিঙ্গে যা, যে, যাঃ ইত্যাদি, ক্লীবলিঙ্গে যৎ, যে, যানি ইত্যাদি।

ইদম্ (ইহা, এই) পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	অয়ম্	ইমৌ	ইমে
দ্বিতীয়া	ইমম্, এনম্	ইমৌ, এনৌ	ইমান্, এনান্
তৃতীয়া	অনেন, এনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ, এনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ, এনয়োঃ	এষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	ইদম্	ইমে	ইমানি
দ্বিতীয়া	ইদম্, এনৎ	ইমে, এনে	ইমানি, এনানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	ইয়ম্	ইমে,	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমাম্, এনাম্	ইমে, এনে	ইমাঃ, এনাঃ
তৃতীয়া	অনয়া, এনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অস্যৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্যাঃ	অনয়োঃ, এনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্যাম্	অনয়োঃ, এনয়োঃ	আসু

সর্ব্ব—পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সর্ব্বঃ	সর্ব্বৌ	সর্ব্বে
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বৌ	সর্ব্বান্
তৃতীয়া	সর্ব্বেণ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বৈঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্মৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্মাৎ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্য	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্মিন্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বা	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্ব্বাম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
তৃতীয়া	সর্ব্বয়া	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্যৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্যাম্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসু

এতদ্ শব্দ (এই, ইনি, ইহা)

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এষঃ	এতৌ	এতে
দ্বিতীয়া	এতম্, এনম্	এতৌ, এনৌ	এতান্, এনান্
তৃতীয়া	এতেন, এনেন	এতাভ্যাম্	এতৈঃ
চতুর্থী	এতস্মৈ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্মাৎ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্য	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতাযাম্
সপ্তমী	এতস্মিন্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এষা	এতে	এতাঃ
দ্বিতীয়া	এতাম্, এনাম্	এতে, এনে	এতাঃ, এনাঃ
তৃতীয়া	এতয়া, এনয়া	এতাভ্যাম্	এতাভিঃ
চতুর্থী	এতস্যৈ	এতাভ্যাম্	এতাভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্যাঃ	এতাভ্যাম্	এতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্যাঃ	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতাসাম্
সপ্তমী	এতস্যাম্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতাসু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এতৎ	এতে	এতানি
দ্বিতীয়া	এতৎ, এনৎ	এতে, এনে	এতানি, এনানি
তৃতীয়া	এতেন, এনেন	এতাভ্যাম্	এতৈঃ
চতুর্থী	এতস্মৈ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্মাৎ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্য	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষাম্
সপ্তমী	এতস্মিন্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষু

কিম্ (কে, কোন)

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
তৃতীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
চতুর্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
সপ্তমী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	কিম্	কে	কানি
দ্বিতীয়া	কিম্	কে	কানি

অন্যান্য বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

অদস্ (এ, উনি, উহা)

পুংলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমী
দ্বিতীয়া	অমুম্	অমূ	অমূন্
তৃতীয়া	অমুনা	অমূভ্যাম্	অমীভিঃ
চতুর্থী	অমুস্মৈ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুস্মাৎ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্য	অমুয়োঃ	অমীষাম্
সপ্তমী	অমুস্মিন্	অমুয়োঃ	অমীষু

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমূঃ
দ্বিতীয়া	অমূম্	অমূ	অমূঃ
তৃতীয়া	অমূয়া	অমূভ্যাম্	অমূভিঃ
চতুর্থী	অমুষ্যৈ	অমুভ্যাম্	অমূভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুষ্যাঃ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্যাঃ	অমুয়োঃ	অমূযাম্
সপ্তমী	অমুষ্যাম্	অমুয়োঃ	অমূষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	*দ্বিবচন*	*বহুবচন*
প্রথমা	অদঃ	অমূ	অমূনি
দ্বিতীয়া	অদঃ	অমূ	অমূনি

অন্যান্য বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

সংখ্যাবাচক শব্দ

এক-শব্দ (এক) [কেবল একবচনে প্রয়োগ হয়]

	পুংলিঙ্গ	*স্ত্রীলিঙ্গ*	*ক্লীবলিঙ্গ*
প্রথমা	একঃ	একা	একম্
দ্বিতীয়া	একম্	একাম্	একম্
তৃতীয়া	একেন	একয়া	একেন
চতুর্থী	একস্মৈ	একস্যৈ	একস্মৈ
পঞ্চমী	একস্মাৎ	একস্যাঃ	একস্মাৎ
ষষ্ঠী	একস্য	একস্যাঃ	একস্য
সপ্তমী	একস্মিন্	একস্যাম্	একস্মিন্

দ্রষ্টব্য ঃ এক শব্দ 'কেহ কেহ' অর্থে বহুবচনেও প্রয়োগ হয়, যথা—একে বদন্তি— কেহ কেহ বলেন।

দ্বি-শব্দ (দুই) [কেবল দ্বিবচনে]

	পুংলিঙ্গ	*স্ত্রীলিঙ্গ*	*ক্লীবলিঙ্গ*
প্রথমা	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
দ্বিতীয়া	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
তৃতীয়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

ত্রি-শব্দ (তিন) [কেবল বহু বচনে]

	পুংলিঙ্গ	*স্ত্রীলিঙ্গ*	*ক্লীবলিঙ্গ*
প্রথমা	ত্রয়ঃ	তিস্রঃ	ত্রীণি
দ্বিতীয়া	ত্রীন্	তিস্রঃ	ত্রীণি
তৃতীয়া	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ	ত্রিভিঃ
চতুর্থী	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
পঞ্চমী	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম্	ত্রয়াণাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	তিসৃষু	ত্রিষু

চতুর্ শব্দ (চারি) [কেবল বহুবচনে]

	পুংলিঙ্গ	*স্ত্রীলিঙ্গ*	*ক্লীবলিঙ্গ*
প্রথমা	চত্বারঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
দ্বিতীয়া	চতুরঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
তৃতীয়া	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ	চতুর্ভিঃ
চতুর্থী	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্	চতুর্ণাম্
সপ্তমী	চতুর্ষু	চতসৃষু	চতুর্ষু

পঞ্চন্ (পাঁচ) শব্দ বহুবচনান্ত

১মা	২য়া	৩য়া	৪র্থী	৫মী	৬ষ্ঠী	৭মী
পঞ্চ	পঞ্চ	পঞ্চভিঃ	পঞ্চভ্যঃ	পঞ্চভ্যঃ	পঞ্চানাম্	পঞ্চসু

দ্রষ্টব্য : সপ্তন্, নবন্, দশন্, প্রভৃতির একই রূপ এবং তিন লিঙ্গেই এক রূপ।

ষষ্ (ছয়) শব্দ বহুবচনান্ত

১মা	২য়া	৩য়া	৪র্থী	৫মী	৬ষ্ঠী	৭মী
ষট্	ষট্	ষড়্ভিঃ	ষড়্ভ্যঃ	ষড়্ভ্যঃ	ষণ্ণাম্	ষট্সু

অষ্টন্ (আট) শব্দ বহুবচনান্ত

১মা	২য়া	৩য়া	৪র্থী	৫মী	৬ষ্ঠী	৭মী
অষ্টৌ	অষ্টৌ	অষ্টাভিঃ	অষ্টাভ্যঃ	অষ্টাভ্যঃ	অষ্টানাম্	অষ্টাসু
অষ্ট	অষ্ট	অষ্টভিঃ	অষ্টভ্যঃ	অষ্টভ্যঃ		অষ্টসু

প্রয়োগ : একচন্দ্র—একঃ **চন্দ্রঃ। দুইপক্ষ**—দ্বৌ পক্ষৌ। তিন [illegible] নেত্রাণি। **চারিবেদ**—চত্বারঃ বেদাঃ। একটি [illegible] লতা। **দুইটি কলম্**—দ্বে লেখন্যৌ। তিনখানি [illegible] সেনানি। **চারখানি বই**—চত্বারি পুস্তকানি। তিনটি [illegible] হরিণাঃ। **চারজন বালক**—চত্বারঃ বালকাঃ। পাঁচজন [illegible], **ছয়টি ফুল**—ষট্ পুষ্পানি, সাতটি ভাই—সপ্ত [illegible] অতিথি—অষ্টৌ অতিথয়ঃ, নয়টি গ্রহ—নব [illegible]—দশ জনাঃ।

(১১) উপসর্গ

প্র, পরা ইত্যাদি ২০টি অব্যয়কে **উপসর্গ** বলে। যথা—প্র, পরা, অপ্, সম্, অনু, অব্, নির্ (নিস্), দুর্ (দুস্), অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ (আঙ্)।

উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহার-আহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ ॥

উপসর্গ নিজের প্রভাবে ধাতুর অর্থ অন্য রকম করে দেয়। আহার, প্রহার বা সংহার একই ধাতু থেকে। প্রথমটি লোভের ব্যাপার দ্বিতীয়টি ভয়ের এবং তৃতীয়টি সমূলে বিনাশ। কিন্তু কখনও কখনও উপসর্গ ধাতুর অর্থ অনুসরণ করে অথবা অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

(১২) অব্যয়

স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্ প্রভৃতি শব্দ এবং চ, বা, হ, এব প্রভৃতি নিপাতকে **অব্যয়** বলা হয়।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্ ॥

যে সকল শব্দ তিন লিঙ্গ, তিন বচন ও সকল বিভক্তিতে সমান থাকে, অর্থাৎ যাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাদের **অব্যয়** বলে।

অব্যয় শব্দের পরবর্তী সমুদয় বিভক্তির লোপ হয়ে যায় সুতরাং সকল বিভক্তিতেই অব্যয় শব্দের একরূপ। প্রয়োগকালে অব্যয় শব্দের অবয়বের বিকৃতি হয় না, কেবল অন্তস্থিত র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়। অব্যয় শব্দ অনেক; কিন্তু তন্মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত কতকগুলি উদাহরণসহ দেওয়া হল।

অকস্মাৎ (হঠাৎ)— মেঘোঽকস্মাদ্ অদৃশ্যত।
অজস্রম্ (প্রচুর)— অজস্রম্ বর্ষতি মেঘঃ।
অথ কিম্ (অধিক কি)— প্রহরণম্ আগতম্? অথ কিম্।

অগ্রতস্ (সম্মুখে)— তস্যাগ্রতঃ এব সোঽতিষ্ঠৎ।
অন্তর্ (অন্তরে)— অন্তঃ প্রবিষ্টং তদ্ধনুঃ। অন্তর্গতং মনঃ ন লক্ষ্যতে।
অত্র (এখানে)— অত্র তিষ্ঠতু ভবান্।
কুত্র (কোথায়)— মম পিতা কুত্র গচ্ছতি?
তত্র (সেখানে)— নিশায়াম্ অহং তত্র ন গমিষ্যামি।
যত্র (যেখানে)— যত্র বারি তত্র মীনম্।
সর্বত্র (সকল)— বায়ুঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি।
যদা (যখন)— যদা ত্বং গমিষ্যসি, অহং গমিষ্যামি।
তদা (তখন)— তদা রাত্রিঃ সমাগতা।
কদা (কখন)— কদা ত্বং বিদ্যালয়ং গমিষ্যসি?
সদা (সকল সময়)— সদা সত্যং ব্রূয়াৎ।
ন (নহে)— নদ্যাং কুম্ভীরাঃ বসন্তি, তত্র ত্বং ন গমিষ্যসি।
চ (এবং)— ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
তু (অবধারণে)— যুধিষ্ঠিরস্তু কাম্যকবনে স্থাস্যতি।
কিন্তু (কিন্তু)— বালিকা কিন্তু সূর্যোদয়ম্ পশ্যতি।
প্রাতঃ (প্রভাতকালে)— যুবকাঃ প্রাতঃ নদীতীরে ভ্রমন্তি।
অদ্য (আজ)— অহমদ্য মহাবিদ্যালয়ং গমিষ্যামি।
অধুনা (এখন)— মাতুলঃ অধুনা মমালয়ে স্থাস্যতি।
দিবা (দিনে)— তস্করঃ দিবা গৃহে তিষ্ঠতি।
নক্তম্ (রাত্রিতে)— নক্তং দধি ন ভুঞ্জীত।
সায়ম্ (সান্ধ্যকালে)— ঋষয়ঃ সায়ং স্নানায় নদীং গচ্ছন্তি।
পুনঃ (পুনরায়)— পুন মুষিকো ভব।
মিথ্যা (মিথ্যা কথা)— সাধবঃ মিথ্যা ন বদন্তি।
বৃথা (নিষ্ফল)— বৃথা বাক্যং মা বদ।
উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরে)— বালকাঃ উচ্চৈঃ পুস্তকং পঠন্তি।
সহসা (হঠাৎ)— সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।
ইদানীম্ (এখন)— দ্রব্য-মূল্যম্ ইদানীং ভৃশং বর্ধতে।
অথ (অনন্তর)— অথ অস্মাকং পরীক্ষা সমাগতা।
অতীব (খুব)— সংসারো হয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
অলম্ (সমর্থ)— অলং মল্লো মল্লায়।
ইতি (এইনামে)— দশরথ ইতি রাজা আসীৎ।
ঋতে (ছাড়া)— জ্ঞানম্ ঋতে বৃথা জীবনম্।
বিনা (ভিন্ন)— শ্রমং বিনা বিদ্যা ন ভবতি।

১৩ সর্বনাম

১। "সর্বাদীনি সর্বনামানি"—সর্বাদি শব্দকে **সর্বনাম** বলে। রূপের লক্ষণ অনুসারে সর্বনাম শব্দ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—**সর্বাদি**—সর্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, এক, একতর, সম, দ্বি। **অন্যাদি**—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম, যতর, যতম, ততর, ততম, একতম। **পূর্বাদি**—পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর, অন্তর, স্ব। **যদাদি**—যদ্, তদ্, ত্যদ্, কিম্। **ইদমাদি**—ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ।

২। সর্ব ও বিশ্ব শব্দ 'সকল' এই অর্থ বুঝাইলে সর্বনাম হয়। যথা—সর্বে নরাঃ, বিশ্বে দেবাঃ। অন্য অর্থে তাহাদের রূপ সাধারণ অ-কারান্ত শব্দের তুল্য। যথা—সর্বায় (শিবকে) নমঃ। বিশ্বে (জগতে) ন কোঽপি সুখী।

১৪ তিঙন্ত প্রকরণ বা ধাতু রূপ

১। যা দ্বারা হওয়া, থাকা, খাওয়া প্রভৃতি কাজ করা বোঝায় তাঁকে ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে **ধাতু** বলে। যথা— ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, রুদ্, হস্ ইত্যাদি। ধাতুর উত্তর 'লট্' প্রভৃতি দশ বিভক্তি হয়। এগুলি 'দশ' লকার (দশ লকারাঃ) নামে প্রসিদ্ধ। যথা— লট্ = বর্তমান কাল, লোট্ = আদেশ ও অনুজ্ঞা অর্থে, লঙ্ = অতীত কাল, বিধিলিঙ্ = উচিত অর্থে, লৃট্ = ভবিষ্যৎ কাল, লিট্ = অতীতকাল, লুট্ = ভবিষ্যৎ, আশীর্লিঙ্ = আশীর্বাদ অর্থে, লুঙ্ = অতীতকাল, লৃঙ্ = ক্রিয়া অনিষ্পত্তি অর্থে। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা প্রথম পাঁচটি ল কারের আলোচনা করছি।

ধাতুর উত্তর তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। সেজন্য এদের নাম **তিঙ্ বিভক্তি**। তিঙ্ বিভক্তির তিন পুরুষ। প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। অস্মদ্ শব্দ থাকলে উত্তম পুরুষ, যুস্মদ্, শব্দ থাকলে মধ্যম পুরুষ, তদ্ভিন্ন সমুদয় শব্দ থাকলে প্রথম পুরুষ হয়ে থাকে। এইজন্য ভবৎ শব্দ থাকলে প্রথম পুরুষ হয়। এক এক পুরুষে বিভক্তির তিন তিন বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন।

২। ধাতু-বিভক্তি সকল দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে **পরস্মৈপদ** ও দ্বিতীয় ভাগকে **আত্মনেপদ** বলে। প্রত্যেক বিভক্তির অষ্টাদশ আকার ; পরস্মৈপদে নয়টি, আত্মনেপদে নয়টি। সুতরাং পরস্মৈপদে নব্বই ও আত্মনেপদে নব্বই, সমুদয়ে তিঙ্-বিভক্তি আকার একশত আশি। বিভক্তির একশত আশি আকারে প্রত্যেকটিও তিঙ্-বিভক্তি নামে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

একটু আগে আমরা বলেছি, সাধারণতঃ বর্তমানে **লট্,** অতীতকালে **লঙ্, লুঙ্** ও **লিট্** ভবিষ্যৎকালে **লৃট্** ও **লুট্,** অনুজ্ঞা ও আদেশে **লোট্,** উচিত অর্থে **বিধিলিঙ্,** আশীর্বাদে **আশীর্লিঙ্,** এবং অতীত ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বোঝাতে **লৃঙ্** হয়। অতএব প্রথম ছয়টি ক্রিয়ার কাল, শেষ চারিটি ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থা নির্দেশ করে।

ধাতু ত্রিবিধ—পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদের বিভক্তি, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর আত্ম-নেপদের বিভক্তি এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর উভয় পদের বিভক্তি হয়ে থাকে।

ধাতুতে উত্তমপুরুষের বিভক্তির যোগ হলে **অস্মদের ক্রিয়া,** মধ্যম পুরুষের বিভক্তির যোগ হলে **যুষ্মদের** ক্রিয়া এবং প্রথম পুরুষের বিভক্তির যোগ হলে **অস্মদ্** ও **যুষ্মদ্** ভিন্ন সকল ক্রিয়া বুঝায়।

কর্তৃবাচ্যে কর্তৃপদে বিভক্তির যে বচন থাকে, ক্রিয়াপদেও বিভক্তি সেই বচন হয়—অর্থাৎ কর্তৃপদে একবচনের বিভক্তি থাকলে, ক্রিয়াপদেও একবচনের বিভক্তি হয় ; কর্তৃপদে দ্বিবচনের বিভক্তি থাকলে ক্রিয়াপদেও দ্বিবচনের বিভক্তি হয়। কর্তৃপদে বহুবচনের বিভক্তি থাকলে ক্রিয়াপদেও বহুবচনের বিভক্তি হয়।

তিঙ্-বিভক্তির আকৃতি

	পরস্মৈপদ			*আত্মনেপদ*		
	প্রথম	*মধ্যম*	*উত্তম*	*প্রথম*	*মধ্যম*	*উত্তম*

লট্—বর্তমান কাল

একবচন	তি	সি	মি	তে	সে	এ
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্	আতে	আথে	বহে
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্	অন্তে	ধ্বে	মহে

লোট্—আদেশ ও অনুজ্ঞা অর্থে

একবচন	তু	হি	আনি	তাম	স্ব	ঐ
দ্বিবচন	তাম্	তম্	**আব**	আতাম্	আথাম্	আবহৈ
বহুবচন	অন্তু	ত	**আম**	অন্তাম্	ধ্বম্	আমহৈ

	প্রথম	*মধ্যম*	*উত্তম*	*প্রথম*	*মধ্যম*	*উত্তম*

লঙ্—অতীতকাল

একবচন	দ্	স্	অম্	ত	থাস্	ই
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব	আতাম্	আথাম্	বহি
বহুবচন	অন্	ত	ম	অন্ত	ধ্বম্	মহি

বিধিলিঙ্—উচিত অর্থে

একবচন	যাৎ	যাস্	যাম্	ঈত	ঈথাস্	ঈয়
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব	ঈয়াতাম্	ঈয়াথাম্	ঈবহি
বহুবচন	যুস্	যাত	যাম	ঈরন্	ঈধ্বম্	ঈমহি

লৃট্-ভবিষ্যৎ কাল

একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি	স্যতে	স্যসে	স্যে
দ্বিবচন	স্যতস্	স্যথস্	স্যাবস্	স্যেতে	স্যেথে	স্যাবহে
বহুবচন	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্	স্যন্তে	স্যধ্বে	স্যামহে

ধাতু বিভাগ

৩। রূপের বৈলক্ষণ্য অনুসারে সংস্কৃতে ধাতুসকল দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। এক এক শ্রেণীর নাম **গণ**। যথা—**ভ্বাদি** (ভূ + আদি) ; **তুদাদি, দিবাদি, স্বাদি** (সু + আদি) ; **ক্র্যাদি** (ক্রী + আদি) ; **তনাদি, রুধাদি, অদাদি, হ্বাদি** (হু + আদি) ও **চুরাদি**।

ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তন-ক্র্যাদি-চুরাদয়ঃ ॥

ক্রিয়াপদ-গঠনের সাধারণ নিয়ম

৪। বিভক্তির অ-কার ও এ-কার পরে থাকলে পূর্ববর্তী অ-কারের লোপ হয়। যথা—

ভব + অন্তি = ভবন্তি ; সেব + এ = সেবে।

৫। বিভক্তির ম ও ব পরে থাকলে পূর্ববর্তী অ-কার-স্থানে আকার হয়। যথা—

ভব + বস্ = ভবাবঃ ; ভব + মস্ = ভবামঃ

৬। অ-কারের পরস্থিত আতে, আথে, আতাম্, আথাম্ এই কটি বিভক্তির আকার-স্থানে ই-কার হয়। যথা—

সেব + আতে = সেবেতে; সেব + আথে = সেবেথে;
সেব + আতাম্ = সেবেতাম্; সেব + আথাম্ = সেবেথাম্।

৭। অ-কারের পরস্থিত বিধিলিঙের যুস্ স্থানে ইয়ুস্ ও যাম্-স্থানে ইয়ম্ হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য যা ভাগস্থানে ই হয়। যথা—

ভব + যুস্ = ভবেয়ুঃ; ভব + যাম্ = ভবেয়ম্;
ভব + যাৎ = ভবেৎ; ভব + যাতাম্ = ভবেতাম্।

৮। অ-কারের এবং উ, নু, এই দুই আগমের পরস্থিত হি বিভক্তির লোপ হয়। যথা—

ভব + হি = ভব; কুরু + হি = কুরু;
শৃণু + হি = শৃণু। নু অন্যবর্ণের সহিত মিলিত থাকলে, হি বিভক্তির লোপ হয় না। যথা—আপ্নু + হি = আপ্নুহি।

৯। বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ অথবা শ্, ধ্, স্, হ্, এই সকল বর্ণের এবং হু-ধাতুর পরস্থিত হি-স্থানে ধি হয়। যথা—

বচ্ + হি = বগ্ধি, বিদ্ + হি = বিদ্ধি
রুধ্ + হি = রুন্ধি, শাস্ + হি = শাধি
অস্ + হি = এধি, হু + হি = জুহুধি।

ভ্বাদিগণীয় ধাতুর রূপ

ভূ ধাতু-পরস্মৈপদী

লট্-বর্তমান কাল

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
দ্বিবচন	ভবতঃ	ভবথঃ	ভবাবঃ
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবামঃ

লোট্-(অনুজ্ঞা)

একবচন	ভবতু	ভব	ভবানি
দ্বিবচন	ভবতাম্	ভবতম্	ভবাব
বহুবচন	ভবন্তু	ভবত	ভবাম

লঙ্-অতীতকাল

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	অভবৎ	অভবঃ	অভবম্
দ্বিবচন	অভবতাম্	অভবতম্	অভবাব
বহুবচন	অভবন্	অভবত	অভবাম

বিধিলিঙ্

একবচন	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বিবচন	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহুবচন	ভবেয়ুঃ	ভবেত	ভবেম

লৃট-ভবিষ্যত কাল

একবচন	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি
দ্বিবচন	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ
বহুবচন	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ

বদ্ ধাতু (বলা) পরস্মৈপদী

লট্ (বর্তমান)

একবচন	বদতি	বদসি	বদামি
দ্বিবচন	বদতঃ	বদথঃ	বদাবঃ
বহুবচন	বদন্তি	বদথ	বদামঃ

লোট্ (অনুজ্ঞা)

একবচন	বদতু	বদ	বদানি
দ্বিবচন	বদতাম্	বদতম্	বদাব
বহুবচন	বদন্তু	বদত	বদাম

লঙ্ (অতীত কাল)

একবচন	অবদৎ	অবদঃ	অবদম্
দ্বিবচন	অবদতাম্	অবদতম্	অবদাব
বহুবচন	অবদন্	অবদত	অবদাম

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*

বিধিলিঙ্ (বিধি অর্থে)

একবচন	বদেৎ	বদেঃ	বদেয়ম্
দ্বিবচন	বদেতাম্	বদেতম্	বদেব
বহুবচন	বদেয়ুঃ	বদেত	বদেম

লৃট্ (ভবিষ্যৎকাল)

একবচন	বদিষ্যতি	বদিষ্যসি	বদিষ্যামি
দ্বিবচন	বদিষ্যতঃ	বদিষ্যথঃ	বদিষ্যাবঃ
বহুবচন	বদিষ্যন্তি	বদিষ্যাথ	বদিষ্যামঃ

শতৃ—বদৎ ; **তুমুন্**—বদিতুম্ ; **ক্তা**—উদিত্বা ; **তব্য**—বদিতব্য ; **ক্ত**—উদিত ; **ণিচ্**—বাদয়তি ; **সন্**—বিবদিষতি ; **যঙ**—বাবদ্যতে।

গম্ (গচ্ছতি) **জি** (জয়তি) **স্মৃ** (স্মরতি) **দৃশ্** (পশ্যতি) **ক্রীড়্** (ক্রীড়তি) প্রভৃতি ধাতুর রূপ **'ভূ'** ধাতু বা **'বদ্'** ধাতুর মত হবে।

সেব্ ধাতু (সেবা করা)—আত্মনেপদী

লট্ (বর্তমান)

একবচন	সেবতে	সেবসে	সেবে
দ্বিবচন	সেবেতে	সেবেথে	সেবাবহে
বহুবচন	সেবন্তে	সেবধ্বে	সেবামহে

লোট্

একবচন	সেবতাম্	সেবস্ব	সেবৈ
দ্বিবচন	সেবেতাম্	সেবেথাম্	সেবাবহৈ
বহুবচন	সেবন্তাম্	সেবধ্বম্	সেবামহৈ

লঙ্

একবচন	অসেবত	অসেবথাঃ	অসেবে
দ্বিবচন	অসেবেতাম্	অসেবেথাম্	অসেবাবহি
বহুবচন	অসেবন্ত	অসেবধ্বম্	অসেবামহি

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*

বিধিলিঙ্

একবচন	সেবেত	সেবেথাঃ	সেবেয়
দ্বিবচন	সেবেয়াতাম্	সেবেয়াথাম্	সেবেবহি
বহুবচন	সেবেরন্	সেবেধ্বম্	সেবেমহি

লৃট্ (ভবিষ্যৎ)

একবচন	সেবিষ্যতে	সেবিষ্যসে	সেবিষ্যে
দ্বিবচন	সেবিষ্যেতে	সেবিষ্যেথে	সেবিষ্যাবহে
বহুবচন	সেবিষ্যন্তে	সেবিষ্যধ্বে	সেবিষ্যামহে

শানচ্—সেবমান ; **তুমুন্**—সেবিতুম্ ; **ক্তা**—সেবিত্বা **তব্য**—সেবিতব্য ; **ক্ত**—সেবিত ; **ণিচ্**—সেবয়তি ; **সন্**—সিসেবিষতে ; **যঙ্**—সিষেব্যতে। **কর্মণি**—সেব্যতে।

দা ধাতু-দান করা—পরস্মৈপদী

লট্

একবচন	যচ্ছতি	যচ্ছসি	যচ্ছানি
দ্বিবচন	যচ্ছতঃ	যচ্ছথঃ	যচ্ছাব
বহুবচন	যচ্ছন্তি	যচ্ছথ	যচ্ছাম

লোট্

একবচন	যচ্ছতু	যচ্ছ	যচ্ছানি
দ্বিবচন	যচ্ছতাম্	যচ্ছতম্	যচ্ছাব
বহুবচন	যচ্ছন্তু	যচ্ছত	যচ্ছাম

লঙ্

একবচন	অযচ্ছৎ	অযচ্ছঃ	অযচ্ছম্
দ্বিবচন	অযচ্ছতাম্	অযচ্ছতম্	অযচ্ছাব
বহুবচন	অযচ্ছন্	অযচ্ছত	অযচ্ছাম

বিধিলিঙ্

একবচন	যচ্ছেৎ	যচ্ছেঃ	যচ্ছেয়ম্
দ্বিবচন	যচ্ছেতাম্	যচ্ছেতম্	যচ্ছেব
বহুবচন	যচ্ছেয়ুঃ	যচ্ছেত	যচ্ছেম

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*
		লৃট্	
একবচন	দাস্যতি	দাস্যসি	দাস্যামি
দ্বিবচন	দাস্যতঃ	দাস্যথঃ	দাস্যাবঃ
বহুবচন	দাস্যন্তি	দাস্যথ	দাস্যামঃ

শতৃ—যচ্ছৎ ; তুমুন্—দাতুম্ ; ক্ত্বা—দত্ত্বা ; তব্য—দাতব্য ; ণিচ্—দাপয়তি ; সন্—দিৎসতি ; যঙ্—দেদীয়তে।

প্রচ্ছ্ ধাতু—পরস্মৈপদী [তুদাদি] জিজ্ঞাসা করা

লট্

একবচন	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছসি	পৃচ্ছামি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতঃ	পৃচ্ছথঃ	পৃচ্ছাবঃ
বহুবচন	পৃচ্ছন্তি	পৃচ্ছথ	পৃচ্ছামঃ

লোট্

একবচন	পৃচ্ছতু	পৃচ্ছ	পৃচ্ছানি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতাম্	পৃচ্ছতম্	পৃচ্ছাব
বহুবচন	পৃচ্ছন্তু	পৃচ্ছত	পৃচ্ছাম

লঙ্

একবচন	অপৃচ্ছৎ	অপৃচ্ছঃ	অপৃচ্ছম্
দ্বিবচন	অপৃচ্ছতাম্	অপৃচ্ছতম্	অপৃচ্ছাব
বহুবচন	অপৃচ্ছন্	অপৃচ্ছত	অপৃচ্ছাম

বিধিলিঙ্

একবচন	পৃচ্ছেৎ	পৃচ্ছেঃ	পৃচ্ছেয়ম্
দ্বিবচন	পৃচ্ছেতাম্	পৃচ্ছেতম্	পৃচ্ছেব
বহুবচন	পৃচ্ছেয়ুঃ	পৃচ্ছেত	পৃচ্ছেম

লৃট্

একবচন	প্রক্ষ্যতি	প্রক্ষ্যসি	প্রক্ষ্যামি
দ্বিবচন	প্রক্ষ্যতঃ	প্রক্ষ্যথঃ	প্রক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	প্রক্ষ্যন্তি	প্রক্ষ্যথ	প্রক্ষ্যামঃ

শতৃ = পৃচ্ছৎ, তুমুন্ = প্রষ্টুম্, ক্ত্বা = পৃষ্ট্বা, ক্ত = পৃষ্ট, তব্য—প্রষ্টব্য ; ণিচ্ = প্রচ্ছয়তি, সন্ = পিপৃচ্ছিষতি, যঙ্ = পরীপৃচ্ছ্যতে, কর্মণি = পৃচ্ছ্যতে।

শ্রু ধাতু-পরস্মৈপদী [স্বাদিগণ] শোনা

লট্

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*
একবচন	শৃণোতি	শৃণোষি	শৃণোমি
দ্বিবচন	শৃণুতঃ	শৃণুথঃ	শৃণুবঃ, শৃণ্বঃ
বহুবচন	শৃণ্বন্তি	শৃণুথ	শৃনুমঃ, শৃণ্মঃ

লোট্

একবচন	শৃণোতু	শৃণু	শৃণবানি
দ্বিবচন	শৃণুতাম্	শৃণুতম্	শৃণবাব
বহুবচন	শৃণ্বন্তু	শৃণুত	শৃণবাম

লঙ্

একবচন	অশৃণোৎ	অশৃণোঃ	অশৃণবম্
দ্বিবচন	অশৃণুতাম্	অশৃণুতম্	অশৃনুব, অশৃণ্ব
বহুবচন	অশৃণ্বন্	অশৃণুত	অশৃণুম, অশৃণ্ম

বিধিলিঙ্

একবচন	শৃণুয়াৎ	শৃণুয়াঃ	শৃণুয়াম্
দ্বিবচন	শৃণুয়াতাম্	শৃণুয়াতম্	শৃণুয়াব
বহুবচন	শৃণুয়ুঃ	শৃণুয়াত	শৃণুয়াম

লৃট্

একবচন	শ্রোষ্যতি	শ্রোষ্যসি	শ্রোষ্যামি
দ্বিবচন	শ্রোষ্যতঃ	শ্রোষ্যথঃ	শ্রোষ্যাবঃ
বহুবচন	শ্রোষ্যন্তি	শ্রোষ্যথ	শ্রোষ্যামঃ

শতৃ = শৃণ্বৎ ; তুমুন্ = শ্রোতুম্ ; ক্ত্বা = শ্রুত্বা, ক্ত = শ্রুত ; তব্য = শ্রোতব্য ; সন্ = শুশ্রূষতে ; কর্মণি = শ্রূয়তে।

কৃ-ধাতু (উভয়পদী) [তনাদি] করা

লট্-পরস্মৈপদ্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	করোতি	করোষি	করোমি
দ্বিবচন	কুরুতঃ	কুরুথঃ	কুর্ব্বঃ
বহুবচন	কুর্ব্বন্তি	কুরুথ	কুর্ম্মঃ

আত্মনেপদ

একবচন	কুরুতে	কুরুষে	কুর্ব্বে
দ্বিবচন	কুর্ব্বাতে	কুর্ব্বাথে	কুর্ব্বহে
বহুবচন	কুর্ব্বতে	কুরুধ্বে	কুর্ম্মহে

লোট্—পরস্মৈপদ

একবচন	করোতু	কুরু	করবাণি
দ্বিবচন	কুরুতাম্	কুরুতম্	করবাব
বহুবচন	কুর্ব্বন্তু	কুরুত	করবাম

আত্মনেপদ

একবচন	কুরুতাম্	কুরুষ্ব	করবৈ
দ্বিবচন	কুর্ব্বাতাম্	কুর্ব্বাথাম্	করবাবহৈ
বহুবচন	কুর্ব্বতাম্	কুরুধ্বম্	করবামহৈ

লঙ্—পরস্মৈপদ

একবচন	অকরোৎ	অকরোঃ	অকরবম্
দ্বিবচন	অকুরুতাম্	অকুরুতম্	অকুর্ব্ব
বহুবচন	অকুর্ব্বন্	অকুরুত	অকুর্ম্ম

আত্মনেপদ

একবচন	অকুরুত	অকুরুথাঃ	অকুর্ব্বি
দ্বিবচন	অকুর্ব্বাতাম্	অকুর্ব্বাথাম্	অকুর্ব্বহি
বহুবচন	অকুর্ব্বত	অকুরুধ্বম্	অকুর্ম্মহি

বিধিলিঙ্—পরস্মৈপদ

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	কুর্য্যাৎ	কুর্য্যাঃ	কুর্য্যাম্
দ্বিবচন	কুর্য্যাতাম্	কুর্য্যাতম্	কুর্য্যাব
বহুবচন	কুর্য্যুঃ	কুর্য্যাত	কুর্য্যাম

আত্মনেপদ

একবচন	কুর্ব্বীত	কুর্ব্বীথাঃ	কুর্ব্বীয়
দ্বিবচন	কুর্ব্বীয়াতাম্	কুর্ব্বীয়াথাম্	কুর্ব্বীবহি
বহুবচন	কুর্ব্বীরন্	কুর্ব্বীধ্বম্	কুর্ব্বীমহি

লৃট পরস্মৈপদ

একবচন	করিষ্যতি	করিষ্যাসি	করিষ্যামি
দ্বিবচন	করিষ্যতঃ	করিষ্যথঃ	করিষ্যাবঃ
বুহবচন	করিষ্যন্তি	করিষ্যথ	করিষ্যামঃ

আত্মনেপদ

একবচন	করিষ্যতে	করিষ্যসে	করিষ্যে
দ্বিবচন	করিষ্যেতে	করিষ্যথে	করিষ্যাবহে
বহুবচন	করিষ্যন্তে	করিষ্যধ্বে	করিষ্যামহে

শতৃ = কুর্ব্বৎ ; শানচ্ = কুর্বাণ ; তুমুন = কর্তুম্ ; ক্ত্বা = কৃত্বা ; তব্য = কর্তব্য ; নিচ্ = কারয়তি ; সন্ = চিকীর্ষতি ; **কর্মণি = ক্রিয়তে।**

জ্ঞা ধাতু-পরস্মৈপদী [ক্র্যাদি] জানা

লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে জ্ঞা ধাতু স্থানে জা হয়।

লট্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	জানাতি	জানাসি	জানামি
দ্বিবচন	জানীতঃ	জানীথঃ	জানীবঃ
বহুবচন	জানন্তি	জানীথ	জানীমঃ

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ

লোট্

একবচন	জানাতু	জানীহি	জানানি
দ্বিবচন	জানীতাম্	জানীতম্	জানাব
বহুবচন	জানন্তু	জানীত	জানাম

লঙ্

একবচন	অজানাৎ	অজানাঃ	অজানাম্
দ্বিবচন	অজানীতাম্	অজানীতম্	অজানীব
বহুবচন	অজানন্	অজানীত	অজানীম

বিধিলিঙ্

একবচন	জানীয়াৎ	জানীয়াঃ	জানীয়াম্
দ্বিবচন	জানীয়াতাম্	জানীয়াতম্	জানীয়াব
বহুবচন	জানীয়ুঃ	জানীয়াত	জানীয়াম

লৃট্

একবচন	জ্ঞাস্যতি	জ্ঞাস্যসি	জ্ঞাস্যামি
দ্বিবচন	জ্ঞাস্যতঃ	জ্ঞাস্যথঃ	জ্ঞাস্যাবঃ
বহুবচন	জ্ঞাস্যন্তি	জ্ঞাস্যথ	জ্ঞাস্যামঃ

শতৃ = জানৎ, **তুমুন্** = জ্ঞাতুম্, **ক্ত্বা** = জ্ঞাত্বা, **ক্ত** = জ্ঞাত, **তব্য** = জ্ঞাতব্য, **ণিচ্** = জ্ঞাপয়তি, **সন্** = জিজ্ঞাসতে, **যঙ্** = জাজ্ঞায়তে, **কর্মণি** = জ্ঞায়তে।

দিবাদিগণীয় ধাতু

দিব্ ধাতু — (খেলা করা)—পরস্মৈপদী

লট্

একবচন	দীব্যতি	দীব্যসি	দীব্যামি
দ্বিবচন	দীব্যতঃ	দীব্যথঃ	দীব্যাবঃ
বহুবচন	দীব্যন্তি	দীব্যথ	দীব্যামঃ

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ

লোট

একবচন	দীব্যতু	দীব্য	দীব্যানি
দ্বিবচন	দীব্যতাম্	দীব্যতম্	দীব্যাব
বহুবচন	দীব্যন্তু	দীব্যত	দীব্যাম

লঙ্

একবচন	অদীব্যৎ	অদীব্যঃ	অদীব্যম্
দ্বিবচন	অদীব্যতাম্	অদীব্যতম্	অদীব্যাব
বহুবচন	অদীব্যন্	অদীব্যত	অদীব্যাম

বিধিলিঙ্

একবচন	দীব্যেত্	দীব্যেঃ	দীব্যেয়ম্
দ্বিবচন	দীব্যেতাম্	দীব্যেতম্	দীব্যেব
বহুবচন	দীব্যেয়ুঃ	দীব্যেত	দীব্যেম

লৃট্

একবচন	দেবিষ্যতি	দেবিষ্যসি	দেবিষ্যামি
দ্বিবচন	দেবিষ্যতঃ	দেবিষ্যথঃ	দেবিষ্যাবঃ
বহুবচন	দেবিষ্যন্তি	দেবিষ্যথ	দেবিষ্যামঃ

শতৃ—দীব্যৎ, তুমুন্—দেবিতুম্, ক্ত্বা—দেবিত্বা, দ্যূত্বা ক্ত—দ্যূন, দ্যূত ; ণিচ্—দেবয়তি, সন্—দিদেবিষতি, যঙ্—দেদীব্যতে। কর্মণি—দীব্যতে।

অদ্ (খাওয়া)—পরস্মৈপদী [অদাদি]

লট্

একবচন	অত্তি	অৎসি	অদ্মি
দ্বিবচন	অত্তঃ	অত্থঃ	অদ্বঃ
বহুবচন	অদন্তি	অত্থ	অদ্মঃ

লোট্

একবচন	অত্তু	অদ্ধি	অদানি
দ্বিবচন	অত্তাম্	অত্তম্	অদাব
বহুবচন	অদন্তু	অত্ত	অদাম

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*

লঙ্

একবচন	আদৎ	আদঃ	আদম্
দ্বিবচন	আত্তাম্	আত্তম্	আদ্ব
বহুবচন	আদন্	আত্ত	আদ্ম

বিধিলিঙ্

একবচন	অদ্যাৎ	অদ্যাঃ	অদ্যাম্
দ্বিবচন	অদ্যাতাম্	অদ্যাতম্	অদ্যাব
বহুবচন	অদ্যুঃ	অদ্যাত	অদ্যাম

লৃট্

একবচন	অৎসতি	অৎস্যসি	অৎস্যামি
দ্বিবচন	অৎস্যতঃ	অৎস্যথঃ	অৎস্যাবঃ
বহুবচন	অৎস্যন্তি	অৎস্যথ	অতস্যামঃ

শতৃ—অদৎ, তুমুন্—অত্তুম্, ক্ত্বা—জগ্ধ্বা, ক্ত—জগ্ধ, তব্য—অত্তব্য, ণিচ্—আদয়তি, সন্—জিঘৎসতি। কর্মণি—অদ্যতে।

পূজ্ ধাতু — (পূজা করা)—পরস্মৈপদী [চুরাদি]

লট্

একবচন	পূজয়তি	পূজয়সি	পূজয়ামি
দ্বিবচন	পূজয়তঃ	পূজয়থঃ	পূজয়াবঃ
বহুবচন	পূজয়ন্তি	পূজয়থ	পূজয়ামঃ

লোট্

একবচন	পূজয়তু	পূজয়	পূজয়ানি
দ্বিবচন	পূজয়তাম্	পূজয়তম্	পূজয়াব
বহুবচন	পূজয়ন্তু	পূজয়ত	পূজয়াম

লঙ্

একবচন	অপূজয়ৎ	অপূজয়ঃ	অপূজয়ম্
দ্বিবচন	অপূজয়তাম্	অপূজয়তম্	অপূজয়াব
বহুবচন	অপূজয়ন্	অপূজয়ত	অপূজয়াম

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*

বিধিলিঙ্

একবচন	পূজয়েৎ	পূজয়েঃ	পূজয়েয়ম্
দ্বিবচন	পূজয়েতাম্	পূজয়েতম্	পূজয়েব
বহুবচন	পূজয়েয়ুঃ	পূজয়েত	পূজয়েম

লৃট্

একবচন	পূজায়িষ্যতি	পূজ্যয়িষ্যসি	পূজয়িষ্যামি
দ্বিবচন	পূজ্যয়িষ্যতঃ	পূজ্যয়িষ্যথঃ	পূজয়িষ্যাবঃ
বহুবচন	পূজয়িষ্যন্তি	পূজয়িষ্যথ	পূজ্যয়িষ্যামঃ

শতৃ—পূজয়ৎ, তুমুন—পূজয়িতুম্, ক্ত্বা—পূজয়িত্বা, ক্ত—পূজিত, তব্য—পূজয়িতব্য, ণিচ্—পূজয়তি, কর্মণি—পূজ্যতে।

ভুজ্ ধাতু — (রক্ষা করা)—পরস্মৈপদী [রুধাদি]

লট্

একবচন	ভুনক্তি	ভুনক্ষি	ভুঞ্জ্মি
দ্বিবচন	ভুঙ্ক্তঃ	ভুঙ্ক্থঃ	ভুঞ্জ্বঃ
বহুবচন	ভুঞ্জন্তি	ভুঙ্ক্থ	ভুঞ্জ্মঃ

লোট্

একবচন	ভুনক্তু	ভুঙ্গ্ধি	ভুনজানি
দ্বিবচন	ভুঙ্ক্তাম্	ভুঙ্ক্তম্	ভুনজাব
বহুবচন	ভুঞ্জন্তু	ভুঙ্ক্ত	ভুনজাম

লঙ্

একবচন	অভুনক্	অভূনক্	অভূনজম্
দ্বিবচন	অভুঙ্ক্তাম্	অভুঙ্ক্তম্	অভুঞ্জ্ব
বহুবচন	অভুঞ্জন্	অভুঙ্ক্ত	অভুঞ্জ্ম

বিধিলিঙ্

একবচন	ভুঞ্জ্যাৎ	ভুঞ্জ্যাঃ	ভুঞ্জ্যাম্
দ্বিবচন	ভুঞ্জ্যাতাম্	ভুঞ্জ্যাতম্	ভুঞ্জ্যাব
বহুবচন	ভুঞ্জ্যুঃ	ভুঞ্জ্যাত	ভুঞ্জ্যাম

লৃট্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভোক্ষ্যতি	ভোক্ষ্যসি	ভোক্ষ্যামি
দ্বিবচন	ভোক্ষ্যতঃ	ভোক্ষ্যথঃ	ভোক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	ভোক্ষ্যন্তি	ভোক্ষ্যথ	ভোক্ষ্যামঃ

ভুজ্ (ভোগ করা ; খাওয়া)—আত্মনেপদী

লট্

একবচন	ভুঙ্‌ক্তে	ভুঙ্ক্ষে	ভুঞ্জে
দ্বিবচন	ভুঞ্জাতে	ভুঞ্জাথে	ভুঞ্জ্বহে
বহুবচন	ভুঞ্জতে	ভুঙ্গ্ধ্বে	ভুঞ্জ্মহে

লোট্

একবচন	ভুঙ্‌ক্তাম্	ভুঙ্‌ক্ষ্ব	ভুনজৈ
দ্বিবচন	ভুঞ্জাতাম্	ভুঞ্জাথাম্	ভুনজাবহৈ
বহুবচন	ভুঞ্জতাম্	ভুঙ্গ্ধ্বম্	ভুনজামহৈ

লঙ্

একবচন	অভুঙ্‌ক্ত	অভুঙ্ক্থাঃ	অভুঞ্জি
দ্বিবচন	অভুঞ্জাতাম্	অভুঞ্জাথাম্	অভুঞ্জ্বহি
বহুবচন	অভুঞ্জত	অভুঙ্গ্ধ্বম্	অভুঞ্জ্মহি

বিধিলিঙ্

একবচন	ভুঞ্জীত	ভুঞ্জীথাঃ	ভুঞ্জীয়
দ্বিবচন	ভুঞ্জীয়াথাম্	ভুঞ্জীয়াথাম্	ভুঞ্জীবহি
বহুবচন	ভুঞ্জীরন্	ভুঞ্জীধ্বম্	ভুঞ্জীমহি

লৃট্

একবচন	ভোক্ষ্যতে	ভোক্ষ্যসে	ভোক্ষ্যে
দ্বিবচন	ভোক্ষ্যেতে	ভোক্ষ্যেথে	ভোক্ষ্যাবহে
বহুবচন	ভোক্ষ্যন্তে	ভোক্ষ্যধ্বে	ভোক্ষ্যামহে

শতৃ—ভুঞ্জৎ, শানচ্—ভুঞ্জান, তুমুণ্—ভোক্তুম্, ক্ত্বা—ভুক্ত্বা, তব্য—ভোক্তব্য, ণিচ্—ভোজয়তি, সন্—বুভুক্ষতি, বুভুক্ষতে ; যঙ্—বোভুজ্যতে। কর্মণি—ভুজ্যতে।

আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধাতুরূপ। [কেবলমাত্র লট্ ও লৃট্]

[তুদাদি] মৃ-ধাতু (মরা, মারা যাওয়া)—আত্মনেপদী

লট্ (বর্তমান কাল)

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ম্রিয়তে	ম্রিয়সে	ম্রিয়ে
দ্বিবচন	ম্রিয়েতে	ম্রিয়েথে	ম্রিয়াবহে
বহুবচন	ম্রিয়ন্তে	ম্রিয়ধ্বে	ম্রিয়ামহে

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

একবচন	মরিষ্যতি	মরিষ্যসি	মরিষ্যামি
দ্বিবচন	মরিষ্যতঃ	মরিষ্যথঃ	মরিষ্যাবঃ
বহুবচন	মরিষ্যন্তি	মরিষ্যথ	মরিষ্যামঃ

জ্ঞাতব্য ঃ মৃ-ধাতু লৃট্ বিভক্তিতে পরস্মৈপদ হয়।

প্রয়োগ ঃ সকল জীবই মরিবে—জীবাঃ মরিষ্যন্তি। দশরথ পুত্রশোকে মরেছিলেন—দশরথঃ পুত্রশোকেন ম্রিয়তে স্ম। আমরা কি কখনও মরিব না? বয়ং কিং ন কদাপি করিষ্যামঃ?

[দিবাদি] জন্-ধাতু (জন্মগ্রহণ করা)—আত্মনেপদী

লট্ (বর্তমান কাল)

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	জায়তে	জায়সে	জায়ে
দ্বিবচন	জায়েতে	জায়েথে	জায়াবহে
বহুবচন	জায়ন্তে	জায়ধ্বে	জায়ামহে

লৃট

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*
একবচন	জনিষ্যতে	জনিষ্যসে	জনিষ্যে
দ্বিবচন	জনিষ্যেতে	জনিষ্যেথে	জনিষ্যাবহে
বহুবচন	জনিষ্যন্তে	জনিষ্যধ্বে	জনিষ্যামহে

প্রয়োগ ঃ আমরা এই দেশে জন্মেছি—বয়ম্ অস্মিন্ দেশে জায়ামহে স্ম। তার সুপুত্র জন্মিবে—তস্য সুপুত্রঃ জনিষ্যতে।

[ভ্বাদি] লভ্-ধাতু (লাভ করা)—আত্মনেপদী

লট্ (বর্তমান কাল)

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*
একবচন	লভতে	লভসে	লভে
দ্বিবচন	লভেতে	লভেথে	লভাবহে
বহুবচন	লভন্তে	লভধ্বে	লভামহে

লৃট (ভবিষ্যৎ কাল)

	প্রথম পুরুষ	*মধ্যম পুরুষ*	*উত্তম পুরুষ*
একবচন	লপ্স্যতে	লপ্স্যসে	লপ্স্যে
দ্বিবচন	লপ্স্যেতে	লপ্স্যেথে	লপ্স্যাবহে
বহুবচন	লপ্স্যন্তে	লপ্স্যধ্বে	লপ্স্যামহে

প্রয়োগ ঃ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। ভরত রাজ্যলাভ করবেন—ভরতঃ রাজ্যং লপ্স্যতে। আমরা অর্থ পাচ্ছি—বয়ং অর্থং লভামহে। আমরা দুইজন কিছু পাই নি—আবাম্ কিঞ্চিদপি ন লভাবহে স্ম।



১৫ বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য

১। সংস্কৃতে বাচ্য প্রধানতঃ তিনটি—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। ['কর্মকর্তৃবাচ্য নামেও একটি বাচ্য আছে]। বাচ্যে কর্তার প্রাধান্য থাকলে কর্তৃবাচ্য, কর্মের প্রাধান্য থাকলে কর্মবাচ্য এবং ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকলে ভাববাচ্য হয়। এইজন্য কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া কর্তৃপদ অনুযায়ী; কর্মবাচ্যে ক্রিয়া কর্মপদ অনুযায়ী এবং ভাববাচ্যে ক্রিয়া তিঙন্ত হলে তাতে সর্বদা প্রথম পুরুষের একবচন ও কৃদন্ত হলে তাতে ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচন হয়।

২। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্ম থাকে না। ক্রিয়া সর্বদাই প্রথম পুরুষের একবচন হয়।

৩। বাচ্যান্তরে **কর্তা, কর্তার বিশেষণ, কর্ম, কর্মের বিশেষণ, ক্রিয়া**—এই কয়টির মাত্র পরিবর্তন হয়। অন্য সকল অপরিবর্তিত থাকে।

৪। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদী হয়, সুতরাং কেবল আত্মনেপদের বিভক্তি হয়ে থাকে।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্মবাচ্যে কর্মপদে যে পুরুষ ও বচন থাকে (তিঙন্ত) ক্রিয়াপদেও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়। অর্থাৎ কর্মপদ অস্মদ্ হলে ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হয়। যুষ্মদ্ হলে মধ্যম পুরুষের ও তদ্ভিন্ন হলে প্রথম পুরুষের বিভক্তি হয়। এইরকম কর্মপদে একবচন থাকলে ক্রিয়াপদে একবচন, দ্বিবচন থাকলে ক্রিয়াপদে দ্বিবচন, বহুবচন থাকলে ক্রিয়াপদেও বহুবচন হয়। কর্মবাচ্যে কৃদন্ত ক্রিয়াপদ থাকলে কর্মের লিঙ্গ ও বচন অনুসারে তার লিঙ্গ ও বচন হয়।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
মাধবঃ বৃক্ষং পশ্যতি।	মাধবেন বৃক্ষঃ দৃশ্যতে।
মাধবঃ বৃক্ষৌ পশ্যতি।	মাধবেন বৃক্ষৌ দৃশ্যেতে।
মাধবঃ বৃক্ষান্ পশ্যতি।	মাধবেন বৃক্ষাঃ দৃশ্যন্তে।
মাধবঃ ত্বাং পশ্যতি।	মাধবেন ত্বং দৃশ্যসে।
মাধবঃ মাং পশ্যতি।	মাধবেন অহং দৃশ্যে।
মাধবঃ বৃক্ষং পশ্যতু।	মাধবেন বৃক্ষঃ দৃশ্যতাম্।
মাধবঃ ত্বাং পশ্যতু।	মাধবেন ত্বং দৃশ্যস্ব।
মাধবঃ যুস্মান্ পশ্যতু।	মাধবেন যূয়ং দৃশ্যধ্বম্।
মাধবঃ মাম্ অপশ্যৎ।	মাধবেন অহম্ অদৃশ্যে।
মাধবঃ ত্বাং দৃষ্টবান্।	মাধবেন ত্বং দৃষ্টঃ।
মাধবঃ ফলানি দৃষ্টবান্।	মাধবেন ফলানি দৃষ্টানি।

ভাববাচ্যে তিঙন্ত ক্রিয়ার সর্বদা প্রথম পুরুষের একবচন এবং কৃদন্ত ক্রিয়ার সর্বদা ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা একবচন হয়।

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
বালকাঃ হসন্তি।	বালকৈঃ হসাতে।
অহং হসামি।	ময়া হস্যতে।

১৬ কৃৎ প্রকরণ

কৃৎ প্রকরণ

১। ধাতুর উত্তর তব্য, ক্ত ইত্যাদি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাদের **কৃৎ-প্রত্যয়** বলে। তাদের যোগে কৃদন্ত শব্দ গঠিত হয়।

২। কৃৎপ্রত্যয় হলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। ক্, গ্, অথবা ঙ্ ইৎ হলে হয় না। যথা—কৃ + তব্য = কর্তব্য, চি + অনীয় = চয়নীয়, নী + ক্ত = নীত।

৩। তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ ও কেলিম্ এইগুলিকে **কৃত্য-প্রত্যয়** বলে। 'উচিত' অর্থ বোঝাতে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রথম পাঁচটির

প্রয়োগ হয়। এরা কর্মবাচ্যে কর্মের বিশেষণ এবং ভাববাচ্যে ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচনান্ত হয়।

তব্য ঃ দা—দাতব্য, প্রচ্ছ—প্রষ্টব্য, দৃশ্—দ্রষ্টব্য
অনীয় ঃ পা—পানীয়, স্মৃ—স্মরণীয়, রক্ষ্—রক্ষণীয়
ন্যৎ ঃ কৃ + ন্যৎ = কার্য্য, ধৃ + ণ্যৎ = ধার্য্য, বিদ্ +ন্যৎ = বেদ্য
যৎ ঃ দা + যৎ = দেয়, নী—নেয়, পা—পেয়।
ক্যপ্ ঃ শাস্ + ক্যপ্—শিষ্য

ক্ত্বাচ্, তুমুন্, ক্ত, শতৃ, শানচ্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ের উদাহরণ ধাতুরূপের শেষে দেওয়া আছে।

১৭ কারক ও বিভক্তি

১। **ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্**—ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় (অর্থাৎ সম্পর্ক) থাকে, তাকে **কারক** বলে। যথা—তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তেন কোষাৎ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি। (তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তে কোষ থেকে দরিদ্রকে ধন দিচ্ছেন।)

কঃ যচ্ছতি (কে দিচ্ছেন)?—রাজা (কর্তৃকারক)
কিং যচ্ছতি (কি দিচ্ছেন)?—ধনম্ (কর্মকারক)
কেন যচ্ছতি (কিসের দ্বারা দিচ্ছেন?)—স্বহস্তেন (করণ কারক)
কস্মৈ যচ্ছতি (কাকে দিচ্ছেন?)—দরিদ্রায় (সম্প্রদানকারক)
কস্মাৎ যচ্ছতি (কোথা থেকে দিচ্ছেন?)—কোষাৎ (অপাদান কারক)
কুত্র যচ্ছতি (কোথায় দিচ্ছেন?)—তীর্থক্ষেত্রে (অধিকরণ কারক)

এইরকম 'যচ্ছতি' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যস্থ অন্য সব পদের সম্বন্ধ আছে। অতএব এরা প্রত্যেকেই কারক।

২। **সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ** কারক নয়। কারণ এদের সঙ্গে ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক থাকে না। সম্বন্ধ পদ ঃ- **রামস্য** পুত্রঃ গচ্ছতি—এইখানে 'গচ্ছতি' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'রামস্য' এই পদের কোন সম্বন্ধ নেই। এর সঙ্গে পুত্রঃ পদের সম্বন্ধ আছে।

সম্বোধন পদ ঃ- **ভগবন্!** ভীতান্ রক্ষ—এই বাক্যে 'রক্ষ' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'ভগবন্' এই সম্বোধন পদের কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব এরা কারক নয়।

৩। **ষট্ কারকাণি**—কারক ছয় প্রকারের। যেমন—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৪। **বিভক্তয়ঃ সপ্ত**। শব্দবিভক্তি সাতটি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। [শব্দবিভক্তি দু প্রকারের—কারক বিভক্তি ও উপপদ বিভক্তি।] কর্তৃ প্রভৃতি কারকে যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে বলে **কারক বিভক্তি, যেমন, শিবঃ** জয়তি। বিভিন্ন শব্দের যোগে যে বিভক্তি হয়, তাকে **উপপদ বিভক্তি** বলে—নমঃ **শিবায়**।]

কর্তৃকারক

১। **স্বতন্ত্রঃ কর্তা**—যে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে **কর্তৃকারক** বলে। যথা—**শিশুঃ** ক্রীড়তি।—(শিশু খেলা করছে)। **মেঘো** গর্জ্জতি।—(মেঘ গর্জন করছে)।

২। **তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ** ঃ যে ব্যক্তি কর্তাকে কোন ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে, তাও কর্তৃকারক। একে **প্রযোজককর্তা** বা **হেতু কর্তা** বলে। যেমন—**মাতা** শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি।—(মাতা শিশুকে চন্দ্র দর্শন করাচ্ছেন) **প্রভুঃ** পাচকেন অন্নং পাচয়তি।—(প্রভু পাচকের দ্বারা অন্ন পাক করাচ্ছেন) **গুরুঃ শিষ্যং বেদং পাঠয়তি**।—(গুরু শিষ্যকে বেদ পাঠ করাচ্ছেন)।

প্রথমা বিভক্তি

১। **প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা**—যে প্রাতিপদিকে (বা শব্দে) যা বোঝায়, তা **প্রাতিপদিকার্থ**। যে স্থলে ক্রিয়াপদ থাকে না, কেবল শব্দের অর্থ বোঝাবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেখানে সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন—বৃক্ষঃ, লতা, পুষ্পম্, গিরিঃ, রামঃ।

উক্তে (অভিহিতে) কর্তরি কর্মনি চ প্রথমা— কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে এবং কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন—(কর্তৃবাচ্য) **শিশুঃ** ক্রীড়তি। **মেঘো** গর্জ্জতি। (কর্মবাচ্য) বালকেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। বাক্যস্থ তিঙ্ বিভক্তির দ্বারা কর্তৃবাচ্যের কর্তা ও কর্মবাচ্যের কর্ম উক্ত হয়। এইরকম কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে **উক্তকর্তা** এবং কর্মবাচ্যের কর্মকে **উক্তকর্ম** বলে। উক্ত হওয়ার পরে তাতে 'প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা' হয়।

২। **সম্বোধনে চ**—সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন হে **পিতঃ**, হে **ভ্রাতরৌ**, হে **পুত্রাঃ**।

৩। **ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্**—ইতি প্রভৃতি অব্যয় (নিপাত) শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন—ত্বাং **পণ্ডিত** ইতি জানামি।—(তোমাকে পণ্ডিত বলে জানি) পাপাত্মনাং **সঙ্গং** পরিত্যক্তুং সাম্প্রতম্।—(পাপীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা সঙ্গত)।

কর্মকারক

১। **কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম**—কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যা লাভ করতে সব থেকে বেশী ইচ্ছা করে তাকে **কর্মকারক** বলে। যেমন—রামঃ **গৃহং** প্রবিশতি; স **চন্দ্রং** পশ্যতি; স **গ্রামং** গচ্ছতি; পথিকঃ **জলং** পিবতি।

২। **অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম**—অধিপূর্ব্বক শী স্থা ও আস্ ধাতুর অধিকরণ কারক কর্ম হয়ে যায়। যেমন—শিশুঃ **শয্যাম্** অধিশেতে।—(শিশুটি বিছানায় শুয়ে আছে) রামঃ **গৃহম্** অধিতিষ্ঠতি।—(রাম বাড়িতে থাকে।) ব্রাহ্মণো **গ্রামম্** অধ্যাস্তে—(ব্রাহ্মণ গ্রামে বাস করে।) [অন্যত্র-শয্যায়াং শেতে, গৃহে তিষ্ঠতি, গ্রামে আস্তে]।

৩। **উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ**—উপ, অনু, অধি ও আঙ্ পূর্বক বস্ ধাতুর অধিকরণকারক কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন—রাজা নগরম্ উপবসতি, অধিবসতি, আবসতি। [অন্যত্র-নগরে বসতি, প্রতিবসতি ইত্যাদি]।

৪। **অকথিতঞ্চ**—দুহ্, নী প্রভৃতি কিছু দ্বিকর্মক ধাতুর মুখ্য বা প্রধান কর্ম ছাড়া অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি অন্যকারক কর্মকারক হয়ে থাকে। এই কর্মটিকে অকথিত, **অপ্রধান** বা **গৌণ কর্ম** বলে। যেমন গোপঃ **গাং** দুগ্ধং দোগ্ধি।—(গোয়ালা গাই থেকে দুধ দোয়)।

দ্বিতীয়া বিভক্তি

১। **কর্মনি দ্বিতীয়া**—কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—বালকঃ **চন্দ্রং** পশ্যতি। ভক্তঃ **হরিং** সেবতে।

২। **ক্রিয়াবিশেষণে চ**—ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া হয়ে থাকে। যেমন—অশ্বঃ **সত্বরং** ধাবতি; চৌরঃ **দ্রুতং** পলায়তে; বায়ুঃ **মন্দং** বাতি।

৩। **কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে**—অত্যন্ত সংযোগ (ব্যাপ্তি) বোঝালে (অর্থাৎ এত সময় ধরে, এত পথ পর্যন্ত এইরকম অর্থ বোঝালে)

কালবাচক ও অধ্ব (পথ) বাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কালবাচক—**স দিবসমুপবসতি। স মাসমধীতে।**—(সে সারাদিন ধরে উপবাস করছে; সে একমাস ধরে অধ্যয়ন করছে।) **অধ্ব (পথ) বাচক, গিরিঃ ক্রোশং** তিষ্ঠতি।—(এক ক্রোশ ধরে পাহাড়টি আছে।)

৪। **কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া**—অনু, প্রতি প্রভৃতি কর্ম প্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। [অনু, প্রতি প্রভৃতি অব্যয় স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হলে তাদের কর্ম প্রবচনীয় বলে। ক্রিয়ার যোগ না থাকলে তারা তখন উপসর্গ হয় না। যেমন—জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ।—(জপের পরে বর্ষণ হয়েছিল)। অনু হরিং সুরাঃ, উপ হরিং সুরাঃ, **দীনং** প্রতি সদয়ো ভব—(দীনের প্রতি সদয় হও।) অতি **সুরান্** বিষ্ণুঃ। অতি **দেবান্** কৃষ্ণঃ।

করণ কারক

১। **সাধকতমং করণম্**—ক্রিয়ানিষ্পত্তির যে প্রধান উপায়, তাকে **করণকারক** বলে। যেমন—চক্ষুযা পশ্যতি, **কর্ণেন** শৃণোতি, **হস্তেন** গৃহ্লাতি।

তৃতীয়া বিভক্তি

১। **কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া**—অনুক্ত কর্তায় (অর্থাৎ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যের কর্তায়) এবং করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—**বালকেন** চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। **শিশুনা** রুদ্যতে। বালকঃ **হস্তেন** পুস্তকং গৃহ্লাতি।—(বালকটি হাত দিয়ে বইটি নিচ্ছে)।

২। **হেতৌ**—হেতু অর্থে হেতুবোধক শব্দে তৃতীয়া হয়। হেতু দ্বিবিধ—কারণ ও ফল। (কারণ) **বিদ্যয়া** যশঃ। (ফল) অধ্যয়নেন বসতি।—(অধ্যয়ন হেতু বাস করছে)।

৩। **সহযুক্তেঽপ্রধানে**—সহার্থ (সহ, সার্ধম, সাকম্ ও সমম্) শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—রামঃ **সীতয়া লক্ষ্মণেন** চ সহ বনং জগাম।—(রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গিয়েছিল।) **কেনাপি** সার্ধং বিরোধো **ন** কর্তব্যঃ।—(কারও সঙ্গে বিরোধ করা উচিত নয়।) **পিত্রা সমম্**। সহার্থ শব্দের অপ্রয়োগেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। পিতা **পুত্রেণ** গচ্ছতি। (পুত্রের সহিত পিতা যাচ্ছেন)।

৪। **অপবর্গে তৃতীয়া**—অপবর্গে অর্থাৎ ক্রিয়া সমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি বোঝালে, অধ্ববাচক ও কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। অধ্ববাচক—ক্রোশেন কাব্যম্ অধীতম্। কালবাচক—**ত্রিভিরহোভিঃকৃতম্**। তেন **মাসেন** ব্যাকরণমধীতম্। [কিন্তু-তেন **মাসং** ব্যাকরণমধীতম্-এখানে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় নি, এজন্য 'মাস' শব্দের উত্তর তৃতীয়া না হয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি হল]।

৫। **উনবারণ-প্রয়োজনার্থৈশ্চ**—ঊনার্থ (ঊন, হীন, শূন্য রহিত), বারণার্থ (অলম্, কৃতম্, কিম্) ও প্রয়োজনার্থ (প্রয়োজন, অর্থ, কার্য, গুণ) শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ঊনার্থে **একেন ঊনঃ, স বিদ্যয়া** হীনঃ। জ্ঞানী **অহঙ্কারেণ** শূন্যঃ।
বারণার্থে—অলং **বিবাদেন, কলহেন** কিম্। কৃতং **সন্দেহেন**। প্রয়োজনার্থে—**ধনেন** প্রয়োজনম্। কোঽর্থঃ **কলহেন? কিং কার্যং যুদ্ধেন? কো গুণো বিদ্যয়া?**

৬। **ইত্থম্ভূতলক্ষণে**—যে লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু সূচিত হয়; সেই লক্ষণ বোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—অহং **জটাভিঃ** তাপসমপশ্যম্। (আমি জটার দ্বারা মুনিকে চিনেছিলাম)। **ছত্রেণ** ছাত্রমদ্রাক্ষম্।

সম্প্রদান কারক

১। **কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্**—কর্তা দানক্রিয়ার কর্ম দ্বারা যাকে সম্বন্ধযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, তাকে **সম্প্রদান কারক** বলে। যেমন—রাজা **দরিদ্রায়** ধনং দদাতি। **ভিক্ষবে** ভিক্ষাং দদাতি।—(সে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিচ্ছে।) নরঃ **সর্ব্বস্বং গুরবে** দদ্যাৎ।—(মানুষের গুরুকে সমস্ত দান করা উচিত)।

২। **রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ**—রুচার্থ ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ (যে প্রীত হয় অর্থাৎ যার রুচি হয় সে সম্প্রদান কারক হয়। যথা—**শিশবে** মোদকো রোচতে।—(শিশুর মিষ্টান্নে রুচি হয়।)

৩। **স্পৃহেরীপ্সিতঃ**—'স্পৃহি' ধাতুর প্রয়োগে কর্তার ঈপ্সিত (অর্থাৎ কর্তা যা পেতে ইচ্ছা করে তা) সম্প্রদানকারক হয়। যেমন—কৃপণঃ **ধনায়** স্পৃহয়তি।—(কৃপণ ধনের স্পৃহা করে।) **পুষ্পেভ্যঃ** স্পৃহয়তি।

৪। **ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্**—কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যাকে অভিপ্রায় করে (অর্থাৎ যার প্রীতি-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত

হয়) তা সম্প্রদান কারক হয়। যেমন—পিতা **শিশবে** ক্রীড়নকমা-নয়তি।—(পিতা শিশুর জন্য খেলনা আনছেন।) মাতা **পুত্রায়** চন্দ্রং দর্শয়তি। শিষ্যো **গুরবে** দক্ষিণামাহরতি।—(শিষ্য গুরুর জন্য দক্ষিণা আহরণ করছেন।) স **রাজ্ঞে** সর্বং নিবেদয়তি। স **পিত্রে** কথয়তি। **তুভ্যমুপদিশামি**।

চতুর্থী বিভক্তি

১। **চতুর্থী সম্প্রদানে**—সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—বালকঃ **দরিদ্রায়** ধনং যচ্ছতি। স **ভিক্ষবে** ভিক্ষাং দদাতি।

২। **তাদর্থ্যে**—তাদর্থ্য বোঝাতে (অর্থাৎ যার নিমিত্ত, তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—যুপায় দারু।—(বলির জন্য কাঠ।) **কুণ্ডলায়** হিরণ্যম্। **অশ্বায়** ঘাসঃ। **রন্ধনায়** স্থালী।—(রাঁধার জন্য পাত্র।) **জ্ঞানায়** অধ্যয়নম্। **দানায়** ধনোপার্জ্জনম্। **মুক্তয়ে** হরিং ভজতে।

৩। **নিবৃত্তৌ নিবর্তনীয়াৎ**—নিবৃত্তি (নিবারণ) বোঝালে নিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ যাকে নিবারণ করা হয়, তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—**মশকায়** ধূমঃ (মশকনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ), **আতপায়** ছত্রম্ (আতপনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ); **পিপাসায়ৈ** জলম্ (পিপাসানিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ)। **রোগায়** ঔষধম্ (রোগনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ) **পাপায়** প্রায়শ্চিত্তম্ (পাপনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ)।

৪। (ক) **তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ**—তুমুন্ প্রত্যয়ের অর্থে ভাববাচানিষ্পন্ন শব্দ ব্যবহৃত হলে, তার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—স **পাকায়** যাতি।—পক্তুং যাতি ইত্যর্থঃ। এখানে 'পক্তুম্' এই (পচ্ + ভাবে ঘঞ্) চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এইরকম—যাজ্ঞিকঃ **যাগায়** যাতীত্যর্থঃ।

(খ) তুম্ লোপে কর্মণি—তুমন্ত ক্রিয়া উহ্য থাকলে তার কর্মে চতুর্থী হয়। **ফলায়** যাতি। ('ফলম্ আহর্তুম্' অর্থে)।

৫। **নমঃ—স্বস্তি-স্বাহা—স্বধালং-বষড়্-যোগাচ্চ—নমস্, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, সমর্থার্থক শব্দ ও ধাতু এবং বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়।** যেমন—**শিবায়** নমঃ। **গুরবে** নমঃ। **প্রজাভ্যঃ** স্বস্তি অস্তু। **অগ্নয়ে** স্বাহা। **পিতৃভ্যঃ** স্বধা। **ইন্দ্রায়** বষট্। সমর্থার্থক শব্দ ও ধাতু অলম্, শক্ত, সমর্থঃ, প্রভুঃ, প্রভবতি, শক্নোতি ইত্যাদি। যেমন—অলং মল্লো **মল্লায়**। শক্নোতি মল্লো **মল্লায়**।

নমস্ শব্দের সঙ্গে কৃ-ধাতুর যোগ থাকলে চতুর্থী বিভক্তি না হয়ে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—বালকঃ **নারায়ণং** নমস্করোতি। **পিতরৌ** নমস্কুরু।—পিতামাতাকে নমস্কার কর। এইসব স্থানে 'নমস্ + কৃ' ধাতুর কর্মকারকে দ্বিতীয়া হল।

অপাদান কারক

১। **ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্**—যা থেকে অপায় বা বিশ্লেষ হয় তাকে **অপাদান** কারক বলে। যেমন—**বৃক্ষাৎ** পত্রং পততি। **গ্রামাৎ** আগচ্ছতি। **হস্তাদ্** ভ্রষ্টঃ। **জলাদুত্থিতঃ**। **গৃহাৎ** প্রস্থিতঃ। **বিদেশাৎ** প্রত্যাগতঃ।

২। **ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ**—ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়ের যে হেতু, তা অপাদান কারক হয়। যেমন—**ব্যাঘ্রাৎ** বিভেতি। সর্পঃ **নকুলাৎ** ত্রস্যতি। ছত্রম্ **আতপাৎ** ত্রায়তে।—(ছাতা তাপ থেকে রক্ষা করে।) রক্ষ মাং **বিপদঃ**—(আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর।)

৩। **বারণার্থানামীপ্সিতঃ**—বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাকে বারণ করা হয় তার ঈপ্সিত অর্থাৎ আকাঙ্খিত পদার্থ অপাদান কারক হয়। যেমন—**অন্নেভ্যঃ** কাকং বারয়তি। **ব্যসনাৎ** পুত্রং নিবারয়। **যবেভ্যশ্ছাগং** নির্বতয়তি।

৪। **জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ**—যা জন্মে তার উৎপত্তির কারণ অপাদান কারক হয়। [জনি = জন্ম] যেমন—**বীজাৎ** অঙ্কুরো জায়তে। **দুগ্ধাৎ** ঘৃতম্ উৎপদ্যতে। **ধর্মাৎ** সুখং ভবতি। **অধর্মাৎ** দুঃখম্ উদ্ভবতি। **পুষ্পাৎ** ফলং প্রজায়তে। **ব্রহ্মণঃ** প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।—(ব্রহ্মা থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে)।

পঞ্চমী বিভক্তি

১। অপাদানে **পঞ্চমী**—অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**অশ্বাৎ** পতিতঃ। **গৃহাচ্চলিতঃ**। **জলাদুত্থিতঃ**।

২। ল্যব্‌লোপে **কর্মণ্যধিকরণে চ**—ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের অপ্রয়োগে কর্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**প্রাসাদাৎ** প্রেক্ষতে।— প্রাসাদমারুহ্য ইত্যর্থঃ। **আসনাৎ** অবলোকয়তি—আসনে উপবিশ্য ইত্যর্থঃ **গুরোর্লজ্জতে, গুরুমবলোক্য ইত্যর্থঃ**।

৩। **পঞ্চমী বিভক্তে**—ভিন্নজাতীয় দুপক্ষের মধ্যে একের পৃথক্‌করণ বোঝালে, যা থেকে ভেদ প্রদর্শিত হয় তার পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**ধনাৎ** বিদ্যা গরীয়সী।—(সম্পদের থেকে বিদ্যা বড়।) ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।

৪। **অন্যার্থক**—(অন্য, ইতর প্রভৃতি শব্দ), আরাৎ (দূর বা নিকট) ঋতে (ব্যতীত), দিক্ ও কালবাচক শব্দ ও আচ্ প্রত্যয়ান্ত ও আহিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**মিত্রাৎ** অন্যঃ (ভিন্নঃ ইতরো বা) কো মাং ত্রাতুং সমর্থঃ? **দেবদত্তাৎ** অন্যঃ কঃ ইদং কুর্যাৎ? **কৃষ্ণাৎ** আরাৎ। **কৃষ্ণাৎ** ঋতে। (কৃষ্ণ ব্যতীত)।

৫। (ক) আঙ্ যোগে মর্যাদা (সীমা) ও অভিবিধি (ব্যাপ্তি) অর্থে আঙ্ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—আবাল্যাৎ হরিভক্তঃ (বাল্যকাল থেকে), **আমুক্তেঃ** সংসারঃ (মুক্তি পর্যন্ত)। আসকলাৎ ব্রহ্ম (সমস্ত জুড়ে)।

(খ) প্রভৃত্যারভ্য-বহির্যোগে—প্রভৃতি, আরভ্য (অব্যয়) ও বহিস্ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**শৈশবাৎ প্রভৃতি, আরভ্য বা সেব্যো হরিঃ। গৃহাৎ বহিঃ।**

(গ) অধিক শব্দের যোগে পঞ্চমী (বা সপ্তমী) হয় (লোকাৎ লোকে বা) অধিকঃ হরিঃ।

৬। হেতৌ—হেতু অর্থে তদ্বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—**দুঃখাৎ** রোদিতি। **ধর্মাৎ** কুলম্। **ভয়াৎ** কম্পঃ। **হর্ষাৎ** নৃত্যতি। [তৃতীয়াও হয়]।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে সম্বন্ধ পদ কোন কারক নয়। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি

১। **ষষ্ঠী শেষে**—কারক প্রভৃতি অর্থ ভিন্ন অবশিষ্ট সম্বন্ধ অর্থে [অর্থাৎ স্ব-স্বামি ভাব, অবয়ব-অবয়বি ভাব, আধার-আধেয়-ভাব প্রভৃতি নানা সম্বন্ধে] ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—**মম** গৃহম্। **রামস্য** হস্তৌ। **পুষ্পস্য** গন্ধঃ। **নদ্যাঃ** জলম্। **তব** ভ্রাতা। তস্য পুত্রঃ। গোর্দুগ্ধম্। **বৃক্ষস্য** ছায়া। **অগ্নেঃ** শিখা। **বায়োর্বেগঃ**। **জলস্য** শৈত্যম্।

কর্মাদীনামপি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়াং ষষ্ঠ্যেব—ক্রিয়ার সঙ্গে কেবলমাত্র সম্বন্ধ প্রকাশ করবার ইচ্ছা হলে কর্ম প্রভৃতি কারকেও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—তাবদ্ **ভয়স্য** ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্—(ততক্ষণ পর্যন্ত ভয়কে ভয় পাওয়া উচিত, যতক্ষণ না সেই ভয় এসে উপস্থিত হয়।) **অজ্ঞাতকুলশীলস্য** বাসো দেয়ো ন **কস্যচিৎ**।—(যার কুল ও শীল (চরিত্র) সম্বন্ধে জানা নেই, তাকে বাসস্থান দেওয়া উচিত নয়।) **সর্ব্বস্য** স্নিহ্যতি। ইহাই সম্বন্ধ—বিবক্ষয়া ষষ্ঠী।

২। (ক) **কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি**—কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে (অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যোগে) কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—(কর্তরি) **শিশোঃ** শয়নম্। **অশ্বস্য** গতিঃ। **সূর্যস্য** উদয়ঃ। **কৃষ্ণস্য** কৃতিঃ। (কর্মণি) **অন্নস্য** পাকঃ, **পয়সঃ** পানম্, **সুখস্য** ভোগঃ।

(খ) **উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি**—একই কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্তা ও কর্ম উভয় স্থানেই ষষ্ঠী বিভক্তি হবার সম্ভাবনা হলে সাধারণতঃ কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—**গবাং** দোহঃ গোপেন।—(গোয়ালা কর্তৃক গাই দোয়া) **পয়সঃ** পানং শিশুনা।—(শিশু কর্তৃক দুধের পান) **ধনস্য** দানং নৃপেণ। **জলস্য** শোষণং সূর্যেণ। **অর্থস্য** হরণং চৌরেণ।

কখনও কখনও কর্তায় ষষ্ঠী ও তৃতীয়া দুই-ই হয়। যেমন—শাস্ত্রস্য অধ্যয়নং **শিষ্যেণ শিষ্যস্য** বা।—শিষ্যকর্তৃক শাস্ত্রের অধ্যয়ন।

৩। **কৃত্যানাং কর্তরি বা**—কৃত্য (তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ ও ক্যপ্) প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। তব্য, **মম** (ময়া বা) চন্দ্রঃ দ্রষ্টব্যঃ। অনীয়—**তব** (ত্বয়া বা) কার্যাং করণীয়ম্ ণ্যৎ—শিষ্যস্য (শিষ্যেণ বা) বেদঃ পাঠ্যঃ। যৎ **অস্মাকম্** (অস্মাভিঃ বা) শত্রুঃ জেয়ঃ। ক্যপ্ **সর্ব্বেষাং** (সর্ব্বৈঃ বা) হরিঃ স্তুত্যঃ।

৪। **নির্ধারণে**—অনেকের মধ্যে থেকে নির্ধারণ বোঝালে, যা থেকে নির্ধারণ হয় তাতে ষষ্ঠী হয়। যেমন—**কবীনাং** কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।—(কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।) **পর্বতানাম্** হিমালয়ঃ উচ্চতমঃ। রামো নৃপতীনাং গরিষ্ঠঃ।

অধিকরণ কারক

১। **আধারোঽধিকরণম্**—ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। আধার ত্রিবিধ—ঐকদেশিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক। (ঐকদেশিক) বনে বসতি—বনৈকদেশে ইত্যর্থঃ, নদ্যাং স্নাতি—নদ্যা একাংশে ইতার্থঃ, গৃহে স্বপিতি—গৃহৈকদেশে ইত্যর্থঃ। (বৈষয়িক) বিদ্যায়ামনুরাগঃ—বিদ্যা বিষয়ে ইত্যর্থঃ। (অভিব্যাপক) দুগ্ধে মাধুর্য্যমস্তি। তিলেষু তৈলমস্তি, তিলানাং সর্বানবয়বান্ ব্যাপ্য ইতার্থঃ। বহ্নৌদাহিকা শক্তিরস্তি—বহ্নেঃ সর্ব্বানবয়বান্ ব্যাপ্য ইতার্থঃ।

সপ্তমী বিভক্তি

১। **সপ্তম্যধিকরণে**—অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—গৃহে তিষ্ঠতি। শয্যায়াং শেতে, নদ্যাং স্নাতি।

(ক) যে সময়ে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাকে **কালাধিকরণ** বলে। এতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—বর্ষাসু বৃষ্টিঃ ভবতি। সন্ধ্যায়াং বালকাঃ ক্রীড়ন্তি।

(খ) **অবচ্ছেদে সপ্তমী**—[শরীরের একঅংশ পৃথকভাবে গ্রহণ করার নাম **'অবচ্ছেদ'**] অবচ্ছেদ বোঝালে অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।—(মৃত্যু চুলের মুঠি ধরেই আছে এই জেনে ধর্মের আচরণ করা উচিত) স ব্যাধঃ পাদদেশে আহতঃ। বৃক্ষঃ মূলে ছিন্নঃ। করে ধৃত্বা স মাং প্রাহ।—(হাতে ধরে সে আমায় বলল) [বস্তুত এটি ঐকদেশিক অধিকরণে সপ্তমী]

২। **যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্**—যার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য কর্তার ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হয় তাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এইরকম সপ্তমীকে **ভাবে সপ্তমী** বলে। এতে কৃদন্ত ক্রিয়াপদটি কর্তা বা কর্মের বিশেষণ হয়। যেমন—রবৌ উদিতে পদ্মং প্রকাশতে।—(সূর্য উঠলে পরে পদ্মফুল ফোটে।) সূর্যে অস্তং গতে স গতঃ। বিধৌ উদিতে স সমাগতঃ—(চাঁদ ওঠার পর সে এসেছিল।) গোষু দুহ্যমানাসু প্রস্থিতঃ।—(গাইদের দোয়া শেষ হলে সে চলে গিয়েছিল।)

৩। **ষষ্ঠী চানাদরে**—ভাবে সপ্তমীর স্থানে যদি অতিরিক্ত অনাদর বোঝায় তাহলে অনাদৃতের উত্তর সপ্তমী বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—রুদতি শিশৌ (রুদতঃ শিশোঃ) মাতা জগাম—রুদন্তং শিশুমনাদৃত্য মাতা জগাম ইত্যর্থঃ।—(ক্রন্দনরত শিশুকে অনাদর করে মা চলে গেল।)

৪। **যতশ্চ নির্ধারণম্**—[জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা (নাম) দ্বারা একজাতীয় সমুদয় থেকে একটি বেছে নেবার নাম নির্ধারণ] যা থেকে নির্ধারণ করা যায়, তার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয় (ষষ্ঠীও হয়)। যেমন—(জাতি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং বা) ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ। (গুণ) গোষু (গবাম্ বা) কৃষ্ণা বহুক্ষীরা। (সংজ্ঞা) কবিষু (কবীনাং বা) কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। পর্ব্বতেষু (পর্ব্বতানাং বা) হিমালয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৫। **নিমিত্তাৎ কর্মযোগে**—কর্মের সঙ্গে যোগ (সমবায় অথবা সংযোগ সম্বন্ধ) থাকলে হেতু বোধক শব্দে (তৃতীয়া না হয়ে) সপ্তমী হয়। যেমন—চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি।—(চামড়ার জন্য চিতা বাঘকে মারছে।) দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।—(দাঁতদুটির জন্য হাতিকে মারছে।) কেশেষু চমরীং হন্তি।—(কেশের জন্য চমরীকে মারছে।) সীম্নি পুষ্যলকো হতঃ।—(কস্তুরীর জন্য কস্তুরী হরিণ নিহত হয়েছিল।) এখানে

হনন-ক্রিয়ার কর্ম 'দ্বীপী', 'কুঞ্জর' 'চমরী' ও পুষ্যলকের সঙ্গে হননের কারণ চর্ম, দন্ত, কেশ ও সীমন্-এর সমবায় সম্বন্ধ থাকায় হেতু অর্থে তৃতীয়া স্থানে সপ্তমী হয়েছে।

কর্মের সঙ্গে উক্তরূপে যোগ না থাকলে সপ্তমী হয় না। যেমন স বেতনেন ধান্যং লুনাতি।

৬। **সাধুনিপুণাভ্যাং সপ্তমী**—সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—ব্যাকরণে সাধুঃ। সাহিত্যে নিপুণঃ।



১৮ তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দের উত্তর নানা অর্থে অণ্, যঞ্ (য), ইঞ্ (ই) ঢক্ (এয়) প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয় তার নাম **তদ্ধিত**।

১। অপত্য বা সন্তান অর্থে শব্দের উত্তর নীচে বর্ণিত প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

(ক) অণ্—কশ্যপস্য অপত্যম্—কাশ্যপঃ, এইভাবে রঘু—রাঘবঃ, মনু—মানবঃ, পুত্র—পৌত্রঃ, কুরু—কৌরবঃ, পৃথা—পার্থঃ।

(খ) ইঞ্ (ই) দশরথস্য অপত্যম্—দাশরথিঃ, এইভাবে—অর্জুন—আর্জুনিঃ, কৃষ্ণ—কার্ষ্ণিঃ, সুমিত্রা—সৌমিত্রিঃ, রাবণ—রাবণিঃ।

(গ) যঞ্ (য)-গর্গস্য অপত্যম্-গার্গ্যঃ, এইভাবে—বৎস—বাৎস্যঃ।

(ঘ) ণ্য (য)— অদিতেঃ অপত্যম্—আদিত্যঃ, এইভাবে—প্রজাপতি—প্রাজাপত্যঃ, দিতি—দৈত্যঃ।

(ঙ) ঢক্ (এয়)—গঙ্গায়াঃ অপত্যম্—গাঙ্গেয়ঃ, এইভাবে—ভগিনী—ভাগিনেয়ঃ, রাধা—রাধেয়ঃ, বিমাতৃ—বৈমাত্রেয়ঃ, কুন্তী—কৌন্তেয়ঃ।

(চ) ফক্ (আয়ন)—দক্ষস্য অপত্যম্—দাক্ষায়ণঃ, এইভাবে—বাদরায়ণঃ।

২। 'তদধীতে তদ্বেদ'—'তা পড়েন এবং তা জানেন'—এই অর্থে ঠক্ (ষ্ণিক্) প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

(ক) ঠক্—তর্কং অধীতে বেত্তি বা, তার্কিকঃ, এইভাবে পুরাণ—পৌরাণিকঃ, বেদ—বৈদিকঃ, ন্যায়—নৈয়ায়িকঃ, বেদান্ত—বৈদান্তিকঃ।

(খ) অণ্—ব্যাকরণং অধীতে বেত্তি বা—বৈয়াকরণঃ।

৩। 'তেন প্রোক্তম্'—'তার দ্বারা কথিত' এই অর্থে অন্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

(ক) অণ্—পতঞ্জলিনা প্রোক্তম্—পাতঞ্জলম্, এইভাবে—ঋষি—আর্যম্, মনু—মানবম্।

(খ) ছণ্—পাণিনিনা প্রোক্তম্—পাণিনীয়ম্, এইভাবে বাল্মিকী—বাল্মিকীয়ম্।

(গ) ঢক্—ব্যাসেন প্রোক্তম্—বৈয়াসিকম্।

৪। 'সা অস্য দেবতা' 'সে এর দেবতা' এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। শক্তিঃ অস্য দেবতা—শাক্তঃ। এইভাবে শিব—শৈবঃ বিষ্ণুঃ—বৈষ্ণবঃ।

৫। 'তত্র ভবঃ' 'সেই স্থানে বিদ্যমান'— এই অর্থে অণ্ ফক্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

(ক) অণ্— কলিঙ্গে ভবঃ— কালিঙ্গঃ, শরদ—শারদঃ

(খ) ফক্—দ্বীপ—দ্বৈপায়নঃ, (গ) খ—কুল—কুলীনঃ

(ঘ) ঠক্—শরীর—শারীরিকঃ, (ঙ) ঠঞ্—লোক—লৌকিকঃ

৬। তত্র সাধুঃ—'তাতে নিপুণ বা কুশল' এই অর্থে যৎ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

(ক) যৎ— সভায়াং সাধুঃ—সভ্যঃ

(খ) ঠঞ্—সমাজে সাধুঃ—সামাজিকঃ, এইভাবে —সাংগ্রামিকঃ

(গ) ঢঞ্—অতিথৌ সাধুঃ—আতিথেয়ঃ

৭। 'তস্মৈ হিতম্'—'তার হিতের জন্য' এই অর্থে খ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

(ক) খ—বিশ্বজনেভ্যঃ হিতম্—বিশ্বজনীনম্, এই ভাবে সর্বজন—সর্বজনীনম্। (খ) ঠঞ্—সর্বজন—সার্বজনিকঃ।

৮। মত্বর্থ বা অস্ত্যর্থক প্রত্যয়।

'অস্তি' বা 'আছে' এই অর্থে 'মতুপ্' 'বিনি' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলিও তদ্ধিত প্রত্যয়।

(ক) মতুপ্—শ্রী + মতুপ্ (মৎ) = শ্রীমান্, মতি + মতুপ্ = মতিমান্ মতুপ্ প্রত্যয়ের অকারের স্থানে কখনও কখনও ব কার হয়। যেমন—জ্ঞান— জ্ঞানবান্, ধন—ধনবান্, বল—বলবান্, বিদ্যা—বিদ্যাবান্, লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবান্, মেধা—মেধাবান্, মায়া—মায়াবান্।

(খ) বিনি—যশ্ + বিনি (বিণ্) = যশস্বী, তেজস্ + বিনি = তেজস্বী, মেধা + বিনি = মেধাবী। মায়া + বিনি = মায়াবী।

৯। আরও কিছু সাধারণ তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ ঃ

গুরু + ইমনিচ্ = গরিমা	শিক্ষা + বুণ্ (অক) = শিক্ষকঃ
গুরু + ত্ব = গুরুত্বম্	দিন + ঠক্ = দৈনিকঃ
গুরু + অন্ = গৌরবঃ	শূর + ষ্যঞ্ = শৌর্যম্
তদ্ + ছ = তদীয়ঃ	বীর + ষ্যঞ্ = বীর্যম্
অস্মদ্ + ছ = অস্মদীয়ঃ	পণ্ডিত + ষ্যঞ্ = পাণ্ডিত্যম্
বর্ষ + ঠঞ্ = বার্ষিকঃ	নিপুণ্ + ষ্যঞ্ = নৈপুণ্যম্
ছত্র + ণ = ছাত্রঃ	সহায় + ষ্যঞ্ = সাহায্যম্



সমাস

পরস্পর সাপেক্ষ একাধিক পদের মিলন হলে তাকে বলে **সমাস**। যে পদগুলির মিলন হয় তাদের **সমস্যমান পদ** এবং সমাসবদ্ধ পদকে বলে **সমস্ত পদ**। আর বুঝিয়ে বলার জন্য যে বাক্য তাকে বলা হয় **ব্যাসবাক্য**। "বীণাপাণি" হল সমস্ত পদ। 'বীণা' ও 'পাণি' এই দুটি সমস্যমান পদ এবং বীণা পাণিতে যাঁর (বীণা পাণৌ যস্যাঃ) এই বাক্যটি ব্যাসবাক্য।

সমাসশ্চতুর্বিধঃ। সমাস প্রধানতঃ চার প্রকারের। যেমন—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব। একপ্রকার তৎপুরুষের নাম কর্মধারয় এবং একপ্রকার কর্মধারয়ের নাম দ্বিগু। 'সহসুপাকে' পৃথক সমাস ধরলে সমাস পাঁচ প্রকারের। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি দুই বা ততোধিক পদের হতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব ও সহসুপা (বা সুপ্-সুপা) সাধারণতঃ দুপদেই হয়ে থাকে।

অব্যয়ীভাব সমাস

১। **অব্যয়ীভাবঃ** অব্যয়ীভাব সমাসে সমাসবদ্ধ পদটি ক্লীবলিঙ্গ ও অব্যয় হয়। যথা—যথাশক্তি।

২। **অব্যয়ং সমীপাদিবচনেষু**— সুবন্তপদের সঙ্গে সমীপাদি অর্থবাচক অব্যয়ের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। 'অব্যয়' পদটি সাধারণতঃ আগে বসে। যথা (সমীপ) গৃহস্য সমীপম্—উপগৃহম্, গঙ্গায়াঃ

সমীপম্—উপগঙ্গম্, (অভাব) বিঘ্নস্য অভাবঃ—নির্বিঘ্নম্, ভিক্ষাণাম্ অভাবঃ — দুর্ভিক্ষম্, (বীপ্সা) দিনং দিনং—প্রতিদিনম্ ইত্যাদি।

৩। **আঙ্ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ**— মর্য্যাদা (সীমা অর্থ) ও অভিবিধি বোঝালে সুবন্ত পদের সঙ্গে আঙ্ এই অব্যয়ের যোগ হয়। আ বনাৎ—আবনম্ (বন পর্যন্ত), আ মুক্তেঃ—আমুক্তি (মুক্তি পর্যন্ত), আ শৈশবাৎ (শৈশব থেকে) —আশৈশবম্। আ বিশ্বাৎ—আবিশ্বম্ (বিশ্ব ব্যাপিয়া)।

৪। **প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ**— প্রতি, পর, সম্, অনু এদের পরবর্তী অক্ষি শব্দের উত্তর অন্ (টচ্) হয়। যেমন—অক্ষ্ণোঃ প্রতি—প্রত্যক্ষম্, অক্ষ্ণোঃ পরম্—পরোক্ষম্ (নিপাতনে ওকারাগম)।

তৎপুরুষ সমাস

'পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্ব—তৎপুরুষয়োঃ'—দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাস হলে পরপদের লিঙ্গ অনুসারে সমস্ত পদের লিঙ্গ হবে।

১। **দ্বিতীয়া-শ্রিতাতীত-পতিত-গতাত্যস্ত-প্রাপ্তাপন্নৈঃ**—শ্রিত, অতীত, পতিত, গত, অত্যস্ত, (অতিক্রান্ত), প্রাপ্ত ও আপন্ন এই কতকগুলি সুবন্ত পদের সঙ্গে দ্বিতীয়ান্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। কষ্টং শ্রিতঃ—কষ্টশ্রিতঃ দুঃখমতীতঃ-দুঃখাতীতঃ, কূপং পতিতঃ-কূপপতিতঃ, গৃহং গতঃ — গৃহগতঃ, তুহিন-মত্যস্তঃ—তুহিনাত্যস্তঃ, সুখং প্রাপ্তঃ-সুখপ্রাপ্তঃ, সুখম্ আপন্নঃ = সুখাপন্নঃ।

তৃতীয়া তৎপুরুষ

১। **তৃতীয়ার্থেন**—অর্থশব্দের সঙ্গে তৃতীয়ান্ত পদের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। ধান্যেন (হেতৌ তৃতীয়া) অর্থঃ—ধান্যার্থঃ।

২। পূর্বসদৃশ-সমোনার্থ-কলহ-নিপুণ-মিশ্রশ্লক্ষ্ণৈঃ—সুবন্ত পূর্ব, সদৃশ, সম, ঊনার্থ (ঊন, শূন্য, বিকল প্রভৃতি) কলহ, নিপুণ, মিশ্র এবং শ্লক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। মাসেন পূর্বঃ—মাসপূর্বঃ, মাত্রাসদৃশী—মাতৃসদৃশী। পিত্রা সমঃ—পিতৃসমঃ একেন ঊনঃ—একোনঃ, গর্বেণ শূন্যঃ—গর্বশূন্যঃ, অঙ্গেন বিকলঃ—অঙ্গ-বিকলঃ, বাচা কলহঃ—বাক্কলহঃ, বাচা নিপুণঃ-বাঙ্‌নিপুণঃ, গুড়েণ মিশ্রঃ-গুড়মিশ্রঃ, আচারেণ শ্লক্ষ্ণঃ-আচারশ্লক্ষ্ণঃ।

চতুর্থী তৎপুরুষ

১। **চতুর্থী তদর্থার্থ-বলি-হিত-সুখ-রক্ষিতৈঃ**—(ক) প্রকৃতি, বিকৃতি ভাব স্থলে তদর্থ (তাহার জন্য) বাচক শব্দের সঙ্গে চতুর্থী সমাস হয়। যূপায় দারু=যূপদারু॥ কুণ্ডলায় হিরণ্যম্=কুণ্ডলহিরণ্যম্।

(খ) অর্থেন নিত্যসমাসঃ—অর্থ শব্দের সঙ্গে চতুর্থীর নিত্য সমাস হয়। দ্বিজায় ইদম্ = দ্বিজার্থম্ (পয়ঃ)। বিপ্রায় অয়ম্ = বিপ্রার্থঃ (সূপঃ)।

(গ) বলি, হিত, সুখ ও রক্ষিত শব্দের সঙ্গে চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস হয়। ভূতায় বলিঃ = ভূতবলিঃ, পুত্রায় হিতম্ = পুত্রহিতম্।

পঞ্চমী তৎপুরুষ

পঞ্চমী ভয়েন— ভী ধাতু নিষ্পন্ন সুবন্ত পদের সঙ্গে পঞ্চম্যন্ত পদের সমাস হয়। ব্যাঘ্রাৎ ভয়ম্ = ব্যাঘ্রভয়ম্, ব্যাঘ্রাৎ ভীতঃ = ব্যাঘ্রভীতঃ, ব্যাঘ্রাৎ ভীতিঃ = ব্যাঘ্রভীতিঃ, ব্যাঘ্রাৎ ভীঃ—ব্যাঘ্রভীঃ।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ষষ্ঠী সমর্থেন—সমর্থে সুবন্ত পদের সঙ্গে ষষ্ঠী পদের সমাস হয়। গঙ্গায়াঃ জলম্—গঙ্গাজলম্, তরোঃ ছায়া—তরুচ্ছায়াঃ, অগ্নেঃ শিখা—অগ্নিশিখা, বায়োঃ বেগঃ— বায়ুবেগঃ, জলস্য উচ্ছ্বাসঃ— জলোচ্ছ্বাসঃ, দশায়াঃ অন্তঃ— দশান্তঃ, পিতুঃগৃহম্—পিতৃগৃহম্, রাজ্ঞঃ ভবনম্—রাজভবনম্, কূপস্য উদকম্— কূপোদকম্।

সপ্তমী তৎপুরুষ

সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ [শৌণ্ড (দক্ষ), প্রবীণ, পণ্ডিত, পটু কুশল ইত্যাদি] প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। দানে শৌণ্ডঃ— দানশৌণ্ডঃ (দানে দক্ষ), শাস্ত্রে প্রবীণঃ— শাস্ত্রপ্রবীণঃ, রণে পণ্ডিতঃ— রণপণ্ডিতঃ, ক্রীড়ায়াম্ কুশলঃ— ক্রীড়াকুশলঃ, কর্মসু নিপুণঃ— কর্মনিপুণঃ, আতপে শুষ্কঃ— আতপশুষ্কঃ, স্থাল্যাং পক্কঃ— স্থালীপক্কঃ।

নঞ্ তৎপুরুষ

'নঞ্' এই অব্যয়ের সঙ্গে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ** বলে। 'নঞ্' এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'নঞ্' স্থানে 'অ' এবং স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'নঞ্' স্থানে 'অন্' হয়। (ন লোপো নঞঃ, তস্মান্নুডচি) ন ব্রাহ্মণঃ— অব্রাহ্মণঃ, ন মোঘঃ— অমোঘঃ, ন একঃ— অনেকঃ।

উপপদ তৎপুরুষ

উপপদমতিঙ্—ধাতুর সঙ্গে সুবন্ত উপপদের সমাস হয়। এই সমাসকে **উপপদ তৎপুরুষ** বলে। তিঙন্ত পদের সঙ্গে সমাস হয় না। যেমন— কুম্ভং করোতি— এই বাক্যে উপপদ কুম্ভম্ এই পদের সঙ্গে অতিঙন্ত কৃ ধাতুর এই সমাসে 'কুম্ভ + কৃ' হলে তদুত্তর 'অন্' হওয়ায় 'কুম্ভকারঃ' হয়েছে। এইভাবে সূত্রধারঃ, মালাকারঃ, নিশাচরঃ, জলচরঃ, পঙ্কজম্, জলজম্, ভুজগঃ, বিহগঃ ইত্যাদি উপপদ সমাস নিষ্পন্ন।

কর্মধারয় সমাস

১। **তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ**—যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদ সকল সমানাধিকরণ (অর্থাৎ এক বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন অথবা অভেদ সম্বন্ধে একার্থ প্রতিপাদক) হয় তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

২। **বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্**—বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের সমাস হয়। নীলম্ উৎপলম্—নীলোৎপলম্, নবঃ পল্লবঃ — নবপল্লবঃ, মধুরং বচনম্— মধুরবচনম্, নবম্ অন্নম্— নবান্নম্, সর্বে লোকাঃ— সর্ব্বলোকাঃ, সুরভি চন্দনম্—সুরভিচন্দনম্, নবঃ জলধরঃ— নবজলধরঃ।

তুলনামূলক কর্মধারয়

উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় উপমাবিষয়ক বা তুলনামূলক। উপমার বস্তু তিনটি—উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্ম (সামান্যবচন)। যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় তাকে উপমান, যে বস্তুর তুলনা দেওয়া হয় তাকে উপমেয় বা উপমিত এবং উভয়গত যে গুণ সম্বন্ধে তুলনা দেওয়া হয় তাকে সাধারণ **ধর্ম** বা **সামান্য বচন** বলে। যেমন—মুখং চন্দ্রঃ ইব সুন্দরম্ (মুখখানি চন্দ্রের মত সুন্দর) এখানে 'চন্দ্র' উপমান, 'মুখ' উপমেয়, ও সৌন্দর্য্য উভয়গত সাধারণ ধর্ম।

উপমান কর্মধারয়

উপমানানি সামান্যবচনৈঃ—সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের সমাস হয়। একে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে। ঘন ইব শ্যামঃ— ঘনশ্যামঃ, অর্ণব ইব গভীরঃ— অর্ণবগভীরঃ, শৈল

ইব উন্নতঃ—শৈলোন্নতঃ, অনল ইব উজ্জ্বলঃ— অনলোজ্জ্বলঃ, নবনীতম্ ইব কোমলম্— নবনীতকোমলম্।

এই সমাসে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না।

উপমিত কর্মধারয়

উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে—ব্যাঘ্র প্রভৃতি উপমানবাচক পদের সঙ্গে উপমেয় পদের সমাস হয়। একে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে। পুরুষো ব্যাঘ্র ইব পুরুষব্যাঘ্রঃ, পুরুষঃ সিংহ ইব—পুরুষসিংহঃ, রাজা চন্দ্র ইব— রাজচন্দ্রঃ, মুখং কমলম্ ইব— মুখকমলম্, করঃ কিসলয়মিব— করকিসলয়ম্, অধরঃ পল্লব ইব— অধরপল্লবঃ, বদনং সুধাকর ইব— বদনসুধাকরঃ।

রূপক কর্মধারয়

রূপকমভেদে—যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ প্রতীতি হয় (অর্থাৎ উপমেয়ই উপমানরূপে গৃহীত হয়) তাকে **রূপক কর্মধারয়** বলে। মুখমেব চন্দ্রঃ— মুখচন্দ্রঃ, দুঃখমেব অনলঃ— দুঃখানলঃ (যথা—দুঃখানলেন দগ্ধঃ) জ্ঞানমেব আলোকঃ— জ্ঞানালোকঃ (যথা—জ্ঞানালোকঃ ভাতি) হৃদয়মেব মন্দিরম্— হৃদয়মন্দিরম্ (যথা—হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতঃ মাধবঃ)

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

'শাকপার্থিব' প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসে উত্তর পদের (অর্থাৎ সমাসের মধ্যবর্তী পদের) লোপ হয়। একে **শাকপার্থিবাদি কর্মধারয় বা মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** বলে। শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ— শাকপার্থিবঃ, ছায়াপ্রধানঃ তরুঃ— ছায়াতরুঃ, বিন্ধ্যনামা গিরিঃ— বিন্ধ্যগিরিঃ, সিংহচিহ্নিতমাসনম্— সিংহাসনম্।

দ্বিগু সমাস

১। **সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ**—যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় তাকে **দ্বিগু** বলে।

২। **দ্বিগুরেকবচনম্, স-নপুংসকম্**—সমাহার দ্বিগু নিষ্পন্ন শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত। পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ— পঞ্চগবম্, পঞ্চানাং রাজ্ঞাং সমাহারঃ—পঞ্চরাজম্।

৩। **অকারান্তোত্তরপদো দ্বিগুঃ স্ত্রিয়ামিষ্টঃ**—সমাহার দ্বিগু সমাসে সমাসবদ্ধ পদটি অকারান্ত হলে, তারপরে ঈপ্ (ঈ) হয়। যেমন—ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ— ত্রিলোকী, চতুর্ণাং পদানাং সমাহারঃ— চতুষ্পদী, সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ— সপ্তশতী। কতকগুলি অকারান্ত সমস্ত পদের উত্তর 'ঈ' হয় না— ত্রিভুবনম্, চতুর্যুগম্ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস

শেষো বহুব্রীহি—অনেকমন্যপদার্থে— দুই বা ততোধিক সমানাধিকরণ (এক বিভক্তিযুক্ত) প্রথমান্ত পদের সমাসে সমস্যমান ব্যতীত অন্যপদের অর্থ বোঝালে, সেই সমাসকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। পীতম্ অম্বরম্ যস্য সঃ— পীতাম্বরঃ (হরিঃ), আরূঢ়ো বানরো যম্— আরূঢ়-বানরঃ (বৃক্ষঃ), কৃতং কর্ম যেন— কৃতকর্মা (পুরুষঃ), দত্তং ধনং যস্মৈ— দত্তধনঃ (দরিদ্রঃ), দীর্ঘৌ বাহূ যস্য— দীর্ঘবাহুঃ (পুরুষঃ) প্রফুল্লানি কমলানি যস্মিন্— প্রফুল্লকমলং (সরঃ)। এইসব স্থানেই সমানাধিকরণ বহুব্রীহি। অন্যপদার্থ না বোঝালে বহুব্রীহি সমাস হয় না, কর্মধারয় হয়। পীতম অম্বরম্ = পীতাম্বরম্ (পীতবস্ত্র)।

অন্যপদ প্রধান বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদ বিশেষণ। সুতরাং বিশেষ্যের (অন্য পদের) লিঙ্গ ও বচন অনুসারে তার লিঙ্গ ও বচন হয়। যেমন—ফুল্লানি কুসুমানি যেষাং তে— ফুল্লকুসুমাঃ (বৃক্ষাঃ)। কর্মধারয় সমাসে সমস্ত পদ বিশেষ্য এবং উত্তরপদ প্রধান; সুতরাং উত্তরপদের লিঙ্গ ও বচনানুসারে তার লিঙ্গ ও বচন হয়ে থাকে। যথা—ফুল্লানি কুসুমানি—ফুল্লকুসুমানি (পশ্য)।

১। **তেন সহেতি তুল্যযোগে**—ক্রিয়ার সঙ্গে সমানভাবে যোগ থাকলে (তুল্যযোগ) তৃতীয়াবিভক্তি যুক্ত পদের সঙ্গে 'সহ' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়। এই সমাস হলে 'সহ' শব্দের স্থানে বিকল্প 'স' হয়। যেমন—পুত্রেণ সহ—সপুত্রঃ, সহপুত্রঃ। বান্ধবেন সহ—সবান্ধবঃ, সহবান্ধবঃ।

২। **তত্র তেনেদমিতি সরূপে**—যুদ্ধ বোঝালে ব্যতিহার (অর্থাৎ পরস্পর এককার্যের অনুষ্ঠান) অর্থে তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। একে **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস** বলে। এই সমাসে পূর্বপদের শেষের স্বর দীর্ঘ হয় এবং পরস্পরের শেষে 'ই' কার হয়। যেমন—কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্—কেশাকেশি, দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্—দণ্ডাদণ্ডি।

দ্বন্দ্ব সমাস

চার্থে দ্বন্দ্ব—'চ' এর অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। দ্বন্দ্ব সমাস দু'প্রকার—**ইতরেতরযোগ** এবং **সমাহার**।

ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব

পরস্পর যোগ বোঝালে 'ইতরেতর দ্বন্দ্ব' সমাস হয়। এই দ্বন্দ্ব সমাসে শেষ পদের যে লিঙ্গ, সমস্ত পদেরও সেই লিঙ্গ হয়। দুটি একবচনান্ত পদে সমাস হলে পদ দ্বিবচনান্ত হয় এবং অন্য সব জায়গায় বহুবচনান্ত হয়। হরিশ্চ হরশ্চ— হরিহরৌ, রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ—রামলক্ষ্মণৌ, ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ—ভীমার্জ্জুনৌ, ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ-ধব খদির পলাশাঃ, কন্দশ্চ মূলঞ্চ ফলঞ্চ = কন্দমূলফলানি; শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চ গন্ধশ্চ = শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ।

সমাহার দ্বন্দ্ব

দুই বা বহু পদার্থের সমষ্টি বোঝালে 'সমাহার দ্বন্দ্ব' হয়। এর স্থান সমূহ নির্দিষ্ট। যেখানে সমাহার দ্বন্দ্বের বিষয় থাকবে না সেখানেই ইতরেতর যোগে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। সমাহার দ্বন্দ্ব হলে সমস্ত পদটি সব জায়গাতেই ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। সমাহার দ্বন্দ্বের স্থান যথা (ক) প্রাণীর অঙ্গবাচক ও সেনার অঙ্গবাচক পদের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। (প্রাণ্যঙ্গ) পাণী চ পাদৌ চ— পাণিপাদম্, হস্তৌ চ পাদৌ চ—হস্তপাদম্, করৌ চ চরণৌ চ—করচরণম্, কর্ণৌ চ নাসিকা চ— কর্ণনাসিকম্, ভ্রবৌ চ ললাটং চ = ভ্রূললাটম্, পৃষ্ঠঞ্চ উদরঞ্চ— পৃষ্ঠোদরম্। (সেনাঙ্গ) ধনূংষি চ শরাশ্চ— ধনুঃশরম্ (খ) যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ—যে সব জন্তুর মধ্যে নিত্য বিরোধ, সেই জন্তুবাচক পদগুলির নিত্য সমাহার হয়। যেমন—অহয়শ্চ নকুলাশ্চ— অহিনকুলম্, মার্জারাশ্চ মূষিকাশ্চ—মার্জারমূষিকম্। (গ) বিপ্রতিষিদ্ধং চানাধিকরণবাচি— পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয়। যথা সুখং চ দুঃখঞ্চ— সুখদুঃখং বা সুখদুঃখে, জন্ম চ মরণং চ— জন্মমরণম্ বা জন্মমরণে।

দ্বন্দ্ব সমাসের বিশেষ বিধান

১। **মাতরপিতরাবুদীচাম্**—'মাতরপিতরৌ' পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। মাতা চ পিতা চ— মাতরপিতরৌ।

২। **দেবতাদ্বন্দ্বে চ**—দেবতাবাচক পদের দ্বন্দ্ব সমাস হলে পূর্বপদের পরে আকার হয়। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ—মিত্রাবরুণৌ, সূর্যাশ্চ চন্দ্রমাশ্চ—

সূর্যাচন্দ্রমসৌ। কিন্তু সোম ও বরুণ শব্দ পরে থাকলে অগ্নি শব্দের ঈকার হয়। অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, অগ্নীষোমৌ, অগ্নিশ্চ বরুণশ্চ— অগ্নীবরুণৌ।

৩। **দিবো দ্যাবা**—দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্ববর্তী 'দিব্' শব্দ স্থানে দ্যাবা হয়। দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ— দ্যাবাভূমী, দ্যৌশ্চ ক্ষমা চ— দ্যাবাক্ষমে।

৪। দিবসশ্চ পৃথিব্যাম্—পৃথিবী শব্দ পরে থাকলে 'দিব্' শব্দ স্থানে 'দ্যাবা' ও 'দিবস্' হয়। দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ— দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দিবস্পৃথিব্যৌ।

৫। **জায়াশব্দস্য জম্ভাবো দম্ভাবশ্চ**—জায়া ও পতি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হলে জায়া স্থানে বিকল্পে দম্ ও জম্ হয়।জায়া চ পতিশ্চ— জায়াপতী, দম্পতী, জম্পতী।

৬। **নিত্যং স্ত্রীপুংসাদয়ঃ**—দ্বন্দ্ব সমাস হলে স্ত্রীপুংসৌ প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। স্ত্রী চ পুমাংশ্চ—স্ত্রীপুংসৌ, বাক্ চ মনশ্চ—বাঙ্মনসে, নক্তঞ্চ দিবা চ— নক্তন্দিবম্, রাত্রৌ চ দিবা চ = রাত্রিন্দিবম্, অহশ্চ রাত্রিশ্চ— অহোরাত্রঃ।

নিত্যসমাস

নিত্যসমাস কোন পৃথক সমাস নয়। যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, অথচ সমাসবদ্ধ পদ পাওয়া যায় সেইখানে নিত্যসমাস হয়। নিত্যসমাস দু'প্রকারের (১) অবিগ্রহ ও (২) অস্বপদ বিগ্রহ। অবিগ্রহ (যার ব্যাসবাক্য একেবারেই সম্ভব নয়) কৃষ্ণসর্পঃ (কেউটে সাপ, কালো রং এর সাপ নয়) অস্বপদ বিগ্রহ—(যার নিজের পদে ব্যাসবাক্য হয় না) অন্যঃ গ্রামঃ—গ্রামান্তরম্, অন্যঃ দেশঃ— দেশান্তরম্।

অলুক্ সমাস

সমাসে কোন কোন জায়গায় পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না হলে অলুক্ (যার বিভক্তি লুপ্ত হয় না) সমাস হয়। অলুক সমাসও পৃথক্ সমাস নয়। তৎপুরুষ, বহুব্রীহি প্রভৃতিতে অলুক্ হতে পারে।

(ক) তৎপুরুষ-সরসি জায়তে যৎ তৎ-সরসিজম্।

(খ) বহুব্রীহি-কণ্ঠে কালকূটঃ যস্য সঃ-কণ্ঠেকালঃ।



২০ অনুবাদ শিক্ষা

১। সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে হলে প্রথমে বাক্যটিকে বা বাক্যে ব্যবহৃতপদগুলিকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিণত করতে হবে। যেমন 'বাবা বই পড়েন'। এর বিশুদ্ধ বাংলায় রূপ হল— 'পিতা পুস্তক পাঠ করেন'। এরপর সংস্কৃত করতে হবে।

২। বাক্যের ক্রিয়াকে জানতে হবে। তারপর ক্রিয়া অনুসারে কারক ও কারক অনুসারে বিভক্তি যোগ করতে হবে। কোন কারকে কোন বিভক্তি যোগ করতে হবে তার সাধারণ নিয়ম হল ক্রিয়ার সঙ্গে নীচের প্রশ্নগুলি করা ঃ—

কে (করছে, খাচ্ছে বা যাচ্ছে)— কর্তৃ, প্রথমা
কি, কাকে বা কোন বস্তুটিকে— কর্ম, দ্বিতীয়া
কিসের দ্বারা— করণ, তৃতীয়া
কিসের জন্য। কাকে দান করা হচ্ছে— সম্প্রদান, চতুর্থী
কোথা থেকে— অপাদান, পঞ্চমী
কোথায় বা কখন— অধিকরণ, সপ্তমী

সম্বন্ধ বোঝালে (স্ব-স্বামি সম্বন্ধ, জন্য জনক সম্বন্ধ ইত্যাদি)— সম্বন্ধপদ, ষষ্ঠী। আগের বাক্যটিতে 'পাঠ করেন' ক্রিয়া। কে পাঠ করেন? পিতা। অতএব 'পিতা' কর্তা। তাতে প্রথমা বিভক্তি হবে। কি পাঠ করেন? পুস্তক। অতএব 'পুস্তক'কর্ম।তাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে।

৩। বাক্যে ব্যবহৃতপদগুলির মূল শব্দ বা প্রাতিপদিকের লিঙ্গ স্থির করতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট বিভক্তি ও বচন অনুসারে রূপ করতে হবে। ক্রিয়ারও রূপ করতে হবে। আগের বাক্যটির ক্ষেত্রে 'পিতা' পুংলিঙ্গ প্রথমা বিভক্তির একবচন। 'পুস্তক' ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচন। এখন কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার রূপ করলে সংস্কৃত বাক্যটি হবে—'পিতা পুস্তকং পঠতি'।

৪। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ একই লিঙ্গ, একই বিভক্তি ও একই বচন হবে।

(ক) লিঙ্গ— সুন্দরঃ বালকঃ, সুন্দরী বালিকা, সুন্দরং পুষ্পম্।

(খ) বিভক্তি— দরিদ্রঃ নরঃ, দরিদ্রেণ নরেণ।
(গ) বচন— ধার্মিকৌ নরৌ, ধার্মিকাঃ নরাঃ।

৫। কর্তার পুরুষ ও বচন অনুসারে ক্রিয়ারও পুরুষ ও বচন হয়।
নরঃ গচ্ছতি (কর্তা ও ক্রিয়া— প্রথম পুরুষ এক বচন)
যুবাং গচ্ছথঃ (কর্তা ও ক্রিয়া— মধ্যপুরুষ দ্বিবচন)
বয়ং গচ্ছামঃ (কর্তা ও ক্রিয়া— উত্তমপুরুষ বহুবচন)

মনে রাখা দরকার কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া কর্তার অনুরূপ, কিন্তু কর্মবাচ্যে ক্রিয়া কর্মের অনুরূপ যেমন 'রামেণ রাবণঃ হতঃ। তেন বৃক্ষঃ ছিদ্যতে।

৬। সাধারণ ক্রিয়ার অনুবাদ ধাতুরূপ অনুসারে করতে হয়। কিন্তু ধাতুর রূপ জানা না থাকলেও 'কৃ' ধাতুর যোগে অধিকাংশ ক্রিয়াপদেরই অনুবাদ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মূল ধাতুর একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঠিক করতে হয় যেমন— গম্—গমন, ক্রন্দ—ক্রন্দন, শী—শয়ন ইত্যাদি। ঐগুলিকে কর্মরূপে গ্রহণ করে 'কৃ' ধাতুর প্রয়োগ করতে হয়।

৭। ধাতুরূপ করতে গেলে বর্তমান কালে 'লট্', অতীতকালে লঙ ও লিট্ ভবিষ্যৎকালে লৃট হয়। আদেশ, অনুজ্ঞা ও অনুরোধ বোঝালে লোট্ এবং উচিত অর্থে কতৃবাচ্যে বিধিলিঙ্গ এবং কর্ম বা ভাববাচ্যে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য, অনীয় প্রভৃতি) হয়।

৮। ধাতুর বর্তমান কালের রূপের পরে 'স্ম' যোগ করে বা ধাতুর সঙ্গে 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয় যোগ করেও অতীতকাল বোঝানো যায়। যেমন ঃ—

স্ম-যোগে— দেবতারা অমৃত পান করেছিলেন— দেবতাঃ অমৃতং পিবন্তি স্ম।

রাজা তাঁর প্রজাগণকে রক্ষা করেছিলেন— নৃপঃ তস্য প্রজাঃ রক্ষতি স্ম।

ক্ত, ক্তবতু যোগে— সা তত্র গতা, সঃ বনং গতঃ, রামঃ রাবণং হতবান্।



শাস্ত্র বচন ও প্রবাদ বাক্য

১। যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।
২। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।
৩। অধিকন্তু ন দোষায়।
৪। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
৫। অহিংসা পরমো ধর্মঃ।
৬। আতুরে নিয়মো নাস্তি।
৭। কালস্য কুটিলা গতিঃ।
৮। কীর্তির্যস্য স জীবতি।
৯। বিদ্যারত্নং মহাধনম্।
১০। গতস্য শোচনা নাস্তি।
১১। গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।
১২। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।
১৩। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ [গীতা]।
১৪। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।
১৫। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।
১৬। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।
১৭। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।
১৮। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।
১৯। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।
২০। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। [মহাভারত]
২১। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।
২২। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
২৩। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
২৪। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্।
২৫। শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি।
২৬। সংহতিঃ কার্যসাধিকা।
২৭। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। (ঋগ্ বেদ)



কয়েকটি শ্লোক ঃ প্রার্থনা, নীতিবাক্য এবং স্তব

১। সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি, নমোঽস্তু তে॥
(হে মহাভাগে, বিদ্যাস্বরূপে, কমললোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি মাত্য সরস্বতী, আমায় বিদ্যা দাও, তোমায় নমস্কার।)

২। অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮
(আমাকে অসৎ হতে সৎ-এ, অজ্ঞান হতে জ্ঞানে এবং মৃত্যু হতে অমৃতত্বে নিয়ে যাও।)

৩। মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্বম্।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্। দ্বাদশ পঞ্জরিকা (মোহ মুদ্গর)
(ধন, জন ও যৌবনের গর্ব কোরো না। কারণ কাল বা সময় সব কিছুকেই নিমেষে হরণ বা বিনাশ করতে পারে।)

৪। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।
(রাজা নিজের দেশেই সম্মান পান কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন।)

৫। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥
(সুসময়ে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, রাজ্যবিপ্লবে, বিচারালয়ে এবং শ্মশানে যে নিয়ত পাশে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু।)

৬। **অন্নপূর্ণা স্তোত্র**

শ্লোক ঃ অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর-প্রাণ-বল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি॥ ১১

অন্বয় ঃ হে অন্নপূর্ণে, সদা পূর্ণে (নিরন্তর পূর্ণরূপে বিরাজিতা) শঙ্কর-প্রাণ-বল্লভে (শিবের প্রাণতুল্য পত্নী) পার্বতি (হিমালয় কন্যা), জ্ঞান বৈরাগ্য-সিদ্ধি-অর্থং (জ্ঞান ও বৈরাগ্য, সিদ্ধির নিমিত্ত) চ (পাদপূরণে) ভিক্ষাং (ভিক্ষা) দেহি (দাও)। ১১

অনুবাদ ঃ হে অন্নপূর্ণে, তুমি নিরন্তর পূর্ণরূপে বিরাজিতা, তুমি শঙ্করের প্রাণপ্রিয়া, তুমি পার্বতী, তুমি আমায় এরূপ ভিক্ষা দাও যেন আমার বৈরাগ্য এবং জ্ঞানলাভ হয়।

৭। শ্লোক ঃ মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥ ১২

অন্বয় ঃ মে (আমার) মাতা দেবী পার্বতী। পিতা দেবঃ মহেশ্বরঃ চ বান্ধবাঃ (বান্ধব) শিবভক্তাঃ (শিবের ভক্তগণ), স্বদেশঃ ভুবন ত্রয়ম্ (ত্রিভুবন)। ১২

অনুবাদ ঃ আমার মাতা দেবী পার্বতী, পিতা দেব মহেশ্বর, বন্ধু শিবভক্তগণ এবং স্বদেশ ত্রিভুবন।

৮। **হরগৌর্যষ্টকম্**

শ্লোক ঃ কস্তূরিকা-চন্দন-লেপনায়ৈ, শ্মশান-ভস্মাঙ্গ-বিলেপনায়।
সৎ-কুণ্ডলায়ৈ ফণি-কুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

অন্বয় ঃ কস্তুরিকা—চন্দন—লেপনায়ৈ [যিনি, যে গৌরী মৃগনাভি সংযুক্ত চন্দন লেপন করেছেন], শ্মশান-ভস্ম-অঙ্গ-বিলেপনায় [যিনি, যে হর, শ্মশান ভস্মকে অঙ্গ লেপ করেছেন, সৎকুণ্ডলায়ৈ (মনোহর কুণ্ডল ধারিণী) ফণি কুণ্ডলায় (সর্প কুণ্ডলধারী) সেই শিবায়ৈ (শিবানীকে) নমঃ (নমস্কার) চ (এবং) সেই শিবায় নমঃ (শিবকে নমস্কার)।

অনুবাদ ঃ যিনি (গৌরীরূপ অর্ধাঙ্গে) মৃগনাভি সহ চন্দন লেপন করেছেন এবং (হররূপ অর্ধাঙ্গে) শ্মশান ভস্মরূপ অঙ্গলেপ মেখেছেন, যিনি অর্ধাঙ্গে মনোহর কুণ্ডল ধারিণী এবং অর্ধাঙ্গে সর্পকুণ্ডলধারী, সেই শিবাকে নমস্কার এবং শিবকে নমস্কার। ১

৯। শ্লোক ঃ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্— গীতা ৪।৭

অন্বয় ঃ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি, অধর্মস্য অভ্যুত্থানম্ ভবতি চ, তদা অহম্ আত্মানম্ সৃজামি।

অনুবাদ ঃ—হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃষ্ট করি।

১০। শ্লোক ঃ— অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কটুম্বকম্॥ পঞ্চতন্ত্র

অন্বয় ঃ অয়ং নিজ পরঃ বা ইতি গণনা লঘুচেতসাম্। (কিন্তু) উদারচরিতানাম্ (গণনা) বসুধা এব কুটুম্বকম্।

অনুবাদ ঃ—এ আপন এ পর— এ হল সংকীর্ণ চিত্ত ব্যক্তিদের ভাবনা, উদার চরিত্র ব্যক্তিদের কাছে সমস্ত পৃথিবীই নিজের আত্মীয়।

১১। শ্লোক ঃ—বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে বাহনলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ভবান্যষ্টকম্, শংকরাচার্য।

অন্বয় ঃ—হে শরণ্যে। বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে, জলে বা অনলে, পর্বতে শত্রুমধ্যে বা অরণ্যে সদা মাং প্রপাহি। হে ভবানি! ত্বমেকা (মম) গতিঃ

অনুবাদ ঃ—হে শরণ্যে! (শরণ দায়িনি।) বিবাদে, বিষাদে, ভ্রমে, প্রবাসে, জলে আগুনে, পর্বতে, শত্রুমধ্যে বা বনে সর্বদা আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি। তুমিই আমার গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি।

২৩ অনুশীলনী

অনুশীলনী-১

পদ প্রকরণ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধান ঃ

১। পদ কয় প্রকার? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।
২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ
(ক) রত্নাকরঃ, ক্ষিতীশঃ, স্বাগতম্, প্রভোহনুগৃহাণ
(খ) জগচ্ছরণাম্, উড্ডীনঃ
(গ) পূর্ণশ্চন্দ্রঃ, উন্নতস্তরুঃ, বেদোঽধীতঃ।

৩। সন্ধি কর ঃ
(ক) রত্ন + আকরঃ, মহা + ঋষিঃ, পিতৃ + ঋণম্, অদ্য + এব
(খ) তদ্ + ছবিঃ, মহান্ + শব্দঃ, উৎ + হৃতঃ
(গ) রবেঃ + ছবিঃ, নরঃ + অয়ম্, বেদঃ + অধীতঃ
(ঘ) বামঃ + হস্তঃ।
৪। নিপাতনে সিদ্ধ উদাহরণ দাও
৫। ণত্ব ও ষত্বের সাধারণ নিয়মগুলো লেখ।

অনুশীলনী-২

লিঙ্গ প্রকরণ

১। লিঙ্গভেদে শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। সেই ভাগগুলি কি কি?
২। ঘঞ্ ও অপ্ প্রত্যয় থাকলে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়। উদাহরণ দাও।
৩। নরঃ শব্দ কোন্ লিঙ্গ। এর স্ত্রীলিঙ্গ কি?
৪। তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। উদাহরণ দাও।
৫। কয়েকটি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ দাও।
৬। 'অজহল্লিঙ্গ' কথাটি বুঝিয়ে উদাহরণ দাও।

অনুশীলনী-৩

বিশেষ্য-বিশেষণ, উদ্দেশ্য-বিধেয়, কর্তা ও ক্রিয়া, বিভক্তি ও বচন।

১। (ক) বিশেষ্য পদ কাকে বলে?
(খ) ব্যক্তি, বস্তু ও জাতিবাচক শব্দের উদাহরণ দাও।
২। বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি বিশেষণ পদেও একইরকম হবে। সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।
৩। 'বৃষ্টিঃ ভবতি' এই বাক্যে উদ্দেশ্য কোন্‌টি?
৪। কর্তা কাকে বলে? ক্রিয়াই বা কাকে বলে? রামঃ লক্ষ্মণশ্চঃ গচ্ছতঃ। এই বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়া লেখ।
৫। (ক) সংস্কৃতে বিভক্তি ৭টি আছে। সেগুলি কি কি?
(খ) বচন কয়টি? উদাহরণ দাও।

অনুশীলনী-৪

সুবন্ত প্রকরণ বা শব্দরূপ।

১। সুপ্ বিভক্তির আকৃতি লেখ।
২। (ক) স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ দাও।
(খ) ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ দাও।
৩। (ক) শব্দরূপ লেখ ঃ নর, মুনি, রাজন্, আত্মন্
(খ) শব্দরূপ লেখ ঃ লতা, শ্রী, নদী, দুহিতৃ
৪। (ক) কয়েকটি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ দাও।
(খ) শব্দরূপ লেখ ঃ ফল, বারি, ধাতৃ।
৫। (ক) সর্বনাম শব্দের উদাহরণ লেখ।
(খ) শব্দরূপ দাও—অস্মদ্, যুষ্মদ্।

অনুশীলনী-৫

উপসর্গ, অব্যয় ও সর্বনাম।

১। উপসর্গ কয়টি ও কি কি?
২। অব্যয় কাকে বলে। সংস্কৃত শ্লোকটি লেখ। প্রহার, আহার, সংহার, বিহার ও পরিহার শব্দগুলির উপসর্গ কি কি লেখ।
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা কর। অকস্মাৎ, অজস্রম্।
৪। সর্বনাম কয় প্রকার ও কি, কি?

অনুশীলনী-৬

তিঙন্ত প্রকরণ বা ধাতুরূপ

১। ধাতু কাকে বলে?
২। ধাতুর উত্তর লট্ প্রভৃতি দশ লকার আছে—সেগুলির নাম লেখ।
৩। ধাতু বিভক্তিগুলি দুভাগে বিভক্ত। একটি পরস্মৈপদী—অন্যটি কি?
৪। ভবাদিগণ প্রভৃতি ধাতুর দশটি বিভাগ আছে। তাদের নাম লেখ।
৫। ধাতুরূপ [লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্] লেখ। ভূ, ধা, দা, কৃ, জ্ঞা।
৬। স্ম যোগে অতীতকাল হয়—উদাহরণ দাও।

অনুশীলনী-৭

বাচ্য পরিবর্তন ও কৃৎ প্রকরণ

১। বাচ্য পরিবর্তনের নিয়মগুলি লেখ।

২। কর্মবাচ্যে পরিবর্তন কর ঃ
(ক) যাদবঃ বৃক্ষং পশ্যতি।
(খ) মাধবঃ ফলানি দৃষ্টবান্।
৩। কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর ঃ
(ক) দেবদত্তেন বৃক্ষৌ দৃষ্টৌ।
(খ) মাধবেন ত্বং দৃষ্টঃ।
৪। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫। তব্য, অনীয়, ণ্যৎ যোগে শব্দ গঠন কর।

অনুশীলনী-৮

কারক ও বিভক্তি

১। কারক কাকে বলে? সম্বন্ধপদ কারক নয় কেন? কারক কয় প্রকার ও কি কি?
২। বড় হরফের পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ
(ক) অযোধ্যায়াং **দশরথ** ইতি খ্যাতঃ রাজা আসীৎ। **স্বদেশে** পূজ্যতে রাজা। মাতা **শিশবে** চন্দ্রং দর্শয়তি।
(খ) বালকঃ **শয্যাম্** অধিশেতে। মুনিঃ **বনম্** উপবসতি। **অশ্বাঃ** শীঘ্রং ধাবন্তি। ছাত্রঃ **মাসং** ব্যাকরণং পঠতি। **দীনং প্রতি** দয়াং কুরু।
(গ) রামঃ **সীতয়া** সহ বনং জগাম। **বিবাদেন** অলম্। **স মাসেন** ব্যাকরণম্ অপঠৎ। **চক্ষুষা** কাণঃ।
(ঘ) বালিকা **পুষ্পেভ্যঃ** স্পৃহয়তি। **রন্ধনায়** স্থালী। **রোগায়** ঔষধম্। মুনিঃ **যাগায়** যাতি। **দুর্গায়ৈ** নমঃ। **অগ্নয়ে** স্বাহা।
(ঙ) **সর্পাৎ** বিভেতি। **বীজাৎ** বৃক্ষঃ উৎপদ্যতে। **জননী স্বর্গাদপি** গরীয়সী। স্ত্রিয়ঃ **প্রাসাদাৎ** পশ্যন্তি।
(চ) **অন্নস্য** পাকঃ। **বৃক্ষস্য** ছায়া। অধ্যয়নং **ছাত্রস্য কর্তব্যম্**। **কবীনাং** কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।
(ছ) **তিলেষু** তৈলম্। **রবৌ** উদিতে পদ্মং প্রকাশতে। **চর্মণি** দ্বীপিনং হন্তি।
৩। উদাহরণ দাও ঃ প্রযোজক কর্তায় প্রথমা, উক্ত কর্মে প্রথমা, অধিকরণে দ্বিতীয়া, ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া, অপবর্গে তৃতীয়া, তাদর্থ্যে চতুর্থী, কর্মে পঞ্চমী, অনাদরে ষষ্ঠী, অবচ্ছেদে সপ্তমী, নিমিত্তে সপ্তমী।

অনুশীলনী-৯

তদ্ধিত প্রত্যয়

১। তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে?
২। অপত্য বা সন্তান অর্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় ব্যবহার হয়, তাদের নাম বলে উদাহরণ দাও।
৩। শূন্যপদ পূরণ কর।
(ক) অর্জুনস্য অপত্যম্ — । (খ) দশরথস্য অপত্যম্ — ।
(গ) পুরাণম্ অধীতে — । (ঘ) পতঞ্জলিনা প্রোক্তম্ — ।
(ঙ) শক্তিঃ অস্য দেবতা—। (চ) বিষ্ণুঃ অস্য দেবতা — ।
(ছ) কলিঙ্গে ভবঃ — । (জ) সভায়াং সাধুঃ — ।
(ঝ) বিশ্বজনেভ্যঃ হিতম্ — । (ঞ) কুলে ভবঃ — ।
৪। অস্ত্যর্থক প্রত্যয় (অস্তি বা আছে এই অর্থে) দুটি প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

অনুশীলনী-১০

সমাস

১। সমাস কাকে বলে? সমাস কয় প্রকার ও কি কি?
২। **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নিরূপণ কর ঃ**
(ক) প্রতিমাসম্, যথাসাধ্যম্, দুর্ভিক্ষম্, উপগ্রামম্।
(খ) সুখপ্রাপ্তঃ, অগ্নিদগ্ধঃ, পুত্রহিতম্, পাপজম্, সূর্যোদয়ঃ, কর্মনিপুণঃ
(গ) নীলোৎপলম্, ঘনশ্যামঃ, পুরুষসিংহঃ, দুঃখানলঃ, সিংহাসনম্।
(ঘ) পঞ্চবটী, ত্রিভুবনম্, সপ্তশতী।
(ঙ) চক্রপাণিঃ, কেশাকেশি, পীতাম্বরঃ।
(চ) শিশিরবসন্তৌ, অহিনকুলম্, দম্পতী, সূর্যাচন্দ্রমসৌ।
৩। **একপদে পরিণত কর ঃ**
(ক) গৃহং গৃহং, বিঘ্নস্য অভাব, অক্ষ্ণঃ পরম্।
(খ) ব্যাঘ্রাৎ ভীতিঃ, তরোঃ ছায়া, শাস্ত্রে প্রবীনঃ, পঙ্কে জায়তে যৎ তৎ, কুম্ভং করোতি।
(গ) পরমঃ পুরুষঃ, অনল ইব উজ্জ্বলঃ, পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব, হৃদয়মেব মন্দিরম্, ছায়াপ্রধানঃ তরুঃ।

(ঘ) চতুর্ণাং পদানাং সমাহারঃ, ত্রয়ানাং লোকানাং সমাহারঃ।
(ঙ) চক্রং পাণৌ যস্য সঃ, ভৃত্যেন সহ, প্রফুল্লং বদনং যস্য সঃ।
(চ) ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ, করৌ চ চরণৌ চ, মিত্রশ্চ বরুণশ্চ, দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ, নক্তঞ্চ দিবা চ।

২৪ (ক) পরিশিষ্ট

পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিধান

বিশেষ বিশেষ অর্থে এবং নির্দিষ্ট উপসর্গের যোগে পরস্মৈপদী ধাতুর আত্মনেপদ, আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদ ও উভয়পদী ধাতুর পরস্মৈপদ বা আত্মনেপদ হয়। যেমন—জি-ধাতু পরস্মৈপদী, কিন্তু বি-পূর্বক জি-ধাতু আত্মনেপদী, রম্ ধাতু আত্মনেপদী, কিন্তু বি-পূর্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদী। এদেরই পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিধান বলে।

(১) নির্বাচিত পরস্মৈপদ বিধান

(ক) অনু-কৃ (অনুকরণ করা)— রামঃ শ্যামম্ অনুকরোতি।
পরা-কৃ (প্রত্যাখ্যান করা)— বৃদ্ধঃ মে আবেদনং পরাকরোতি।
(খ) প্র-বহ (প্রবাহিত হওয়া)— নদী প্রবহতি।
(গ) বি-রম্ (নিরত হওয়া)— ভৃত্যঃ কার্য্যাৎ বিরমতি।
আ-রম্ (আরাম করা)— বৃদ্ধঃ শয্যায়াম্ আরমতি।
পরি-রম্ (আনন্দিত হওয়া)— বালকঃ ক্রীড়ায়াং পরিরমতি।

(২) নির্বাচিত আত্মনেপদ বিধান

(ক) নি-বিশ্ (প্রবেশ করা)— রাজা নগরীং নিবিশতে।
অভি-নি-বিশ্ (আগ্রহী হওয়া)— সাধু সন্মার্গম্ অভিনিবিশতে।
(খ) বি-জি (জয়লাভ করা)— বিজয়তে (বিজয়তাম্) মহারাজঃশূদ্রকঃ।
পরা জি (পরাজিত করা)— রাজা শত্রূন্ পরাজয়তে।
(গ) বি-বদ্ (বিবাদ করা)— বালকাঃ পরস্পরং বিবদন্তে।
(ঘ) জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ, দৃশ্— এই চারটি ধাতু 'সন্' প্রত্যয়যুক্ত হলে আত্মনেপদী হয়। যথা—শিষ্যাঃ জিজ্ঞাসতে।

ছাত্রঃ শিক্ষকং শুশ্রূষতে। বালকঃ মাতরং সুস্মূর্ষতে।
শিশুঃ চন্দ্রং দিদৃক্ষতে।

(৩) নির্বাচিত আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ বিধান

উপসর্গের যোগে বিশেষ বিশেষ অর্থে ধাতুর আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ই হয়, উপসর্গের যোগ ছাড়াও হয়।

(ক) আ-দা (স্বাঙ্গবিস্তার না বোঝালে বা গ্রহণ করা অর্থে)
ছাত্রঃ বিদ্যাম্ আদত্তে।
আ-দা (স্বাঙ্গবিস্তার অর্থে)— সিংহঃ মুখং ব্যাদদাতি।

(খ) আ-হন্ (অকর্মক বা নিজের অঙ্গকর্ম হলে)
বৃদ্ধঃ স্বমস্তকম্ আহতে।
আ হন্ (পরের অঙ্গ কর্ম হলে) বালকঃ সারমেয়ম্ আহন্তি।

(গ) আ-হ্বে (স্পর্ধাপূর্বক ডাকা)—মল্লো মল্লম্ আহ্বয়তে।
আ-হ্বে (স্নেহ ভরে ডাকা)— মাতা পুত্রম্ আহ্বয়তি।

(ঘ) উৎ-স্থা (চেষ্টা করা)— সাধুঃ মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে।
উৎ-স্থা (প্রকৃত ওঠা)— বালকঃ আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি।

(ঙ) সম্-ক্রীড় (খেলা করা বা কূজন ভিন্ন অর্থে)— প্রান্তরে বালকাঃ সংক্রীড়ন্তে।
সম্-ক্রীড় (কূজন করা)— বিহগাঃ প্রাতঃ সংক্রীড়ন্তি।

(চ) সম্-চর্ (করণে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হলে)— মহারাজঃ রথেন সঞ্চরতে।
সম্-চর্—(করণে তৃতীয়ান্ত পদের সঙ্গে যোগ না থাকলে)— পিতা পুত্রেণ সঞ্চরতি।

(ছ) ভুজ্-(খাওয়া)— বানরঃ ফলং ভুঙ্‌ক্তে।
ভুজ্ (পালন করা)— রাজা রাজ্যং ভুনক্তি।

২৪ (খ) পরিশিষ্ট

স্ত্রী প্রত্যয়

পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর টাপ্ (আ) ঙীন্, ঙীষ্, ঙীন্ (ঈ) এবং উঙ্ (উ) প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়। এই প্রত্যয়গুলিকে স্ত্রী প্রত্যয় বলে।

টাপ্

১। (ক) **স্ত্রিয়াম্ অজাদ্যতষ্টাপ্**— অজ প্রভৃতি শব্দ এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। টাপ্ প্রত্যয়ের 'আ' থাকে। যেমন—অজ অজা, অশ্ব—অশ্বা, কৃপণ—কৃপণা, সরল—সরলা, নিপুণ—নিপুণা, প্রথম—প্রথমা, দীন—দীনা ইত্যাদি।

(খ) **আরও কিছু টাপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ** ঃ—নায়ক—নায়িকা, গায়ক—গায়িকা, পাচক—পাচিকা, সাধক—সাধিকা, পরিব্রাজক—পরিব্রাজিকা, বালক—বালিকা ইত্যাদি।

ঙীপ্

২। (ক) **ঋন্নেভ্যো ঙীপ্**—ঋকারান্ত এবং নকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। ঙীপ, প্রত্যয়ের 'ঈ' থাকে। যেমন—ঋকারান্ত— কর্তৃ—কর্ত্রী, দাতৃ—দাত্রী, নকারান্ত— গুণিন্—গুণিনী, রাজন—রাজ্ঞী, মঘবন্—মঘোনী, শ্বন—শুনী ইত্যাদি।

(খ) **দ্বিগোঃ**— অকারান্ত দ্বিগু সমাসের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। যথা—পঞ্চবটী,ত্রিলোকী, ত্রিপদী, শতমূলী, ইত্যাদি।

(গ) **আরও কিছু ঙীপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ** ঃ ভবৎ-ভবতী, শ্রীমৎ—শ্রীমতী বুদ্ধিমৎ—বুদ্ধিমতী, গতবৎ—গতবতী, সৎ-সতী, রুদৎ—রুদতী, শশ্বৎ—শশ্বতী, জানৎ—জানতী, বিদ্বষ্—বিদুষী, শ্রেয়স্—শ্রেয়সী, নৃত্যৎ—নৃত্যন্তী, হসৎ—হসন্তী, চিন্তয়ৎ—চিন্তয়ন্তী, শবন্—শর্বরী, অগ্নি—অগ্নায়ী, মনু—মনায়ী, মনাবী, মনুঃ।

ঙীষ্

৩। ক) **ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ**—ষকার লোপ প্রত্যয়ান্ত এবং গৌর প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। ঙীষ্ এর 'ঈ' থাকে। যথা—'ষ'কার লোপ ষ্বুন্—নর্তক—নর্তকী, রজক—রজকী, ষ্কন্- পথিক—পথিকী, ষচ্—বিশালাক্ষ—বিশালাক্ষী, গৌর—গৌরী, মৎস্য—মৎসী, মনুষ্য—মনুষী, সূর্য—সূরী, নট—নটী, তরুণ—তরুণী।

খ) **ইন্দ্র—বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন মাতুলাচার্যানা মানুক্।** ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব, রুদ্র প্রভৃতি শব্দের উত্তর আনুক্ (আন্)ও ঙীষ্ (ঈ) হয়। যথা—ইন্দ্র ইন্দ্রাণী,

বরুণ—বরুণানী, ভব—ভবানী, শর্ব—শর্বাণী, রুদ্র—রুদ্রাণী, মাতুল—মাতুলানী, আচার্য—আচার্যানী ইত্যাদি।

গ) বহু প্রভৃতি কতগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে 'ঙীষ্' হয়। যথা—বহু-বহ্বী, বহুঃ মুনি—মুনী, মুনিঃ, পটু—পট্বী, পটুঃ, তনু—তন্বী, তনুঃ, সাধু—সাধ্বী, সাধুঃ ইত্যাদি।

ঙীন্

৪। **শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্**—শার্ঙ্গরব প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঙীন্ (ঈ) হয়। যথা—শার্ঙ্গরব—শার্ঙ্গরবী, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, পুত্র—পুত্রী, গৌতম—গৌতমী।

ঊঙ্

৫। **ঊঙ্ উতঃ**—য উপধায় না থাকলে উকারান্ত মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তর ঊঙ্ হয়। যথা—কুরু—কুরূঃ, ভীরু—ভীরূঃ তনু—তনূঃ, শ্বশুর—শ্বশ্রূঃ।

কিছু কিছু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রভেদ

আচার্য	আচার্যা—শিক্ষিকা আচার্যানী—শিক্ষকের পত্নী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়া—শিক্ষিকা উপাধ্যায়ানী—শিক্ষকের পত্নী
শূদ্র	শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোক, শূদ্রী—শূদ্রের স্ত্রী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া—ক্ষত্রিয় জাতীয়া নারী, ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয় পত্নী
সূর্য	সূর্যা—সূর্যের দেবী স্ত্রী (ছায়া), সূরী—সূর্যের মানবী স্ত্রী (কুন্তী)
যবন	যবনী—যবনের স্ত্রী, যবনানী—যবনের লিপি
স্থল	স্থলা—কৃত্রিম ভূমি (উদ্যান ক্রীড়াস্থল), স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি (বন)

২৪ (গ) পরিশিষ্ট

কিছু ব্যবহারিক শব্দের সংস্কৃত

বিশ্ববিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়ঃ
মহাবিদ্যালয়—মহাবিদ্যালয়ঃ
বিদ্যালয়—বিদ্যালয়ঃ
উপাচার্য্য—উপাচার্য্যঃ
অধ্যক্ষ—অধ্যক্ষঃ
প্রধান-শিক্ষক—প্রধান-শিক্ষকঃ
শিক্ষিকা—শিক্ষিকা
ছাত্রী—ছাত্রী
ছাত্র—ছাত্রঃ।
শ্রেণী—শ্রেণী
বই—পুস্তকম্

খাতা—অনুশীলনী
কলম—লেখনী/কলমঃ
পেন্সিল—কুর্চিকা
লেড্ পেন্সিল—সীসলেখনী
চক—কঠিনী/খড়িকা
ডাস্টার—মার্জনী
স্লেট্—প্রস্তরফলকম্
কালি—মসী
দোয়াত—মস্যাধারঃ
ব্লটিং পেপার—মসীশোষণ-পত্রম্
বোর্ড—ফলকঃ/ফলকম্

বৃত্তি

অধ্যাপক—অধ্যাপকঃ
শিক্ষক—শিক্ষকঃ
ডাক্তার—চিকিৎসকঃ/ বৈদ্যঃ
ইঞ্জিনিয়ার—যন্ত্রকারঃ/ যন্ত্রকলাভিজ্ঞঃ
উকিল—ব্যবহারজীবী /বিধিজ্ঞঃ
ব্যবসায়ী—ব্যবসায়ী/বণিক্
দোকানী—আপণিকঃ/বিক্রয়িকঃ
কেরাণী—করণিকঃ/লিপিকারঃ
পোষ্টমাষ্টার—পত্রবাহাধ্যক্ষঃ/ পত্রস্থানাধিকারী
পিওন—পত্রবাহঃ/লেখ-হারঃ

চিত্র পরিচালক— চিত্র-পরিচালকঃ
অভিনেতা—অভিনেতা/নটঃ
নাট্যকার—নাট্যকারঃ
নর্ত্তক/নর্ত্তকী—নর্ত্তকঃ/নর্ত্তকী
ভবিষ্যদ্বক্তা—গণকঃ
পুরোহিত—পুরোহিতঃ
স্বর্ণকার—স্বর্ণকারঃ
কৃষক—কর্ষকঃ/ক্ষেত্রপালঃ
কুমোর—কুম্ভকারঃ
ধোপা—রজকঃ
জেলে—ধীবরঃ
গোয়ালা—গোপঃ

আইন-কানুন

সুপ্রিমকোর্ট—সর্বোচ্চন্যায়ালয়ঃ
হাইকোর্ট—উচ্চন্যায়ালয়ঃ
মামলা/মোকদ্দমা—ব্যবহারকার্যম্
জজ্—বিচারকঃ
উকিল—ব্যবহারজীবী
এফিডেফিট—শপথপত্রম্
দরখাস্ত—আবেদন-পত্রম্
রায়—বিচারফলম্
জেলখানা—কারাগৃহম্
শাস্তি—দণ্ডঃ
সাক্ষ্য—সাক্ষ্যম্

শাসন ব্যবস্থা

সরকার—সর্বকারঃ
রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রপতিঃ
প্রধানমন্ত্রী—প্রধানমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী—মুখ্যমন্ত্রী
লোকসভা—লোকসভা
বিধানসভা—বিধানসভা
লোকসভা সদস্য—সাংসদঃ
বিধানসভা সদস্য—বিধায়কঃ
জিলা-শাসক—মণ্ডল-শাসকঃ
মহকুমা শাসক—মহকুমাশাসকঃ
বি.ডি.ও—অঞ্চলোন্নয়নাধিকারিকঃ
পঞ্চায়েৎ—পঞ্চায়তঃ

সময়

বৎসর—বর্ষম্
মাস—মাসঃ
সপ্তাহ—সপ্তাহঃ
দিন—দিনং/দিবসঃ
রাত্রি—নিশা/রাত্রিঃ
সকাল—প্রাতঃ
দুপুর—মধ্যাহ্নঃ
বিকাল—অপরাহ্নঃ
সন্ধ্যা—সায়ং
ঘণ্টা—ঘটিকা/হোরা
মিনিট—ক্ষণঃ/পলম্
সেকেণ্ড—ক্ষণাংশঃ/পলাংশঃ

গন্তব্যস্থল

হাসপাতাল—আরোগ্যনিকেতম্
ডাক্তারখানা—চিকিৎসালয়ঃ
পোষ্ট অফিস—বার্তাগৃহম্
বাজার—পণ্যবীথিকা, আপনঃ
ব্যাঙ্ক—ধনাগারঃ, অর্থন্যাসস্থানম্
হাট—হট্টঃ
অফিস—কর্মস্থানম্, কর্মস্থলম্
খেলার মাঠ—ক্রীড়াস্থলম্
সিনেমা হল—চিত্রগৃহম্
ষ্টেশন—যানবিরতিস্থানম্
লাইব্রেরী—গ্রন্থাগারঃ